

श्विण क्वा



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 47 Issue ● 18 February, 2022, Friday ● ৫ ফাল্লুন, ১৪২৮, শুক্রবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

টকার এমন টানটোন

রবাজ্রভবনও হতে পারে বিয়েবাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সরকারি কাজে জমি কেনা যাবে না, দফতরে দফতরে শৃণ্যপদ লোপ করে দিতে হবে, সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় হবে, এমনকী টাউনহল, ইত্যাদি আর্থিক দুরবস্থা সামাল দিতে ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দফতর এমন সব প্রস্তাব রেখেছে। মহাকরণে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী যীফু দেববর্মণ'র নেতৃত্বে বিভিন্ন দফতর প্রধানদের নিয়ে ফিসক্যাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ত পরিস্থিতির পর্যাতে

Receipts

Receipts Items

Other Transfer to States

ther State resources &

All Central Sponsored

Total Receipts

ধরা হয়েছিল ১১০৫ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ১১৩ কোটি টাকা। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সব প্রকল্পে ধরা হয়েছিল ৪৬৯৯ কোটি টাকা, এসেছে ১৯৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্প থেকে কর্মচারীদের বেতন দিতে বাজেট অনুযায়ী আয় ধরা আছে ২১৯৫১ কোটি টাকা, এখন পর্যন্ত আয় হয়েছে বিয়েবাড়ি হিসাবেও ব্যবহার করা হবে, ১১৫০৩ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি ছিল ৭৭৩ কোটি টাকা। আয়ে ঘাটতি আছে ৫২২ কোটি টাকা। বাজেটে খরচ ধরা আছে ২২৭৭৫ কোটি টাকা, খরচ হয়েছে ১২০২৫ কোটি টাকা। বেতন খাতে খরচ ধরা আছে ৬৯৯৫ কোটি টাকা, রেসপনসিবিলিটিস অ্যান্ড বাজেট খরচ হয়েছে ৪২৮৭ কোটি টাকা।

3	মনুযায়ী বাচনা & Ex _]	হয়েং	ই	পেনশনে ধরা আছে ৩ খরচ হয়েছে ১৯৬০ re over B.E 202	কোটি টাক 1-22	গ। সুদ
	BE 2021-22	Upto Dec, 2021		Expenditure Items	(Rs. In C	Upto Dec, 2021
	2762	1992	a)	Salary & Wages	6995	4287
	4663	3188	b)	Pension	3161	1960
	5129	3705	c)	Payment of Interest	1374	701
	1105	113	d)	Repayment of Loan	687	268
	3594	753	e)	Other Expenditure	5809	2569
	4699	1753	f)	All Central Sponsored	4699	2239

21951 11503 III. Total Expenditure

বৃহস্পতিবারে। সেখানেই এইসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে অর্থ দফতর থেকে। চলতি বাজেটে কত কত টাকার প্রস্তাব রাখা টাকা।ঋণ পরিশোধে ধরা আছে হয়েছিল, কত ঘাটতি ছিল, কত আদায় হয়েছে, এসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে। ২৬৮ কোটি টাকা। রাজ্যের আর সব বছরের থার্ড কোয়ার্টারে এসেও বাজেট খরচের জন্য ধরা আছে ৫৮০৯ কোটি ঘাটতি তিনভাগের দুই ভাগই এখনও টাকা। এই টাকাতেই রাজ্যের উন্নয়নমূলক ঘাটতি রয়েই গেছে। রাজস্ব আদায়ও প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির টাকা ধরা দুর্বল। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে কত টাকা থাকে। এই খাতে খরচ হয়েছে চাওয়া হয়েছিল, কত পাওয়া গেছে অর্ধেকেরও কম টাকা, ২৫৬৯ কোটি ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ পর্যন্ত, কোনও টাকা। সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পে খরচ হয়েছে ক্ষেত্রে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত, তাও ছিল। ২২৩৯ কোটি টাকা, এখানেও যা ধরা ডাবল ইঞ্জিনের খোমা, কেন্দ্র থেকে পাঠানো টাকার হিসাবে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে এক টাকাও আসেনি। বছর বছরে কেন্দ্রের পাঠানো টাকা কমের দিকে। যা চাওয়া হয়েছিল তার অর্ধেকও দেওয়া হয়নি চলতি বছরে। কোনও

দিতে টাকা লাগার কথা ১৩৭৪ কোটি টাকা, দেওয়া হয়েছে ৭০১ কোটি ৬৮৭কোটি টাকা. ঋণ দেওয়া হয়েছে আছে, তার থেকে খরচ অর্ধেক।

22725 12025

নিজস্ব কর আদায়

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বিদ্যুৎ মাশুল'র। বিদ্যুতমন্ত্রী, তিনি অর্থমন্ত্রী, তার দফতর

2018-19 2019-20 2020-21 BE 2021-22 as 31.01.202 includin SNA Accoun	nd received under different Centrally Sponsored Schemes (Rs. in Crore)								
2592.29 3035.37 2453.31 4698.64 2136.88					Received 2021-22 as or 31.01.2022 including SNA Account				
	2592.29	3035.37	2453.31	4698.64	2136.88				

কোনও বিষয়ে বাজেটে প্রস্তাবই ছিল না। অর্থবছরের নয়মাসে যা পাওয়া গেছে, শেষ তিনমাসে তার থেকে বেশি পাওয়ার নজির বিরল। রেগার অবস্থা একেবারে সঙিন, চাওয়া হয়েছিল ৩০০ কোটি টাকা, গত বছরে পাওয়া গেছে ২৯০

লক্ষ্য মাত্রার মাত্রই ২২.৮১ শতাংশ আদায় করতে পেরেছে। ১৯-২০ সালে আদায় হয়েছিল ৩০.৪০ কোটি টাকা। ২০-২১ সালে আদায় হয়েছিল ১১১.৯৬ কোটি টাকা। ২১-২২ সালে লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ১১৬ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে মাত্রই

Deptt	SL. No.	Name of Scheme	Total Receipt 2020-21	BE Receipts 2021-22	Total Receipt 2021-22 as on 31.01.2022
RD	1	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee	29075.56	30000.00	16422.54
	2	Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)-Rural	11361.69	14874.00	46129.95
	3	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	17455.16	17436.01	4584.32
	4	Shyamaprasad Mukharjee Rurban Mission	810.00	4590.00	-
RD (Panchayat)		Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan(RGSY)	253.05	1558,70	466.57
	То	tal RD including Panchayats	58955.46	68458.71	67603.38

কোটি টাকার মত, এবার চাওয়াই হয়েছে ৩০০ কোটি, পাওয়া গেছে ১৬৪ কোটির টাকার মত। রেগার হিসাব ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বাজেট ও বাস্তব

২০২১-২২ বাজেটে রাজ্যের রাজস্ব আসবে ধরা হয়েছিল ২৭৬২ কোটি টাকা, এসেছে ১৯৯২ কোটি টাকা। ৭৭০ কোটি টাকার মত কম আদায় হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর-এ রাজ্যের ভাগ ধরা হয়েছিল ৪৬৬৩ কোটি টাকা, এসেছে ৩১৮৮ কোটি টাকা। ফিনান্স কমিশন'র গ্রান্ট ধরা হয়েছিল ৫১২৯ কোটি টাকা, এসেছে ৩৭০৫ কোটি টাকা। রাজ্যের অন্যান্য পাওনা

২৬.৪৬ কোটি টাকা। বেসরকারি মালিকদের হাতে পরিসেবা তুলে দেয়া, নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান পদে বাইরের রাজ্যের একজনকে ধরে রাখা, ইত্যাদিতে এই হাল বলে অভিযোগ। পরিসেবার অবনতির খবর প্রতিদিনই আসে। একসময়ের পাওয়ার কাটমুক্ত রাজ্যে এখন হাসপাতাল ডুবে থাকে অন্ধকারে। সবচেয়ে ভাল হয়েছে সেলস, ট্রেড'র কর, লক্ষ্যমাত্রার ৮১.২১ শতাংশ আদায় হয়েছে। রোড ডেভেলপমেন্ট সেস গত বছরে আদায় হয়েছিল ২৫৫.৮১ কোটি টাকা, চলতি বছরে লক্ষ্য ২৪৮.১১ কোটি টাকা, আদায় ১৯৪.৪২ শতাংশ। গত বছরের আদায় থেকে এবারের লক্ষ্যই কম। এত কোটি

Economy in Expenditure

- Austerity Measures
- Land acquisition to be avoided for projects
- Auditorium / Town Halls to be put to use like marriage hall, movie hall. Outsourcing of service/personnel should not be excessive. Existing manpower for
- To the extent possible, salary to be paid from administrative expenses of CSS.
- Abolition of vacant posts of the Departments which have lost utility
- Mobilisation of extra budgetary resources including off budget borrowing.

 Release of pending funds by GOI under central schemes (such as PMGSY, SBM, PMAY, parliamentary election, deployment charges of TSR, SRE etc).

ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটিস অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৩ অনুযায়ী আর্থিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা

- 💻 সরকারি কাজে জমি কেনা যাবে না, দফতরে দফতরে শূন্যপদ লোপ, কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কর্মচারীদের বেতন, টাউন হল, অডিটরিয়াম হবে বিয়েবাড়ি, প্রস্তাবে অর্থ দফতর
- 📕 ২০২১-২২ বাজেট-আয়ে ঘাটতি ৫২২ কোটি টাকা
- 📕 কোভিড ইমারজেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড হেলথ সিস্টেম প্রিপেয়ার্ডনেস প্যাকেজ-এ কোনও টাকা আসেনি
- কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২১-২২ বাজেটে ধরা ৪৬৯৮.৬৪ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ২১৩৬.৮৮ কোটি টাকা
- বাজেটে রেগা ৩০০ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ১৬৪ কোটি টাকা
- 📕 পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান খাতে শূন্য টাকা পাওয়া গেছে
- 📕 শহরের আবাস যোজনায় ৬১ লাখ টাকা এসেছে
- স্বাস্থ্য কর্মী, ডাক্তার-শিক্ষক নিয়োগে কোনও টাকা আসেনি
- হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের টীকার জন্যও কোনও টাকা নেই কেন্দ্র
- 📕 স্মার্ট সিটিস মিশন'র দুই প্রকল্পে প্রাপ্তি শূন্য

ানজস্ব রাজস্ব খাতে গতবছরের আদায় ছিল ২৩৩২.৪৪ কোটি টাকা, এবারের প্রস্তাব ২৪১২ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ১৮০৪ কোটি টাকা। মোট আদায় লক্ষ্যের ৭৪.৮০ শতাংশ।

করহীন রাজস্ব আদায়

করুণ অবস্থা স্টেশনারিজ অ্যান্ড প্রিন্টিং'র।এটা সাধারণ প্রশাসনের অংশ। প্রশাসনেই সব কাছের অফিসাররা আছেন। বদলি, পোস্টিং, পদোন্নতি নিয়ে কল-কাঠি নাড়েন।এই বছরে আদায় ৫০ লাখ টাকা মাত্র। লক্ষ্য মাত্রই আড়াই কোটি টাকার, ২০ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। শিক্ষা, ক্রীড়া ও কলা ক্ষেত্রে আদায় ১২ লাখ টাকা, লক্ষ্যের ৬ শতাংশ। বাজেটে প্রস্তাব ছিল ৩৪৯ কোটি টাকার, ১৮৭ কোটি টাকা এসেছে। লক্ষ্যের ৫৩.৭০ শতাংশ আদায় হয়েছে।

ফিনান্স কমিশন'র অনুদান

কেন্দ্রীয় কর থেকে রাজ্যের ভাগ ধরা হয়েছিল ৪৬৬৩ কোটি টাকা, এসেছে ৩৮৬১.৬৭ কোটি টাকা। অন্যান্যগুলি ডিসেম্বর পর্যন্ত হলেও, এই হিসাব ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত। রাজস্ব ঘাটতি অনুদান ধরা হয়েছিল ৪৫৪৬ কোটি টাকা,পাওয়া গেছে ৩৭৮৮.৩৩ কোটি টাকা। নগর সরকারদের জন্য মাত্রই ৩৫ কোটি টাকা অনুদান পাঠিয়েছে কেন্দ্র। ধরাই হয়েছিল মাত্রই ৭০ কোটি টাকা। অর্ধেক এসেছে। এই অনুদান গ্রাম এলাকার জন্য ৯৮.৭০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, চাওয়া হয়েছিল ১৪১ কোটি টাকা। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ৫৪.৪০ কোটি টাকা এসেছে, চাওয়া হয়েছিল ৬৮ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে ৮৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, প্রায় সবটাই দেওয়া হয়েছে, এসেছে ৮৪.০৮ কোটি টাকা কমিশন থেকে চাওয়া হয়েছিল ৯৫৭৩ কোটি টাকা, দেওয়া হয়েছে ৭৯২২.১৮ কোটি টাকা। বাম আমলে কেন্দ্র টাকা দেয় না বলায়, শুধু উল্টো কথাই নয়, এমনও বলা হয়েছে, সেই টাকা এনে তা দেওয়া হচ্ছে না, সেই টাকা পাচার হচ্ছে। এসএসএ শিক্ষকদেরই নাকি সব টাকা দেওয়া হত না, পরে এই সরকারের

টাকা আদায় হলেও রাজ্যের নানা আমলেই প্রেস বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করা জায়গায়ই রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ। হয় ২০১৭ সাল থেকেই রাজ্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকার চেয়েও বেশি টাকা

কেন্দ্রীয় প্রকল্প পাওয়া

টাকা

ডাবল ইঞ্জিনের বক্তৃতা-ম্যাজিক থাকলেও টাকার পরিমাণ বছরে বছরে বাড়ছে না। যা চাওয়া হচ্ছে তার অর্ধেকই

Deptt	SL. No.	Name of Scheme	Total Receipt 2020-21		Total Receipt 2021- 22 as on 31.01.2022
	1	PMAY -URBAN	19392.91	25300.00	61.70
	2	Smart cities Mission (SCM)	4900.00	15000.00	
	3	NERUDP	2637.87	4050.00	536.40
	4	Swachh Bharat Mission	2254.11	3700.00	
	5	Rajiv Awash Yojana (MOHPUA)	-	1400.00	
	6	AMRUT 500 cities	2759.03	7000.00	2621.11
UDD	7	National Urban Livelihood Mission	1348.29	2200.00	1417.42
	8	ACA for Externally Aided Projects (EAPs)	-	39391.00	
	9	Light House Project-PMAY	-	3900.00	
	10	Lumsum Provision for North Eastern Region & Sikkim		2000.00	
	11	CITIIS - Smart Cities Mission		2000.00	

এসেছে এই বছরে, তাও সেই হিসাবে স্টেট নোডাল অ্যাকাউন্ট'র (এসএনএ) হিসাব ধরা আছে। তা বাদ দিলে আরও কম হবে পরিমাণ। ২১-২২ বাজেটে চাওয়া হয়েছিল ৪৬৯৮.৬৪ কোটি টাকা। এসএনএ মিলিয়ে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত, মানে মোটামুটি এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে ২১৩৬.৮৮ কোটি টাকা। ২০-২১ সালে এসেছিল ২৪৫৩.৩১ কোটি টাকা, ১৯-২০ সালে ৩০৩৫.৩৭ কোটি টাকা, আর ২০১৮-১৯ সালে ২৫৯২.২৯ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে ছিল লোকসভা ভোট, সেই বছরে সামান্য একটু বেশি ছিল কেন্দ্রের পাঠানো টাকা। অন্য বছরগুলিতে ঊনিশ-বিশ পার্থক্য, তাও

সালে চাওয়া হয়েছিল ৫০ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ২৬.১ কোটি টাকা। সেচ বিষয়ে দুইটি প্রকল্পে একটাকাও আসেনি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২৫০ কোটি টাকা ছিল বাজেট প্রস্তাব, এসেছে মাত্র ৭৩.৩১ কোটি টাকা। তেমনি সেন্ট্রাল রোড ফান্ড চাওয়া হয়েছিল ৫৮.১৭ কোটি টাকা , পাওয়া গেছে ১৪.৬ কোটি টাকা, চারভাগের এক ভাগ। স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট-ক্যাপিটাল লোন, তাতে ২০-২১ সালে এসেছিল ৩০০ কোটি, এবার বাজেটে প্রস্তাবও নেই, টাকা পাওনাও নেই। কেন্দ্রের বিশেষ সাহায্য নেই এই ক্ষেত্রে।

40192.21 112941.00

An Initiative by Joyjit Saha বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন

সেটা কমের দিকেই। কোভিডে জবুথবু, মানুষের জীবিকা নিয়ে টানাটানি, সাথে জিনিসের আগুন দাম, তাও টাকা বাড়ছে না। যা চাওয়া হচ্ছে , তার অর্ধেক

রেগা প্রকল্প নিয়ে প্রতিদিন দর্নীতির খবর হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমে। এই প্রকল্পে ২১-২২ বাজেটে ধরা হয়েছিল ৩০০ কোটি টাকা। গত বছর এসেছিল ২৯০ কোটি টাকার মত। এখন পর্যন্ত এসেছে সেই খাতে ১৬৪ কোটি টাকার সামান্য বেশি। প্রাধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (পিএমএওয়াই) গ্রামের জন্য চাওয়া হয়েছিল ১৪৮.৭৪ কোটি টাকা, এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৪৬১.২৯ কোটি টাকা। যে ক্ষেত্রে যা চাওয়া হয়েছে তার তিনগুণ টাকা এসেছে, সেখানে চাওয়াই হয়েছে মাত্র দেড়শ কোটি টাকা। কত মানুষের ঘর দরকার, এসব খবরই হয়ত নেই, মাটির সাথে যোগাযোগহীন চাওয়া। এমন তো নয় যে টাকা এসেছে, তার প্রয়োজন নেই। গ্রামীণ জীবিকা মিশনে ১৭৪.৩৬ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল,গতবছর যা পাওয়া গেছে, তার চেয়েও কিছু কম। পাওয়া গেছে মাত্রই ৪৫.৮৪ কোটি টাকা, চাওয়ার তিনভাগেরও একভাগের কম। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাড়ির রাস্তা যার নামে, সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি'র নামে নগর এলাকার প্রকল্প শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রুরাল মিসন-এ চাওয়া হয়েছিল ৪৫.৯০ কোটি টাকা , এক টাকাও আসেনি এখন পর্যন্ত। গত বছরেও ৮.১০ কোটি টাকা এসেছিল। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানে ১৫.৫৮ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিলো, এসেছে ৪.৬৬ কোটি টাকা। গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত মিলিয়ে ৬৮৪.৫৮ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, আর এসেছে ৬৭৬.০৩ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চাওয়ার থেকে প্রায় তিনগুণ টাকা বেশি পেয়েও, গ্রামোন্নয়নে যা চাওয়া হয়েছিল, তা আসেনি। তার মধ্যে জীবিকা সংক্রান্ত দৃটি প্রকল্প ছিল, তাতে এক প্রকল্পে কোনও টাকাই আসেনি, আরেক প্রকল্পে তিনভাগের একভাগেরও

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চারি যোজনায় ২০-২১ সালে কিছু ছিল না, ২১-২২

ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার অনেক 'প্রতিজ্ঞা' মানুষ শুনেছেন। ন্যাশনাল রুরাল ড্রিংক্ষিং ওয়াটার প্রোগ্রাম (এনআরডিডব্লুপি) প্রকল্পে ২৫০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, এসেছে ১৪২.৯১ কোটি টাকা। গতবারে এসেছিল আরও কম ১১৭ কোটি টাকা। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, ১৭.১৪ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। গতবছর ছিল ২৪.৩৩ কোটি টাকা। এই স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প নিয়ে কত না ঝাড

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ দশটি প্রকল্পে এক টাকাও আসেনি কেন্দ্র

থেকে। তাদের মধ্যে মাতৃ মাক্র বন্ধনা যোজনা, পূর্ণ শক্তি কেন্দ্র ও মহিলা শক্তি কেন্দ্ৰ, ন্যাশনাল ক্ৰ্যাশ স্ক্ৰিম, ড্ৰাগ ডিমান্ড রিডাকশন, উইমেন হেল্প লাইন, সিনিয়র সিটিজেন, বয়ঃসন্ধি বালিকা, এনইসি, ওবিসি উন্নয়ন প্রকল্প, ইত্যাদি প্রকল্পে এক টাকাও আসেনি। এই বিভাগে চাওয়া

		Receipts under diffe	rent CSS		(Rs. in Lakhs
Deptt	SL. No.	Name of Scheme	Total Receipt 2020-21	BE Receipts 2021-22	Total Receipt 2021-22 as on 31.01.2022
	1	North Eastern Council (NEC)	1402.94	3900.00	-
P&C	3	Central Pool of Resources for North East & Sikkim (NLCPR)	-	2075.00	
	1	Support for Statistical Strengthening	-	40.00	
Economic &	2	Socio Economic Survey/ National Sample Survey/Employment & Un-Employment Survey-Re-imburable		355.00	
Statistical	3	National Population Register (NPR)- STATISTICS		226.27	
		Scheme for development of Economically backward Classes (EBCs)	37.95		
	Total of	Planning including Statistical	1440.89	6596.27	0.00

হাতে নেমে যেতেন আধিকারিক থেকে দেশের সর্বোচ্চ নেতাও, সেই প্রকল্পে যা চাওয়া হচ্ছে, তার তিনভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়েছে। পাবলিক ওয়ার্কসে ৭১৬.৯২ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, ২৭৯.১৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। যা চাওয়া হল তার আড়াই গুণ কম পাওয়া

শহরে গরিব মানুষের জন্য ঘর বানানোর প্রকল্পে পাওয়া গেছে মাত্রই ৬১ লাখ টাকা, চাওয়া হয়েছিল ২৫৩ কোটি টাকা। চারশ গুণ কম টাকা পাওয়া গেছে।

স্মার্ট সিটি মিশন ও লাইট হাউস প্রকল্প

স্মার্ট সিটিতে প্রতিদিনই এখন গরিব উচ্ছেদ চলছে, ঝকঝকে চেহারা দেখানো হবে নাকি! স্মার্ট সিটিস মিশনে গত ৪৯ কোটি টাকা এসেছিল, এবার চাওয়া হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। এক টাকা, মানে এক টাকাও আসেনি। তেমনি রাজীব আবাস যোজনা, লাইট হাউজ প্রকল্প, উত্তরপূর্বের জন্য থোক টাকা, স্মার্ট সিটিস মিশন'র সিআইটিএইচএস প্রকল্প, শহরে স্বচ্ছ ভারত মিশন, ইত্যাদি দশ প্রকল্পে এক টাকাও দেওয়া হয়নি। চাওয়া হয়েছিল এসব প্রকল্পে ৩১৯ কোটি টাকা। নগর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ১১২৯.৪১ কোটি টাকা টাকা চাওয়া হয়েছিল, পাওয়া গেছে মাত্ৰই ১০৪.৩৬ কোটি টাকা।

হয়েছিল ৪০৬.০৫ কোটি টাকা, এসেছে ১১২.৫১ কোটি টাকা। কোয়ারেন্টাইন ফেসিলিটি'র জন্যেও এক টাকা নেই।

পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান

এক টাকাও কেন্দ্র পাঠায়নি।



কৃষির জন্য যেসব প্রকল্প তাতে পাঁচটি খাতে কোনও টাকা আসেনি। মাটির স্বাস্থ্য,কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, প্রথাগত যোজনা,ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আছে টাকা না পাওয়ার তালিকায়। চাওয়া হল ১৪৮.৯৮ কোটি টাকা, দেওয়া হল ৩৬.৬৫ কোটি টাকা। গত সালে এসেছিল ৭৬.৬৩ কোটি টাকা। কৃষক আন্দোলন এই দেশের মাটিতেই এক বছর চলছে, তারপরেও এই টাকা ৪০ লাখ মানুষের

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

চারটি খাতে কোনও টাকাই দেয়া হয়নি। এই অতিমারি সময়েও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় কোনও টাকা আসেনি। আসেনি কোভিড ইমারজেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড হেলথ সিস্টেম প্রিপেয়ার্ডনেস প্যাকেজ-এ কোনও টাকা। হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের টীকার জন্য কোনও টাকা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের জন্য একটাকা দেয়নি কেন্দ্র এই সালে, চাওয়া

		Receipts under diffe	rent CSS		(Rs. in Lakh
Deptt	SL. No.	Name of Scheme	Total Receipt 2020-21	BE Receipts 2021-22	Total Receipt 2021-22 as on 31.01.2022
	1	Human Resource in Health & Medical Education		1112.75	
Health	2	Rashtriya Swasthaya Bima Yojana(RSBY)	19.30		
	3	Tertiary Care Programs	-		1639,89
	4	National Mission on Ayush	270.08		138,71
	1	National Rural Health Mission	19311.19	35055.26	
	2	National Urban Health Mission	273.00	1020.11	234.00
FW & PM		India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package	966.00		
		COVID 19 Vaccination of Health Care Workers	99.13		
	Total	of Health & Family Welfare	20938.7	37188.12	20742.42

শিক্ষা খাত

এই খাতে শূন্য টাকা পাওয়া প্রকল্পের সংখ্যা পাঁচ। চাওয়া হয়েছিল মোট ৪৮১.৮৪ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ২০২.৫১ টাকা। রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান, ওবিসি উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের বেশি বেতন দেওয়া, পড়না-লিখনা অভিযান, 'মাদ্রাসা, মাইনরিটিস এন্ড ডিসাবলড', এইসব খাতে কোনও টাকাই পাওয়া যায়নি। মিড-ডে-মিল-এও পুরো টাকা পাওয়া যায়নি এখনও। চাওয়া হয়েছিল ৬৪.৬২ কোটি টাকা , পাওয়া গেছে ৪৮.৮৩ কোটি টাকা। শিক্ষায় নাকি বিপ্লব হচ্ছে এই রাজ্যে!

হয়েছিল ১১.১২ কোটি টাকা। কোভিড সময়েও হাত উপুর হয় না ডাবল ইঞ্জিনের বড় ইঞ্জিনের। হাতে আর কিছুদিন সময় চলতি অর্থ বছরে। এই খাতে ৩৭১.৮৮ কোটি টাকা চেয়ে, পাওয়া গেছে ২০৭.৪২ কোটি টাকা।মাত্রই ৩০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল একটা পুরো রাজ্যের জন্য, তাও আসেনি। আর মাঝে মাঝেই শোনা যায় কোথায় কোথায় যেন এইমস নাকি হয়ে যাচ্ছে! (আবার আগামীকাল)



সোজা সাপ্টা

ভূত দেখা

বামেদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পেছনে যে সমস্ত কারণ বা ইস্যু রয়েছে সেই সমস্ত কারণ বা ইস্যুর মধ্যে অন্যতম ১০৩২৩। ২০১৮ ভোটে এই ১০৩২৩ বামেদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার চার বছর পর বর্তমান বিজেপি সরকার কি ১০৩২৩-র ভূত দেখছে ৪৯০০ নিয়ে ? রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর এক সাথে ৪৯০০টি পদে সরকারি চাকুরির উদ্যোগ নেয়। বর্তমান সরকারের আমলে এক সাথে সবচেয়ে বেশি সরকারি নিয়োগের উদ্যোগ এটি। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি নিয়োগের পরীক্ষায় সামিল হন বেকাররা। যার সংখ্যা নেহাৎ কম নয় কিন্তু। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই ৪৯০০ নিয়োগে বর্তমান সরকার নাকি সাহস পাচ্ছে না। ১০৩২৩ ইস্যুতে বামেদের পতনের ভূত নাকি এই ৪৯০০-তে দেখতে পাচ্ছে শাসক দল। যদিও ৪৯০০ পদে যখন পরীক্ষা নেওয়া হয় তখন বলা হয়েছিল, ২০২১ সালেই চাকুরি হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষার ছয় মাস অতিক্রাস্ত। এছাড়া আগামী ছয় মাসে যেমন উপ-নির্বাচন তেমনি বারো মাসের মধ্যে বিধানসভার ভোট। শাসক দল নাকি আশঙ্কা করছে, এখন ৪৯০০ চাকুরি হলে উপ-নির্বাচন শুধু নয়, ২০২৩ বিধানসভা ভোটেও এর প্রভাব শাসক দলের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই ১০৩২৩-র কথা মাথায় রেখে ৪৯০০ নিয়োগ নাকি ২০২৩ ভোটের আগে নাও হতে পারে। এমনটাই আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলে।

 সাতের পাতার পর গটআপ গেম। রাজ্যের ফুটবলের সর্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখিয়ে সব পক্ষকে সন্তুষ্ট করে টিএফএ যে সিদ্ধান্ত নিল তা এককথায় অভূতপূর্ব। ক্লাবগুলি মাঠে একে অপরের বিরুদ্ধে জান লড়িয়ে দেয়। কর্মকর্তারা পরস্পরের সঙ্গে বাক্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। মারমুখী হয়ে উঠে। অথচ কি আশ্চর্য তারাই পরিস্থিতির চাপে একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। এতে ফুটবল নামক মহান খেলাটার ঐতিহ্য ধুলিসাৎ হয়ে গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। একদিন আগেই যারা নিজেদের মধ্যে উমাকান্ত মাঠে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিয়েছিলেন তারাই আশ্চর্যজনকভাবে হঠাৎ করে ঠান্ডা হয়ে গেল। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সুর শুনে ইঁদুররা যেভাবে চুপ হয়ে গিয়েছিলো তেমনি এক বাঁশিওয়ালা হয়তো টিএফএ'র অগতির গতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই বুধবার রণংদেহী মেজাজে থাকা এগিয়ে চলসংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল।

বুধবার উমাকান্ত মাঠে রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটায় টিএফএ'র লিগ সাব কমিটির বৈঠক বসে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজার রতন দেবকে সাত ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে একটি ফাউলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা মাঠ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজারকে লাল কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তিনি ক্লাব কর্মকর্তার আদেশে মাঠ ছেড়ে যাননি। ফলে ফিফার আইন অনুযায়ী ম্যাচ শুরু করেনি রেফারি। দু'দলের ফুটবলাররা মাঠে ছিল। রেফারি লাইনম্যান্সরাও মাঠেই দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু আর খেলা হয়নি। রামকৃষ্ণ এবং এগিয়েচল সংঘ দুই দলেরই বক্তব্য ছিলো তারা খেলতে প্রস্তুত। কিন্তু লাল কার্ড দেখা কেউ মাঠের ভেতরে থাকলে ফিফার আইনে ম্যাচ শুরু করা যাবে না। ফলে অবশিষ্ট ২৫ মিনিটের খেলা হয়নি। এদিন লিগ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় দুই ক্লাব রাজি থাকলে অবশিষ্ট অংশ ফের খেলা হবে। যথারীতি লিগ কমিটি তাদের প্রস্তাব পাঠিয়ে দেয় গভর্নিং বডিতে। এদিন রাতেই গভর্নিং বডির বৈঠক বসে। দেড় ঘণ্টার আলোচনার পর তারা লিগ কমিটির সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। প্রথমে ঠিক হয় শুক্রবার সকাল আটটায় এই ম্যাচের অবশিষ্ট ২৫ মিনিট খেলা হবে। যদিও এদিনই বিকেলে রামকৃষ্ণের খেলা আছে লালবাহাদুরের সঙ্গে। তাই তারা একইদিনে দুটি ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করে। এগিয়ে চল সংঘও আগামীকাল খেলতে আপত্তি জানায়। তাই মঙ্গল বা বুধবার ম্যাচটি হবে বলে ঠিক হয়েছে। একদিকে ফুটবল কলঙ্কিত হলো। অন্যদিকে বৈঠকের নামে আরও একটি গটআপ গেম। ফুটবলকে কোন পথে নিয়ে যাবে টিএফএ?

কয়েকদিন তাঁর শারীরিক অবস্থার করতেন না। কিন্তু সন্তোষ ট্রফিতে ছিলেন সুরজিৎ। ১৯৭২ থেকে ক্রমাগত অবনতিই হয়। কোমায় পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফাইনালে গোল ১৯৭৯ পর্যন্ত বাংলার হয়ে সন্তোষ চলে গিয়েছিলেন তিনি। আজ শেষ করার পরে উচ্ছুসিত সূরজিৎ বার টু ফি খেলেন তিনি। সূরজিৎ হয়ে গেল তাঁর লড়াই। দৌড় থেমে ধরে ঝুলে পড়েছিলেন। সেই ছবি সেনগুপ্তকে নিয়ে ময়দানে ছড়িয়ে চলে গিয়েছেন আরেক দিকপাল সময়ে প্রবল চর্চা হয়েছিল সুরজিৎ ফুটবলার সভাষ ভৌমিক। সেই শোকের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি কলকাতার ফুটবল দূনিয়া। তার মধ্যেই খবর, সভাষের ঘনিষ্ঠ বন্ধ এবং একসময়ের সতীর্থ প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত প্রয়াত। ২৩ জানুয়ারি থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। অতীতে বহু ডিফেন্ডারের রাতের ঘম কেডে নিয়েছিলেন তিনি। মারডেকা টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে মালয়েশিয়ার ডিফেন্স নিয়ে ছেলেখেলা করেছিলেন। এক ডিফেন্ডারের মহামেডান স্পোর্টিংয়ে যান বুটের স্টাডের আঘাতে তাঁর কান সুরজিৎ। পরের বছর ফিরে আসেন

পরে খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ সন্তোষজয়ী বাংলা দলের ক্যাপ্টেন ছাপানো হয়েছিল সংবাদপত্রে। সেই সেনগুপ্ত'র সেই আনন্দপ্রকাশ ঘিরে। খিদিরপুর ক্লাবের হয়ে ময়দানে আবির্ভাব ঘটে সুরজিতের। ১৯৭২ সালে মোহনবাগানে সই করেন তিনি। ১৯৭৪-এ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন। ১৯৭৯ পর্যন্ত খেলেছেন লাল-হলুদে। ১৯৭৪ সালে জাতীয় দলে অভিযেক ঘটে তাঁর। খেলেন ১৯৭৯ পর্যন্ত। জাতীয় দলের জার্সিতে কুয়েতের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনি। সেটাই জাতীয় দলের হয়ে তাঁর একমাত্র গোল। ১৯৮০ সালে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। গোল করার মোহনবাগানে। ১৯৭৬ সালে

গুরু পিকে ব্যানার্জি ছাত্র সুরজিতের খেলা দেখে এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই ছিলেন শিল্পী উইংগার। দলবদলের সময়ে তাঁকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত দু' প্রধানে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রাখা একেবারেই পছন্দ করতেন না তিনি। একবারের দলবদলের সময়ে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই সময়ে খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ফুটবলজীবন শেষ হওয়ার পরে তাঁর অনেক সতীর্থই কোচ হিসেবে পা রেখেছিলেন বিভিন্ন ক্লাবে। সুরজিৎ সেনগুপ্ত কিন্তু কোচ হননি।

বোলারদের ব্যর্থতায় চাপে রঞ্জি দল

 সাতের পাতার পর ক্যাম্প করলেই সাফল্য আসে না। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচে বোলারদের শোচনীয় ব্যর্থতা সেটাই আরও একবার বুঝিয়ে দিলো। পর্যাপ্ত অনুশীলন না করেই খেলতে গেলে এমনই তো হবে। পাশাপাশি বোঝার মতো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তিন রদ্দিমার্কা পেশাদারকে। দলের অধিনায়ক কেবি পবন। সুতরাং তার বাকি দুই ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার রাহিল শাহ এবং সমিত গোয়েল-র প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে বলা যায়। প্রথমদিনেই রাহিল শাহ-কে দিয়ে সর্বোচ্চ ২৬ ওভার বোলিং করিয়ে সেটা প্রমাণ করিয়ে দিয়েছে পবন। অথচ শুরুটা কিন্তু খারাপ করেনি ত্রিপুরার স্থানীয় বোলাররা। রোহিলা এবং যুবরাজ সিং হরিয়ানার হয়ে ওপেন করতে নামে। মণিশংকর এবং রানা ওপেনার যুবরাজ সিং-কে ১৬ রানে ফিরিয়ে দেয়ে শংকর পাল। স্কোরবোর্ডে ৩৫ রান উঠার পর এইচ রানে-কে ফিরিয়ে দিয়ে হরিয়ানা শিবিরে আঘাত হানে মণিশংকর। এর পরই গোটা বিশেষ করে দল গঠনে যেরকম

দিনের পর দিন শুধু কভিশনিং গেলো। বোলিং পরিবর্তন এর জন্য অন্যতম দায়ী। সোজা কথা, ঠিকভাবে বোলারদের ব্যবহার করতে পারেনি পবন। রোহিলা এবং এইচ আর চৌহান তৃতীয় উইকেটে ১০৪ রান করে। রোহিলা ৬১ রানে ফিরে যাওয়ার পর চৌহান এবং ওয়াই শর্মা ইনিংসের হাল ধরে। ১১৪ রান উঠে এই জুটিতে। চৌহান ৭১ রানে ফিরে যাওয়ার পর শেষলগ্নে হরিয়ানার ইনিংসকে অক্সিজেন দিলো ওয়াই শর্মা এবং কপিল হুডা। ত্রিপুরার বোলারদের বিন্দুমাত্র সমীহ না করে এই দূই ব্যাটসম্যান হরিয়ানাকে পৌছে দিয়েছে ৪ উইকেটে ৩২৭ রানে। আগামীকাল সকালের আবহাওয়া যদি কাজে লাগাতে পারে ত্রিপুরার পেসাররা তবে হয়তো হরিয়ানাকে আয়তের মধ্যে রাখা যাবে। অন্যথায় পাহাড প্রমাণ রানের প্রাথমিক সাফল্য না পেলেও চাপে থাকবে ত্রিপুরা। আর এই অবস্থায় রাজ্যের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নেমেছে। এমন ঘটনা অতীতে অজস্রবার ঘটেছে। হরিয়ানার বিরুদ্ধেও সেরকম কিছু হবে না তার নিশ্চয়তা নেই।

মহল। ত্রিপুরার বোলিং ছন্নছাড়া হয়ে অস্বচ্ছতা তাতে দলের পক্ষে ভালো কিছু করা এক প্রকার কঠিন। ত্রিপুরার হয়ে মণিশংকর এবং শংকর ছাড়া বাকি দুইটি উইকেট নিয়েছে অজয় সরকার ও রাহিল শাহ। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন। ত্রিপুরার জন্য দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচের প্রথম সেশনেই গোটা ম্যাচের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে। লাল বল হাতে যদি পেসাররা কিছু করতে পারে তবেই হয়তো কিছুটা সম্মান রক্ষা হবে।

• সাতের পাতার পর হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে, অমিত আলি তো নিজের রাজ্য দলেই প্রথম একাদশে সুযোগ পায় না তাহলে কি অমিত আলি-র আইপিএল খেলা বন্ধ করতে সুকৌশলে এই ধরনের নোংরামির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে? যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবী অজস্র প্রতিভা দেখেছে। এদেরকে আটকে রাখার অবিরাম নোংরা কৌশলও দেখেছে মানুষ। কিন্তু আটকে রাখা যায়নি। অমিত আলি-র বয়স সবে মাত্র ১৯। তার ভাগ্য ভালো শুরুতেই পেশাদার জগৎ-র নোংরামিটা দেখে ফেলেছে।

খেলোয়াড়

 সাতের পাতার পর রমজান মিঞা এবং সিপন সাহা এই তিন খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। এরপরই তাদের অফিসিয়ালি শিবিরে ডাকা হবে। ত্রিপুরা খো খো অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সচিব শ্যামল ঘোষ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খেলা শুরু?

• সাতের পাতার পর প্রভাবশালী ক্রীড়া সংগঠকদের বক্তব্য, এবার এই চক্রও ভাঙতে হবে। যতটুকু মনে হচ্ছে, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা বিজেপি ছাড়ার পর এখন ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্যদেও এর প্রভাব পড়বে। রূপক গোষ্ঠীকে যারা বিভিন্নভাবে মদত দিচ্ছে তাদের নাকি চিহ্নিত করা হচ্ছে। তবে সবার চেয়ে আলাদা হলো ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক। এখানেই এখন শাসক দলের ক্রীড়া কর্তাদের নজর। তবে সুদীপ, আশিস, রূপক-রা যে সহজে সব ছেড়ে দেবে তাও নয়। তাই দেখার, ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকনিয়ে কিনাটকঅনুষ্ঠিতহয়।

বিজেপি কর্মী

 আটের পাতার পর শচীন্দ্রলালের এলাকাবাসীরা পল্লিমঙ্গল ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে নেশা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধ অভিযানে নামেন। বৃহস্পতিবার চারিপাড়ায় বিজেপি কর্মী অমর শীলের বাড়িতে তারা তল্লাশি চালান। অমরের ব্যাগ থেকে প্রচুর মদের বোতল উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের কাছে অমর মদ বিক্রি করে স্বীকারও করে নেয়। মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের স্বপ্ন দলীয় কর্মীরাই সফল হতে দিচ্ছে না বলে স্থানীয়রা মন্তব্য করেছেন। তাদের বক্তব্য, অমরের বিরুদ্ধে আগেও স্থানীয় বিধায়িকা এবং পুলিশের কাছে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিধায়িকা অমরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। এমনকী পুলিশও এই নেশা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধ আইনত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এর মূল কারণ নাকি অমর সক্রিয় বিজেপি কর্মী। পুলিশ এই কারণেই তার বিরুদ্ধে অভিযান করছিল না। এখনও প্লিশ অমরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। স্থানীয়রাই তাকে মদের বোতল-সহ আটক করেছে।

 আটের পাতার পর - থানায় ডায়েরি করতে বলা হয়। এদিকে বাড়ির মালিক রাজা গোস্বামী ওরফে প্রসেনজিৎ স্থানীয় কাউ ন্সিলার কে খবর দেন। কাউন্সিলারের সঙ্গে আসেন এলাকাবাসীরাও। তারা জানতে পারেন গত ৪ মাস ধরেই স্ত্রী এবং কন্যাসস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন না মরমেশ। বাড়িতে টাকাও পাঠাচছিল না। এখন পালিয়ে বেড়াচেছ স্বাস্থ্য দফতরের এই করণিক। তার ভাড়া ঘরেই আপাতত আশ্রয়ে আছে জনজাতি অংশের ওই তর্৽ণী। তবে ধর্মনগর থানার পুলাশি অভিযুক্তের বিরিংদা মামলা নিয়ে গ্রেফতার করতে চেষ্টা না করায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। একটি যবতিকে বিয়ের নামে প্রতারণা করার জন্যও গ্রেফতারের দাবি উঠেছে স্থানীয়দের কাছ থেকে।

আটের পাতার পর - অভিযোগ

জানালে পুলিশ তদন্তে নেমে বুঝতে পারে ভূমিটির বৈধ মালিক মহিমবাবু সিন্হাই। পুলিশের উ পস্থিতিতে এলাকার মাতব্বরদের মাধ্যমে সালিশি সভা বস।ে সকলের অনুরোধে মহিমবাবু রজনীকান্তকে ৫ শতক ভূমি ছেড়ে দিতে রাজী হয় কিন্তু রজনীকান্ত এবার পুলিশের মধ্যস্থতাকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে তার আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে বলে মহিমবাবুরা সাংবাদিকদের জানান। ফের মহিমবাবুর উপর রজনীকান্ত মিথ্যা মামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে মহিমবাবু দামছড়া ব্লুকের বিডিওকে কাঠগড়ায় তুলে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২২ উত্তর জেলাশাসক বরাবর বিস্তারিত জানিয়ে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়ে পিএম আবাস যোজনার সুবিধাভোগী রজনীকান্তের আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং তার জোত জমি রক্ষার আর্জি জানিয়েছে। এখন দেখার, জেলাশাসক কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। আমানতকারীদের স্বস্তি দিয়ে ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ বাড়াল দেশের বহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক। ২ বছরের বেশি মেয়াদের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ১০ থেকে ১৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এই নয়া সুদের হার কার্যকর হচ্ছে। স্টেট ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২ থেকে ৩ বছর মেয়াদি

স্থায়ী আমানতে আগে সুদ দেওয়া

হত ৫.১০ শতাংশ। এবার থেকে

ধর নের

ফিক্সড

ডিপোজিটগুলিতে সুদ দেওয়া হবে ৫.২০ শতাংশ।দুই থেকে ৫ বছরের টার্ম ডিপোজিটে সুদের হার বাড়ানো হয়েছে ১৫ বেসিস পয়েন্ট। আগে এই ধরনের আমানতে সুদের হার ছিল ৫.৩০ শতাংশ। এবার তা বেড়ে হচ্ছে ৫.৪৫ শতাংশ। ১০ বছরের বেশি আমানতের ক্ষেত্রে এই সুদের হার থাকছে ৫.৫০ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নয়া সুদের হার শুধুমাত্র ২ কোটি টাকার কম ডিপোজিটের জন্য কার্যকর। সিনিয়র সিটিজেন অর্থাৎ ষাটোর্ধ নাগরিকরা সব

ডিপোজিটে বাড়ছে সুদের হ আমানতেই ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদ বেশি পাবেন। এসবিআই সূত্রের খবর, বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এবং আমানত গ্রহীতা সংস্থা সুদের হার বাডানোই তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সুদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। প্রসঙ্গত, চলতি ত্রৈমাসিকেও রেপো রেট এবং রিভার্স রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই মুহুতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট চার শতাংশ এবং রিভার্স রেপো রেট আগের মতোই

৩.২৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণ দেয়, তা হল রেপো রেট। আর শীর্ষ ব্যাঙ্ক যে হারে অন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়, সেটাকে বলা হয় রিভার্স রেপো রেট। পর পর বেশ কয়েকটি ত্রৈমাসিকে রেপো রেট না বাডায় এসবিআই ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ বাড়ানোর উৎসাহ পেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে স্টেট ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ আমানতকারী সুবিধা পাবেন।

১০ মাচের পর আব মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক-চর্চা

রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বিজেপি-বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীরা তাতে সাড়া দিয়েছেন। সেই বৈঠক নিয়ে এবার মুখ খুললেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে যে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন তা মার্চ মাসের ১০ তারিখের পর হবে। রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়ে সমস্যা তৈরি হচেছ বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সংসদে এই নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল

জগদীপ ধনকড়ের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যসভায় স্বতন্ত্র প্রস্তাব আনা হয়েছে। রাজ্যপাল পদ থেকে ধনকড়ের অপসারণ দাবি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তামিলনাডুর রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেরাজ্যের শাসক দল ডিএমকেও। মহারাস্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকেও রাজ্যপালের কাছে বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে। দিন দুই আগেই রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়ে অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ব্যাপারে ফোনে কথা বলেন কংগ্রেস, কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। অন্যান্যদের। বাংলায় রাজ্যপাল স্ট্যালিনের সঙ্গে। ডিএমকে সুপ্রিমো মমতার আহ্বানে সাডা দিয়ে জানিয়ে দেন, খুব শীঘ্রই দিল্লির বাইরে তাঁরা বৈঠক করবেন। তবে, কংগ্রেস সেই বৈঠকে থাকবে কিনা স্পষ্ট করেননি তিনি। বুধবার নবাব মালিক সংবাদ সংস্থাকে বলেন, ''বিজেপি যেভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার করছে তা রুখতে মহা বিকাশ আঘাড়ির তিন দলই আগামিদিনে বৈঠকে বসবে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর জানিয়েছেন, তিনি উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করবেন। স্ট্যালিনও জানিয়েছেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। অবিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ১০ মার্চের পর একসঙ্গে দেখা করবেন।"

গণতন্ত্ৰ চলা উচিত কীভাবে, বোঝাতে নেহরুর নাম নিলেন সিঙ্গাপুরের মোদি

তাঁরা অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তবেই

কীভাবে চলবে, কী হবে তার কার্যপ্রক্রিয়া তা বোঝাতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নাম করলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি হেইসেন লুং।একই সঙ্গে এও বললেন, আজ সেই ভারতেই লোকসভার অর্ধেকের বেশি সাংসদের নামে ফৌজদারি মামলা চলছে। লি বলেন, বেশিরভাগ দেশের জন্ম এবং শুরু হয় উঁচুদরের মতাদর্শ, করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং দশকের পর দশক পেরনোর পর পরিস্থিতি বদলায়। তিনি আরও বলেন, 'শুরুটা হয় আবেগের সঙ্গে। যে নেতারা লড়াই করেছিলেন, স্বাধীনতা এনেছিলেন তাঁরা সবাই

জনগণের, দেশের নেতা হন। তাঁরাই ডেভিড বেন-গুরিয়ন, জওহরলাল নেহরু। আমাদেরও তেমন নেতা আছেন।' সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী এর পরেই বলেন, সময়ের সঙ্গে সবকিছু বদলায়, পাল্টায় রাজনীতিও। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভাটা পড়ে। কিছুদিন পর মনে হয়, এটাই স্বাভাবিক, এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তাই মানের অধঃপতন হয়, বিশ্বাসে ক্ষয় হয়, আরও অবনতি ঘটে দেশের। লি বলেন, আজকের অনেক রাজনৈতিক সিস্টেম দেখলে তার প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের সঙ্গে মেলানো যায় না। দু'বছরে চার প্রায় ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁদের বেন-গুরিয়নের ইজরায়েলে কেন্দ্রের এক সূত্র।

<mark>নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি।।</mark> গণতন্ত্র মধ্যে থাকে সাহস, সংস্কৃতিবোধ। সরকার গঠন হতে পারে না। এদিকে নেহরুর ভারতে, মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী অর্ধেকের বেশি লোকসভার সাংসদের নামে ফৌজদারি মামলা চলছে। তার মধ্যে রয়েছে খুন এবং ধর্ষণের মামলাও। প্রসঙ্গত, লি ইয়েসেন লুংয়ের বক্তব্যের একখণ্ড অংশের ভিডিও টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ। এদিকে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সরকার। নেহরুকে নিয়ে বক্তব্যে কিছ বলার না থাকলেও এই সময়ে লোকসভার অধেকের বেশি সাংসদের নামে মামলা চলছে মন্তব্যটিতে ক্ষুব্ধ নয়াদিল্লি। এই নিয়ে খুব দ্রুতই সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বার নির্বাচনের পরেও বোঝাপড়া হবে বলে জানিয়েছে

বেসরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণ আপাতত বহাল ঃ সুপ্রিম কোর্ট

বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরিতে স্থানীয়দের জন্য ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের আইন আপাতত বহাল থাকছে হরিয়ানাতে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী রায়কে খারিজ করে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে হরিয়ানায় ৩০ হাজার টাকার কম বেতনের বেসরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের জন্য ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের আইন। এ মাসের শুরুতেই হরিয়ানার খট্টর সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম

বেসরকারি চাকরিতে ৭৫ শতাংশ স্থানীয়দের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেয়। এই নিয়মে হরিয়ানায় ৩০ হাজার টাকার কম বেতনের সমস্ত বেসরকারি চাকরিতে ৭৫ শতাংশ স্থানীয়দের নেওয়া বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছিল হরিয়ানা সরকার। এই রায়ের বিরুদ্ধেই এ মাসের শুরুতে হরিয়ানার খট্টর সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্ট সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক ও স্বাভাবিক বিচারের পরিপন্থী হিসেবে উল্লেখ করে তাকে স্থগিত করার রায় দেয়। হাইকোর্ট কোর্টে আবেদন করে। পাঞ্জাব ও জানায়, এই সিদ্ধান্তের ফলে

চন্ডীগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। হরিয়ানা হাইকোর্ট হরিয়ানায় হরিয়ানায় বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব বলেও তারা মনে করে না। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে দাবি করে, হাইকোর্ট তাদের বক্তব্য জানাতে মাত্র ৯০ সেকেভ দিয়েছিল। সূপামি কোট বৃহস্পতিবার রায়ে জানিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে শুনে চুড়ান্ত রায় দিতে হবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টকে। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে সংরক্ষণের সরকারি সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি সরকারি সিদ্ধান্ত না মানার জন্য কোনও বেসরকারি নিয়োগকারী সংস্থার বিরুণদ্ধ শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে

শিশুদের নিয়ে বাইকে যাতায়াত করেন? নতুন ট্রাফিক নিয়ম বেঁধে

দিল কেন্দ্ৰ

नशामिक्कि, ১৭ ফেব্রুशाরि।। হেলমেট পরা বাবা-মা বসে আছেন বাইকের দুই পাশে। মাঝে বসে আছে শিশুটি। যদিও তার মাথায় কোনও হেলমেট নেই। এমন বিপজ্জনক দৃশ্য শহর কলকাতা-সহ গোটা দেশের চেনা ছবি। অবশেষে সেই দিন ফুরোচ্ছে। এবার শিশুদের সুরক্ষায় কড়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রের সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্ৰক। নতুন নিয়মে বাইকে চাপলেই বড়দের মতো ছোটদেরও হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। নচেৎ মোটা অঙ্কের জরিমানা এবং শাস্তির মুখে পড়তে হবে অভিভাবককে। দু'চাকায় ছোটদের নিরাপত্তায় ঠিক কী কী নিয়ম আনল কেন্দ্র? নতুন নিয়মে অবশ্যই হেলমেট এবং সেফটি হার্নেস বেল্ট পরাতে হবে শিশুদের। শিশুদের নিয়ে মোটর বাইক বা দু'চাকার যানবাহন চালানোর সময় গতির সবেচ্চি সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রকের তরফে। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ছোটদের সঙ্গে নিয়ে বাইকে চাপলে সেই বাইকের গতি কখনই ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারের বেশি হবে না। চালক ও শিশুটিকে সেফটি হার্নেস বেল্ট ব্যবহারের নিয়মের কারণ যাতে করে কোনওভাবে শিশুটি চলন্ত বাইক থেকে পড়ে না যায়। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সেফটি হার্নসে বেল্টটি হতে হবে একইসঙ্গে হালকা এবং শক্তপোক্ত। যাতে করে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়, আবার সে অস্বস্তিতেও না পড়ে। যাবতীয় এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৯ মাস থেকে ৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্যে। উল্লেখ্য, সেফটি হার্নেস হল ফিতের তৈরি এক ধরণের জ্যাকেট। যা শিশুটিকে স্ট্র্যাপের মাধ্যমে পরানো হয়। ওই স্ট্যাপগুলি শিশুটিকে চালকের সঙ্গে আটকে থাকতে সাহায্য করে।

এলো ১০ লাখ

দেওয়ায় উল্টো তাকেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ব্যাক্ষের তরফ থেকে পুলিশের সাথে কথা বলার পর ওই গ্রাহক বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন। পুলিশের কাছে তিনি জানিয়েছেন ঘটনাটির যেন সুষ্ঠু তদন্ত করা হয়। তবে একমাত্র ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষই ভালো করে বলতে পারবে একসাথে ১০ লক্ষ টাকা ওই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে কিভাবে ঢুকলো। বুধরাইয়ের কথা অনুযায়ী ব্যাঙ্গালুরু থেকে এত টাকা তার অ্যাকাউন্টে আসার কোন কথা ছিল না। অর্থাৎ তিনি পুরো ঘটনাটি নিয়ে এখনও অন্ধকারেই আছেন।

রাজকীয় শেষ যাত্রাতেও বাপি'র 'কিং' সত্তাই বিরাজমান

মুম্বাই, ১৭ ফেব্ৰুয়ারি।। সোনা ওঠেনি বটে, কিন্তু কালো বহস্পতিবার শেষ যাত্রা। তাঁকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য জড়ো হয়েছেন ঘনিষ্ঠরা। মেয়ে রেমা লাহিড়ী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নিজের বাবাকে বিদায় জানাতে গিয়ে। ছেলে বাপি লাহিড়ী বাবাকে কাঁধ দিয়েছেন। শোক ভরা এক সকাল। কিন্তু এক মাত্র এক জন তাঁর রাজকীয় সত্তাতেই বিরাজমান। তিনি 'ডিস্কো কিং'। তিনি বাপি

লাহিড়ী। শেষ যাত্রায় তাঁর গায়ে

চশমায় চোখ ঢাকা হয়েছে তাঁর। জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত যে কালো চশমা তাঁর সঙ্গী ছিল. সৎকারের আগেও সেটি তাঁর সঙ্গেই। বাপির শেষ যাত্রার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটমাধ্যমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বাপ্পা-সহ আরও কয়েক জন প্রয়াত সুরকারকে তাঁর বাড়ি থেকে শববাহী গাড়িতে তুলছেন। দেহ সাজানো হয়েছে ফুলের মালায়। চোখে

শববাহী গাড়িকেও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। গাড়ির মাথায় রয়েছে বাপির হাসিমুখের এক ছবি। তাঁর রাজকীয় শেষ যাত্রা দেখতে হাজির অজস্র মানুষ। বৃহস্পতিবার বেলায় তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হল পবনহংস শ্মশানে। সেখানেই তাঁর সৎকার হয়। গত প্রায় একমাস তিনি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সোমবারই বাড়ি ফেরেন বাপি। কিন্তু মঙ্গলবারই

পরানো হয়েছে কালো চশমা।

ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারিক চিকিৎসক তাঁকে ফের ক্রিটিকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হতে বলেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে সেই হাসপাতালেই অবস্ট্রাকক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় মৃত্যু হয় তাঁর। বলিউডে 'ডিস্কো ডান্সার', 'চলতে চলতে', 'শরাবি', বাংলায় 'অমর সঙ্গী', 'আশা ও ভালবাসা', 'আমার তুমি', 'অমর প্রেম' প্রভৃতি ছবিতে সুর দিয়েছেন। গেয়েছেন বহু গান। ২০২০ সালে তাঁর শেষ গান 'বাগি-৩' এর জন্য।

শাসকের পেটে মোচড়, জেলায় জেলায় মথা'র দাপট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বিগত বিধানসভা ভোটের আগে ঠিক এভাবেই জায়গায় জায়গায় এমনকী খোদ আগরতলা শহরেও খেল দেখিয়েছিলো আইপিএফটি। বোঝা গিয়েছিলো পাহাডে এবার খেলা খতম গণমুক্তি পরিষদের। পাহাড়ি ভোটে শেষ কথা বলবে আইপিএফটিই। তাদের সঙ্গে জোটে গেলে পাহাড়ের সবক'টি আসনেই উতরে যেতে পারে জোট। হলোও তাই। এবার খেলা শুরু করলো তিপ্রা মথা। এডিসি দখলের পর আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের আগে বলা ভালো ভোটকে সামনে রেখেই বহস্পতিবার জেলায় জেলায় খেলা দেখালো মথা। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলেও আন্দোলনের দূরদৃষ্টি যে বিধানসভা নির্বাচনের দিকেই আবদ্ধ তা স্পষ্ট। বৃহস্পতিবার মথা'র মিছিল দেখে রাজ্য রাজনীতির কারবারিদের অনেকেরই চোখ কপালে উঠার জোগাড়।কারণ, উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ, আমবাসা, বিলোনিয়া, কৈলাসহর — প্রায় সর্বত্রই যেভাবে ময়দান কাঁপিয়েছে তিপ্রা মথা, বোঝাই গিয়েছে আগামী বিধানসভা ভোটে রাজ্য দখলের নির্ণায়ক ভূমিকা মথা'র হাতেই। যে কারণে তিপ্রা মথার মিছিলকে নিছক ভিলেজ কাউন্সিলের দাবির মিছিল বলে সম্ভুষ্ট থাকতে চাইছে না কোনও দলই।এই মিছিল দেখে কারো তলপেটে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ উৎফল্লতি হয়েছে। কিন্তু মথা আছে তাদের গরিমা নিয়েই। পরিস্থিতি যেদিকে দাঁড়াচ্ছে, রাজ্য দখলের প্রশ্নে নিজের ঘর তিপ্রা মথা'কে লিখে দিতেও যেন পিছুপা হবে না রাজনৈতিক কারবারিরা। কারণ, তিপ্রা মথা'র হাতেই এখন পাহাডের পরোপরি নিয়ন্ত্রণ। এডিসি ভোটে বিজেপি ১০টি আসন দখল করতে সমর্থ হলেও ভোটের পরই বিজেপির এমডিসি'রা ফের শহরমুখো হয়ে গিয়েছেন। পাহাড়ে থেকে পাহাড়বাসীর সুখ দুঃখের সাথী না হয়ে বিজেপি নেতারা যেন এখন সুখের পাখি। আইপিএফটিরও প্রায় একই অবস্থা। আর এই সুযোগেই পাহাড়ে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবির জিগির তলে এবং পাহাডিদের পাশে থেকে



তিপ্রা মথা যেন স্বপ্নের সওদাগর হয়ে উঠেছে। তার উপর ব্যক্তিগত স্তরে এবং প্রশাসনিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা চলছে। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে আইপিএফটি'র শেকড প্রায় আলগা হয়ে গিয়েছে। পাহাডের রাজনীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে মথা। জানা গেছে, তিপ্রা মথা এদিন বিভিন্ন জেলা শহরে মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে কার্যত ডেপুটেশন দিয়েছেন। তাদের দাবি, অবিলম্বে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এর পেছনের রহস্য হলো আগামী বিধানসভা ভোটে নিজের কদর বাড়িয়ে নিলো মথা। তবে এদিনকার সবচেয়ে নজরকাডা মিছিল হয় উদয়পরে। এমডিসি সওদাগর কলই'র নেতৃত্বে দলের জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে এদিন উদয়পুরে জামতলা থেকে মিছিল শুরু করে মথা। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা

করে জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমারের কাছে ডেপুটেশনও দেন তারা। একইভাবে এদিন বেলা বারোটায় বিলোনিয়ার কৃষি দফতর সংলগ্ন স্থান থেকে মিছিল শুরু করা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা, জোনাল চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং, আইটিএফএ'র সম্পাদক জীতেন্দ্র ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। মিছিল শেষে তিপ্রা মথা'র তরফে জেলাশাসক সাজ ওয়াহিদ'র কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। এদিন মিছিল হয় আমবাসাতেও। এখানকার আমবাসার কাঁঠালবাড়ি এলাকা থেকে মিছিল বের হয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে এসে ডেপুটেশন প্রদান করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সুরজিৎ মগ, হলিউড চাকমা সহ অন্যান্যরা। এদিন বিশ্রামগঞ্জেও তিপ্রা মথার এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজেশ্বর দেববর্মা, শ্রীদাম দেববর্মা সহ সিম্বুকনা জমাতিয়া

সমেত মথা নেতৃত্ব। এদিন মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে পদ্ধরবাডি পর্যন্ত গিয়ে ফের বাজারে ফিরে আসে। সেখান থেকেই জেলাশাসক বিশ্বেশ্বরী বি'র কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দেন তারা। খোয়াইতেও এদিন সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল জেলাশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এখানে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, রঞ্জিত কুমার দেববর্মা, রাজেশ কুমার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এরপর অফিসটিলায় পথসভাও করেন তারা। ঊনকোটি জেলাশাসকের কাছেও এদিন ডেপটেশন দিয়েছে মথা নেতত্ব। ডেপটেশনে ছিলেন ঊনকোটি জেলা সভাপতি ধীরেন্দ্র দেববর্মা, যুব সভাপতি অনুকূল দেববর্মা, মহিলা সভানেত্রী মঞ্জুরী দেববর্মা। ডেপুটেশন দেওয়া পর আগে এদিন গৌড়নগর ব্লক প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল মিছিলও সংগঠিত হয়। পড়ে জেলাশাসক ইউকে চাকমার হাতে দাবিসনদ তুলে দেন মথা নেতৃত্ব। ঊনকোটি জেলার মথা সভাপতি ধীরেন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ৭ মার্চ এডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ১১ মাস হয়ে গেলো নির্বাচন বন্ধ হয়ে রয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে, এ রাজ্যেও পুর ভোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি। এর ফলে ব্যহত হচ্ছে উন্নয়ন। কিন্তু সরকার বিষয়টিতে কোনওরকম খেয়ালই রাখছে না। শীঘ্রই ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচনের দাবিতে তিপ্রা মথা এদিন জেলাশাসকের মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতেও রাজ্য নির্বাচন দফতর এবং রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ না নিলে আগামীদিনে আরও বড ধরনের আন্দোলন শুরু করা হবে বলেও তিপ্রা মথা জানিয়েছে। তবে আর যাই হোক, এই আন্দোলনের ফলে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হোক বা না হোক আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মথা যে বডসড রকমের গা ঝাডা দিয়েছে এবং শাসক দলের তলপেটে মোচড় মেরেছে তা স্পষ্ট।

হমেলা ২৫ মার্চ শুরু

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৫ মার্চ থেকে শুরু হবে ১২ দিনব্যাপী ৪০তম আগরতলা বইমেলা। চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এবারের বইমেলার থিম বা মূল ভাবনা- 'আমার ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বইমেলার গুরুত্ব রয়েছে। এবারের বইমেলাতে সর্বাধিক অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক জনগণের আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আত্মনির্ভরতা আনার ক্ষেত্রে বিশেষ

থেকে ১৩ এপ্রিল, গোমতী জেলায় ১৭ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল এবং সিপাহিজলা জেলায় ২৩ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল জেলাস্তরের বইমেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বইমেলা পরিচালন কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল,



আমার গর্ব'। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে আয়োজিত ৪০তম আগরতলা বইমেলা ২০২২-এর পরিচালন কমিটির প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।ছুটির দিন ব্যতিত বইমেলা চলবে দুপুর ২.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনে বইমেলা পুরস্কার, অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস স্মৃতি আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি চলবে দুপুর ২টা থেকে রাত ৯.৩০ পুরস্কার ও সুমঙ্গল সেন স্মৃতি মিনিট পর্যস্ত। এবারের বইমেলা উপলক্ষে ৩৫ বছরের নীচে নৃত্য, সংগীত, ভিশ্যুয়াল আর্ট, থিয়েটার শিল্পীদের জন্য ৪টি নতুন পুরস্কার চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এছাড়াও এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী পুস্তক বিক্রেতাদের স্টল রেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি মকুব করা হয়েছে। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি সুগভীর ইতিহাস রয়েছে। সেইক্ষেত্রে আগরতলা বইমেলা আমাদের মনের মেলা। রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে

পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ৪০তম আগরতলা বইমেলায় অন্যান্য পুরস্কারের পাশাপাশি নৃত্য, সংগীত ও ভিশ্যুয়াল আর্টে রাজ্যের তরুণ প্রতিভাবানদের জন্য তিনটি নতুন পুরস্কার চালু করা হবে। এই পুরস্কারগুলি হলো সত্যরাম রিয়াং পুরস্কার। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সুষ্ঠু সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রত্যেককে নিয়েই চলতে হবে। মানুষকে সম্মান দিলেই সম্মান ও বিশ্বাস পাওয়া যায়। এবার জেলাস্তরেও বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় সচিবালয়ে ৭টি জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঊনকোটি জেলায় ২৮ ফব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫ মার্চ থেকে ৯ মার্চ, ধলাই জেলায় ১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ, খোয়াই জেলায় ১৭ মার্চ থেকে ২১ মার্চ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৯এপ্রিল

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাই অ্যাসিস্যান্ট কমিশনের হাইকমিশনার আরিফ মহম্মদ, মেয়র মণিকা দাস দত্ত, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্যদের চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পি কে গোয়েল, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক শুভব্রত দেব, অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত আগরতলা বইমেলা পরিচালন কমিটির সভা পরিচালনা করেন দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।



জাতীয় প্যালিয়েটিভ প্রকল্পের মতো সমাজমুখী সরকারি প্রকল্প ও ক্যান্সার রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে জনগণকে অবগত করানোর লক্ষ্যে স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ অরূপ রায় বর্মণের নেতৃত্বে, জগহরিমূড়া হেল ওয়েলনেশ সেন্টারের সি এইচ ও হিমানী দেবনাথ ও আশা ফেসিলিটিটের আশাসহ আগরতলা শহরে কয়েকটি বাড়ী পরিদর্শন করে পরিবারের লোকজনদের প্যালিটিভ প্রকল্প ও ক্যান্সার রোগ নির্ণয় নিয়ে সরকারি উদ্যোগ নিয়ে সচেতনতার জন্যে আলোচনা করেন ও কয়েকজন রোগীকেও পরিসেবা প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, যে শয্যাশায়ী রোগীকে বাড়িতেই পরিসেবা প্রদানের কাজটি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন করা হয়।

জামাতার হাতে

আক্রান্ত শ্বশুর প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায় ১৭ ফেব্রুয়ারি।। নির্যাতিতা মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে আক্রান্ত হলেন বাবা এবং ভাই। কুমারঘাট থানাধীন পূর্ব রাতাছড়া এলাকায় এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, এক মহিলা বুধবার রাতে তার স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হন। ঘটনার খবর পেয়ে নির্যাতিতার বাবা এবং ভাই মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ছুটে আসেন। তারা এলাকার প্রধানের কাছে বিচার প্রার্থী হন। তখন প্রধান মেয়ের বাবাকে বলেন, কিছুদিনের জন্য তিনি যেন নিৰ্যাতিতাকে বাড়িতে নিয়ে যান। পরে আলোচনা করে ঘটনার মীমাংসা করা হবে। কিন্তু নির্যাতিতার স্বামী একথা মেনে নেয়নি। স্ত্রীকে বাপের বাড়ি যেতে বাধা দেয়। এনিয়ে জামাতা এবং শভরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধ। অভিযোগ, জামাতার হাতে শ্বশুর সহ অন্যান্যরা আক্রান্ত হন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। এদিকে নির্যাতিতা জানান, কয়েকদিন ধরে তার উপর শারীরিক ও মানসিক নিৰ্যাতন চলছে। স্বামী

এসপিও জওয়ানদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর ১৭ফেব্রুয়ারি।। গোমতী জেলায় নবনিযুক্ত ১৫০ জন এসপিও জওয়ানের পাসিং আউট প্যারেড সম্পন্ন হয়। সম্প্রতি আরক্ষা দফতরে গোটা রাজ্য থেকে এসপিও নিয়োগ করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় গোমতী জেলায় ১৫০ জন এসপিও নিয়োগ করা হয়। উদয়পুর ধজনগরস্থিত পুলিশ লাইনে প্রায় মাসাধিককাল ধরে এসপিও জওয়ানদের ট্রেনিং চলছিল। ইতিমধ্যে এসপিও জওয়ানদের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়। বৃহস্পতিবার ধজনগর পুলিশ লাইনে সকাল আটটায় ১৫০ জন এসপিও জওয়ানদের পাসিং আউট হয়। এদিন প্যারেড পরিদর্শন করেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার। পরে তিনি আশা ব্যক্ত করেন জওয়ানরা রাজ্যের বিভিন্ন থানা এবং পুলিশ ফাঁড়িগুলিতে নিযুক্ত হয়ে সততার এবং সাহসিকতার সঙ্গে রাজ্যবাসীর সেবা করে যাবেন।

আটক ২ যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ফেব্রুয়ারি।। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে সীমান্তের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজ্যে প্রবেশের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করা হয়। কামথানা বিওপি"র বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ কামথানা বিওপি'র বিএসএফ জওয়ানরা ১৩৭ নম্বর গেটে টহলদারি চালানোর সময় দেখতে পায় দুই যুবক কালীচরণ দাস ও রাজীব দাস অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করছে। ওই সময় বিএসএফ জওয়ানরা তাদেরকে আটক করে কামথানা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা বিএসএফ ক্যাম্পে আছে। তাদের শুক্রবার মধুপুর থানার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

নাকি বুধবার রাতে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে গালমন্দ করেছে। এমনকি তাকে মারধর করা হয়। তাই তারা এখন ঘটনার বিচার চাইছেন।

পাসিং প্যারেড

নিয়েছে। মূল সংগঠনের

তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যাচেছন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ ফব্রুয়ারি ।।২০১৮ সালে পরিবর্তনের নির্বাচনে ধলাই জেলায় ক্লিনে সুইপ করেছিল বিজেপি- আইপিএফটি জোট। অর্থাৎ জেলার ছয়টি আসনের সবকটিতেই বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল বর্তমান শাসক জোটের প্রার্থীরা। কিন্তু আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই সাফল্য ধরে রাখা যথেষ্ঠ কঠিন। আর এর সবচেয়ে বড় কারণ হল পাহাড়ে ছোট শরিক আইপিএফটি'র ক্রমাগত রক্তক্ষরণ এবং বুবাগ্রার নেতৃত্বাধীন তিপ্রা মথার উত্থান। আর এটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আর তাই ছোট শরিকের রক্তক্ষরণের ক্ষতি নিজেরা পুষিয়ে নিতে এখন থেকেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। এরজন্য শুরুতেই তারা সংগঠনকে সুদৃঢ় এবং জনমুখী করার উদ্যোগ

পড়ে আছে। প্রতিদিন প্রধানত

বিএসএফ'র সহযোগিতায় রাজ্য

পুলিশের বিভিন্ন থানা কর্তৃপক্ষ

গাঁজা, দেশি মদ সহ বিভিন্ন

নেশাজাতীয় দ্রব্য আটকে সাফল্য

পাচ্ছে। মূল মাথাদের না গ্রেফতার

পাশাপাশি ৭ টি মোর্চার এবং ১০ টি সেলকে ভোট যুদ্ধে পারদর্শী করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। পাশা পাশি সংগঠনের ফাঁকফোকরগুলি মেরামতের বিষয় তো আছেই। আর এই লক্ষ্যেই আমবাসাতে শুরু হয়েছে ধলাই জেলাভিত্তিক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ বর্গ। বৃহস্পতিবার ছিল এর প্রথম দিন। আমবাসা টাউন হলে হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ। যাতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে হাজির হয়েছেন বিজেপির ধলাই জেলা কমিটির ৩১ জন পদাধিকারী ও সদস্যের সবাই। জেলার অধীনস্থ ৬টি মন্ডল কমিটির সভাপতি ও দুই জন করে সাধারণ সম্পাদক ৭ টি মোর্চার জেলা কমিটির সভাপতি ও দুই জন করে সাধারণ সম্পাদক, ১০টি সেলের জেলা

সকল বিধায়কগণ, জেলা থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্যগণ, জিলা সভাধিপতি সহ-সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান, নগরপঞ্চায়েত ও পুরপরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, বিএসি'র চেয়ারম্যান সহ মোট ১০৪জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করে। মোট পাঁচটি ছত্রে সম্পন্ন হয় প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ পর্ব। প্রথম ছত্রের বিষয় বস্তু ছিল বিগত ৬ বছরে গৃহীত অস্তোদয় প্রচেষ্টা , এই ছত্তে সভাপতিত্বে করেন বিজেপির ধলাই জেলার সহ সভাপতি দীপ্তি রক্ষিত এবং প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য সজল আচার্য , দ্বিতীয় ছত্রের বিষয় বস্তু ছিল ২০১৪ সালের পর যুগান্তকারী পরিবর্তন। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন ধলাই আহ্বায়ক অভিজিৎ দেব। আগামী কনভেনারগণ। জেলার মন্ত্রী সহ জেলা সহ সভাপতি, প্রশিক্ষক দুইদিন এই ভাবেই চলবে প্রশিক্ষণ।

পারবেন না। বিষয়গুলো নিয়ে

হিসেবে ছিলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা অস্মিতা বণিক। তৃতীয় ছত্রের বিষয়বস্তু হল ভারতের প্রতিরক্ষা সামর্থ ও সম্ভাবনা, এই ছত্তে সভাপতিত্ব করেন ধলাই জেলা সহ সভাপতি উত্তম অধিকারী এবং প্রশিক্ষক রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক সমরেন্দ্র দেব। চতুর্থ ছত্রের বিষয়বস্তু আত্মনির্ভর ভারত। এই ছত্তের সভাপতি ও প্রশিক্ষক যথাক্রমে বিজেপির ধলাই জেলা সাধারণ সম্পাদিকা শচী রানি ত্রিপুরা এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। সর্বশেষে ছত্রের বিষয়বস্তু ত্রিপুরা বিজেপি সরকারের সাফল্য, এই ছত্রের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদিকা সুস্মিতা দাস এবং রাজ্য স্টেট কো- অপারেটিভ সেলের

ক্রাইম ব্রাঞ্চের সার্বিক সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন জনমনে

নিটের ৩ বনাম ১-এর প্রতিযোগিতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফব্রুয়ারি ।। রাজ্য পুলিশ 'সেবা-বীরতা-বন্ধুত্ব' এই তিন শব্দে নিজেদের ব্যান্ডিং করে থাকে। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যখন এমন তিনটি শব্দ যুক্ত হয়, তখন নিঃসন্দেহে প্রত্যেক নাগরিকের আলাদা একটি ভরসা জন্ম নেয়। নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকটি অন্যায়ের সুবিচার পাবেন উনারা, এমনটাই আশা করে থাকেন। রাজ্য পুলিশ খুনের তদন্ত বা নিদেনপক্ষে যেকোনও চুরির ঘটনায় কতটা সাফল্যের সঙ্গে একেকটি পরিবারকে বিচার পাইয়ে দিতে পেরেছেন সাম্প্রতিককালে, সেই অভিজ্ঞতা অনেকেরই রয়েছে। রাজ্য জুড়ে সংশ্লিষ্ট মহলে এই দফতরটিকে ঘিরে এখন একটাই বক্তব্য, রাজ্য পুলিশের অন্যতম ব্যর্থতার জায়গা তিনটি — সাইবার ক্রইম, সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স। ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর ক্রাইম ব্রাঞ্চ তার যাত্রা শুরু করে। নোটিফিকেশন নম্বর এফ১(২৩)- পিডি/২০১৮ মূলে প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় আগে উক্ত ব্রাঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে চারটি ইউনিট আলাদা করে তৈরি করা হয়। একটি সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট, আরেকটি ইকোনমিক্স অফেন্স ইউনিট এবং অন্য দুটো হলো সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও অ্যান্টি নারকোটিক ইউনিট। সাইবার ক্রাইম ইউনিটের নেতৃত্বে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপাররা রয়েছেন। একইভাবে সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স ইউনিটটির নেতৃত্বেও পুলিশ সুপাররা। কিন্তু রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা এটাই, ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অ্যান্টি নারকোটিক ইউনিটটি সফলতার সঙ্গে কাজ করলেও বাকি তিনটি ইউনিট রীতিমতো স্থাবির অবস্থায়

করতে পারলেও, খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে সামগ্রীগুলো আটক করতে সক্ষম হচেছে পুলিশি দফতর। কিন্তু অন্যদিকে, সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট, ইকোনমিক অফেন্স ইউনিট এবং সাইবার ক্রাইম ইউনিট কার্যত নিথর হয়ে পড়ে আছে। গত ৪ বছরে রাজ্যে কত সংখ্যক সাইবার ক্রাইমের ঘটনা ঘটেছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য পর্যন্ত পুলিশ সদর কার্যালয়ে নেই, এমনটাই

হয়ে থাকে। কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। প্রতিদিন পুলিশ সদর কার্যালয়ের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোথায় কত কেজি গাঁজা আটক হয়েছে এবং কোন্ অভিযোগ। গত কয়েকদিন আগে

পুলিশ কর্তারা, তা জানার কোনও

মাধ্যম বা উপায় নেই। দেশের প্রায়

প্রতিটি রাজ্যের সদর কার্যালয়ের

তরফে একেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার

গতি-প্রকৃতি এবং সাফল্য বা ব্যর্থতা

নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর

সাংবাদিকদের নিয়মিত 'ব্রিফিং' করা

Tripura Police

@Tripura_Police

Official Handle of Tripura Police

III Joined June 2016 106 Following 9,435 Followers রাজ্য পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রেফতার করেছে, সেই বিষয়টি শুধু বৈঠকে এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সদর উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের কার্যালয়ের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে তরফে যোগাযোগ করার কোনও খবর। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশ ব্যবস্থা নেই।গত ৪ বছর ধরে রাজ্য সাইবার ক্রাইমজনিত অস্তত পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইকোনমিক শত-শত অভিযোগ পেয়েছেন। অফেন্স ইউনিটটি ঠিক কী কাজ সেগুলো নিরসন তো দুরের কথা, করেছে বা কতজন অপরাধী এই প্রাথমিক তদন্ত পর্যন্ত শুরু হয়নি ইউনিটের তদন্ত মোতাবেক শাস্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। গত কয়েকদিন পেয়েছেন, তা পুলিশের তাবড় কর্তারাই বলতে পারবেন না। এই আগেও শহরের একটি অত্যন্ত ইউনিটটি মূলত কী বিষয় নিয়ে বনেদি মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাইবার ক্রাইমে মামলা কাজ করেন এবং রাজ্যের ৮টি করেছিলেন। উনার ব্যক্তিগত জেলায় পরিকাঠামোগতভাবে এই অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা ইউনিটটি কীভাবে চলছে, তাও গায়েব হয়ে যায়। এমন আরো বহু অজানা অধিকাংশ সচেত্ৰ নাগরিকের। এখানেই শেষ নয়, ঘটনা গত ৩-৪ বছরে রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে রাজ্য পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম জমা পড়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে ইউনিটটি মোট ক'টি মামলা পুলিশ কী তদন্ত করে, তদন্তের নিয়েছেন এবং কোন্টার তদন্ত ফলাফল কী বা ঠিক কোন্ পথে কতটা এগিয়েছে, তা কেউ বলতে

রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে গড়ে উঠা ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চের পরিকাঠামো এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়ে পুলিশের সদর কার্যালয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে বলে খবর। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, সাধারণ মানুষ অবধারিতভাবে স্বপ্ন দেখেছেন, পুলিশের তরফে গড়ে উঠা এই চারটি ইউনিট সমাস্তরালভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। বাস্তব সত্য এটাই, বিষয়টি তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। প্রতিদিন যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাইবার ক্রাইম মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। ত্রিপুরা পুলিশের ট্যুইটার-এ গেলে বোঝা যায়, রাজ্য পুলিশ এখনো নিজেদের ঠিক অর্থে 'ডিজিটাল' পর্যন্ত করে তুলতে পারেনি। রাজ্য পুলিশের ট্যুইটার পেজটি ফলো করেন ১০৬ জন এবং এর ফলোয়ার্স সংখ্যা ৯,৪৩৫ জন। এই ট্যুইটার পেজে এ মাসের ১৬ তারিখ রাজ্য পুলিশের তরফে এটিএম ফ্রডদের থেকে সচেতন থাকার জন্য একটি বিজ্ঞাপন-মতো দেওয়া হয়। এই ট্যুইটার পেজেই যে কয়েকটি ছবি এবং খবর গত ২-৩ দিনে দেওয়া হয়েছে, তা মূলত গাঁজা এবং বিলিতি মদ বা দেশি মদ উদ্ধার কেন্দ্রিক। রাজ্য পুলিশের তরফে এখনো সঠিকভাবে সিরিয়াস ক্রাইম. ইকোনমিক অফেন্স এবং সাইবার ক্রাইম বিষয়গুলোকে রূপায়ণ করা হয়ে ওঠেনি। যে উদ্দেশ্য এবং উৎসাহ নিয়ে ২০১৮ সালে জন্ম নিয়েছিলো ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তা সে সময় শুনতে গুরুগম্ভীর ঠেকলেও, আদতে এখনো উক্ত ইউনিটগুলোকে আরো বহুদুর পথ হাঁটতে হবে। সাধারণ নাগরিকদের এই প্রতিটি ইউনিট থেকেই প্রত্যাশা আরো অনেক বেশি। অতিদ্রুত এই ইউনিটগুলো যদি সাধারণ মানুষের চাহিদামতো কাজ না করতে পারে, তাহলে আগামী দিনে ইউনিটগুলোর উপর আস্থা হারাতে বাধ্য হবেন জনগণ।

মার্চ মাসে পুর নিগমের বাজেট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসকের হাতে থাকা পুর নিগম'র ক্ষমতায় এলো বিজেপি। বিজেপি পরিচালিত পুর নিগমের বাজেট অধিবেশন মার্চ মাসে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করা হবে এই অধিবেশনেই। আগরতলা পুর নিগমের ক্ষমতায় বিজেপি আসীন হওয়ার পর এটাই প্রথম বাজেট অধিবেশন। যতটুকু খবর, এই বাজেট অধিবেশনে চলমান প্রকল্পগুলো চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্পও গ্রহণ করা হবে। আগরতলা পুর নিগমের সার্বিক উন্নয়নে কতটা কাজ করতে পারবে বিজেপি পরিচালিত টিম তা সময়ই বলবে। গ্রামীণ আবহের পুর নিগম এলাকায় এখনও বিস্তর সমস্যা। তাছাড়া এখনও রয়েছে বাঁশের সাঁকো। রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো সহ সমস্যা সঙ্কুল এলাকায় পুর নিগমের সাফল্য কতটা পড়বে তা সময়ই জবাব দেবে। রাজনৈতিকভাবে টানা ২৫ বছর সিপিএম কিছু করেনি বলে যারা প্রচার করে পুর নিগমের ক্ষমতায় এসেছে, তাদের বিরুদ্ধেও পাল্টা অভিযোগ উঠেছে। ছাপ্পা ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া আগরতলাকে স্মার্ট সিটি'র প্রকৃত রূপ দিতে জবরদখল মুক্ত করার বিষয়টিও প্রকাশ্যে আনা হলেও যারা প্রভাবশালী অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করে বসে আছে, সরকারি জায়গা দখল করে বাড়ি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই। এমনকি কংগ্রেস থেকে আসা বিজেপি দলে শামিল হওয়া এক মহিলা কর্পোরেটরের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ। ওই কর্পোরেটরের স্বামী শাসক দলের শীর্ষ নেত্রীর ভাইকেও ছাড়েনি।এলাকায় তার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ। তাছাড়া, অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ ও সরকারি জায়গা দখলের অভিযোগও রয়েছে। আগরতলা পুর নিগম এসবের তদন্ত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে হয়তো ছাপ্পা ভোটের বদনাম ঘূচাতে পারবে বলে মনে করছে একটি মহল। অবশ্য পুর নিগমের বাজেটের

দিকেও নজর রয়েছে নগরবাসীর।

মেষ : অহেতুক মাথা

গরম করে নানা

ঝামেলায় জড়িয়ে

লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির

সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের

জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে

আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি।

ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ

আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য

করবে। শায়োর বা ফাটকায়

বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায়

ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও

একাধিক শুভ যোগাযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. বক্সনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ব্যবসায়ীরা মিলে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে বাজার রক্ষা করলেন। বক্সনগরে কোন ফায়ার স্টেশন না থাকার কারণে বারবার স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। ব্হস্পতিবারও একই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এদিন বক্সনগর বাজারে আচমকা আগুন লেগে যায়। বাজারে জমানো আবর্জনায় আগুন লাগে। দেখতে দেখতে

কয়েকজন ব্যবসায়ীর সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে ব্যবসায়ীরা আগুন নেভানোর জন্য বিশালগড ফায়ার স্টেশনে খবর দেন। যেহেতু, বিশালগড থেকে বক্সনগরের দূরত্ব অনেকটাই বেশি তাই দমকল কর্মীদের ঘটনাস্থলে আসতে ঘন্টাখানেক সময় লেগে যায়। এই সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীরা যে যার মত করে আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপরও অগ্নিকাণ্ডে কয়েকজন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিশালগড

পৌছলেও তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। কারণ তাদের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকল হয়ে পডে। ব্যবসায়ীরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শেষ পর্যন্ত কোনরকমভাবে আগুন নেভানো হয়। তবে এই সময়ের মধ্যে সোনামুড়া ফায়ার স্টেশনের কর্মীরাও সেখানে ছুটে আসেন। কিন্তু তাদের সাহায্য নিতে হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, বক্সনগরে কবে ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হবে?

চলে গেলেন মিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।।চলে গেলেন সমাজসেবী মিলনপ্রভা মজুমদার। প্রয়াতা মজুমদার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহধর্মিণী। গত কয়েক মাস ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন তিনি। তারপর তাকে ভর্তি করানো হয়েছিল জিবি राम्र भाजात्न। मीर्घ ১৫ मिन সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসকদের সমস্ত ধরনের (ठ छो तक वार्थ करत पिरा বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন প্রয়াতা মিলনপ্রভা। 'আপনাঘর' তথা 'অবলম্বন' বৃদ্ধাশ্রম তাঁরই হাতে গড়া। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর আত্মার সম্পর্ক সকলেই জানে। মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুর রেখেছেন তিনি, বললেন সংবাদ শুনে জিবি হাসপাতালে ছুটে যান উপসুখ্যমন্ত্ৰী যীযু দেববর্মা। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব হয় বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে সকলেই কুমার দেব, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কানায় ভেঙে পড়েন।তারপর তার



সুশান্ত চৌধুরী সহ আরও অনেকেই মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃতুতে শোক প্রকাশ করে শোকাহতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রয়াত সুধীর রঞ্জন মজুমদার রাজ্যের স্বার্থে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তার সমান ভাগিদার ছিলেন সমাজসেবায় অসামান্য অবদান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন জিবি হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া

মরদেহ নিয়ে আসা হয় গান্ধিঘাট রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থিত তার বাড়িতে। সেখানে একে একে উপস্থিত হন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। প্রয়াতার বাড়িতে ছুটে গিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা, প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ, প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকেই প্রয়াতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের সাথে প্রয়াতার সম্পর্কের কথা বলেছেন। এডিসির তরফে চেয়ারম্যান তার শোকবার্তায় বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজমদারের সহধর্মিণী মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও শোকাহতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এদিকে, এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। এদিনই মিলনপ্রভাদেবীর **শে**ষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

নেতৃত্বরা। পাশাপাশি জনসংযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সিপিআই(এম)'র ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে শামিল করে রাজধানীতে ঐতিহাসিক জনসমাগম করতে রাজ্যব্যাপী প্রচার-প্রসার জোরদার করেছেন

আজকের দিনটি কেমন যাবে গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে। বৃশ্চিক: শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন 🗸 🗸 নেওয়া দরকার।

জাতক - জাতিকাদের | উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে | রাগ জেদ দমন করা দরকার। 📗 ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ | থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে । আকরে। তবে আত্মীয় গোলযোগ না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী

কৰ্কট : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল 🥋 মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

মনোভাব থাকবে।

সিংহ: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে | শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য | বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন করা যায় দিনটিতি। | না। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের | কুম্ভ : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

কন্যা: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। | আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল । থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি । কোনো সমস্যা দেখা দেবে না সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে

তুলা : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল 'মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক **।**

নিৰ্বাঞ্চাটে কাটবে পড়তে পারেন। ক্রোধের বুশে <mark>।</mark> আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্ৰু হ্ৰাস পাবে।

সম্মানহাানর নতে. আছে দিনটিতে। তাই বিশক্তেত হবে। হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। বৃষ: দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক | সমস্যা নতুন করে সমস্যা | চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে ্বসৃষ্টি করতে পারে। । শুভ শক্রতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠাভা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে মিথুন : দিনটিতে এই রাশির 🖡 দিনটি তে জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ

মানসিক দিকও ভালোই যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় 📗 সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা

অবলম্বন করে চলতে হবে। মকর : দিনটিতে মাথা ঠাভা রেখে চলবেন। কর্মকেত্রে উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে

মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন।

🖏 ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ

হবে না। 💌 মীন : দিনটিতে কর্মকেত্রে অনুকূল পরিবেশ বজায়

পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু | দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

নিবিড় করতে বিভিন্ন গণসংগঠন সমূহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক ও দফতরে জনস্বার্থবাহী দাবিসনদ নিয়ে প্রদান করা হচেছ ডেপটেশন। তারই অঙ্গস্বর প বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় ত্রিপরা ক্ষেত্মজর ইউনিয়ন পানিসাগর মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে ১০ দফা দাবিসন্দ প্রণের জন্য এসডিএম পানিসাগরকে এক গণ-ডেপুটেশন কর্মশংস্থান প্রকল্পে রেগার শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি ৬০০ টাকা প্রদান এবং কৃষি কাজে ২০০ দিনের কাজের সংস্থান করতে হবে। শহুরে রোজগার যোজনা টুয়েপের মাধ্যমে বছরে মজুরি ৬০০ টাকা করতে হবে। দেশের গ্রামোন্নয়ন দফতর কর্তৃক পিএমএওয়াই ঘর প্রাপকদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকাভু ক্ত সকল সুবিধাভোগীকে ঘর প্রদান করতে হবে ও ঘর প্রাপককে ২য় কিস্তির টাকা দ্রুত প্রদান করতে হবে।

অতিদ্রুত সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করতে হবে। যে সকল গরিবদের ভাতা বাতিল করা হয়েছে অবিলম্বে তাদের ভাতা চালু করতে হবে।কষি উৎপাদনে ব্যবহৃত সার. বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি ভর্তকির মাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে। অতি বৃষ্টির ফলে কৃষকদের ধান এবং সবজির যে বিশাল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তদস্তক্ৰমে প্রদান করা হয়। একটি সসজ্জিত ক্ষকদের দ্রুত ক্ষতিপরণ দিতে লালঝাণ্ডার মিছিল এসডিএম হবে।মহকুমার সর্বত্র বেহালগ্রামীণ টিলায় এসে পৌঁছায় এবং সডকগুলি বর্ষর আগে মেরামত ও ডেপেটেশন প্রদান করা হয়। সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করতে দাবুগুলি হচেছ --- গ্রামীণ হবে। রাজ্যের সকল দফতরের শুন্যপদ অবিলম্বে পুর্ণ করতে হবে। মহকুমা এলাকার সকল ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ভূমি রেগাকে ব্যবহার করতে হবে। বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করতে হবে। এসডিএম দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকারপর্বক তার এক্তিয়ারভক্ত দাবিগুলি পুরণের চেস্টা এবং ন্যুনতম ২০০ দিনের কাজ এবং অপরাপর দাবিসমূহ সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রেরণের আশ্বাস দেন প্রতিনিধিদের। ডে পুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন ভূবনেশ্বর সিনহা, বরুণ চন্দ্র নাথ, দুলুচন্দ্র দেবনাথ, প্রীতিবালা নাথ ও অমূল্য দাস। বাইরের সমাবেশে ভাষণ দেন শীতল দাস সহ অপর দুইজন ক্ষেতমজুর নেতৃত্ব।

পূর্ণাঙ্গ গৃহনির্মাণের জন্য

প্রয়োজনীয় অর্থ বৃদ্ধি করতে হবে।

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

কংগ্রেসের সাথে টিডিএফ

একদল নেতৃত্বের উদ্যোগে— তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে টিডিএফ গঠন করেছেন তারা আবার কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছেন, তা প্রায় নিশ্চিত। তবে রাজনৈতিকভাবে জল মাপতে হয়, দর কষাকষি চলে, আলাপচারিতা হয়— এ সবকিছু চূড়ান্ত পর্যায়ে। কিন্তু সময় অন্য কিছুর জানান দিচ্ছে।তিপ্রা মথার সাথে টিডিএফ'র রাজনৈতিক সমঝোতা না হলেও অনেক বিষয়ই নতুন করে ভাবাতে শুরু করেছে।তিপ্রা মথার অনেক দার্বিই সমর্থন করছে টিডিএফ। আবার ভিলেজ কমিটির নির্বাচনও চাইল টিডিএফ। টিডিএফ'র দাবি, ভিলেজ কমিটিতে নিৰ্বাচন হোক। রাজ্যপালকে চিঠি দিলেন টিডিএফ উপদেস্টা কমিটির চেয়ারপার্সন তাপস দে। তাতে রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এডিসিকে ক্ষমতা দেওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা চাইল টিডিএফ। একই সাথে ভিলেজ কমিটিগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবিও জানানো হয়েছে। ১৭ ফব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার এডিসিতে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন চেয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করার মধ্য দিয়ে যখন মিছিল-ডেপুটেশন সংগঠিত হলো, তার কিছু সময় পর টিডিএফ'র তরফে তাপস দে, তেজেন দাসদের সাংবাদিক সম্মেলন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মহলে চর্চা, টিডিএফ তাদের কর্মীদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সংগঠিত করবে। সেই বৈঠকে কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়টি আলোচনায় আসবে। তারপরই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে। তবে এই সময়ে এডিসিকে অধিক ক্ষমতা এবং ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিডিএফ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দে এর আগেও ভিলেজ কমিটির নির্বাচন চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপালকে। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ২০২১ সালে এডিসির ৫৮৭টি ভিলেজে নির্বাচন হচ্ছে না। সেখানে নির্বাচন দাবি করা হচ্ছে। তিপ্রা মথা যেদিন এ দাবিতে সরব হলেন সেদিনই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন তাপস দে, তেজেন দাস'রা। টিডিএফ রাজ্য কমিটির আরও দাবি— বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিহত করা, রন্ধন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, উপজাতি অঞ্চলে বিনামূল্যে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও স্কুলের উন্নতি সাধন, চাষের জন্য সেচের উন্নত ব্যবস্থা, তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত প্রকাশ, ছোট ছোট টেন্ডার করে রাজ্যের ঠিকাদারদের কাজের সুবিধা করে দেওয়া ইত্যাদি। এসব দাবিতেই টিডিএফ নতুন সমীকরণ এঁকে

দিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। নতুন করে টিডিএফ নেতারাও যে তাদের অতীত পরিচয়ে কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারেন, তার ইঙ্গিত বহু আগেই মিলেছে। এবার হয়তো বাস্তবের অপেক্ষায়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা আহ্বান করেছেন, যারা মান অভিমান করে বা অন্য কোনও কারণে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে চলে গেছেন তারা সকলেই যেন কংগ্রেসে ফিরে আসেন। বীরজিৎ সিনহা বলেছেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

স্ট্রিট লাইট বসালো সিআরপিএফ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। পাহাড়ি এলাকায় সিটুট লাইট বসালো সিআরপিএফ। এছাড়া তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কমিউনিটি শেড। বৃহস্পতিবার এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন আইজি সিআরপিএফ রবি দীপসিং সাহি। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ'র কমান্ডেন্ট মুকেশ

ত্যাগী এবং মনোজ কুমার। সিআরপিএফ'র তরফে জানানো হয়েছে, ছৈলেংটা এলাকায় এই কাজ করানো হয়েছে। ছৈলেংটা থেকে ছামনু যাওয়ার রাস্তায় পাঁচটি স্ট্রিট লাইট বসানো হয়েছে। এগুলি সৌর শক্তি পরিচালিত। এসব প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে ঘাগরাছড়া স্কুল সামাজিক কাজ করে যাবে।

চত্বরে। সিআরপিএফ'র আইজি রবি দীপসিং সাহি জানান, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেই পুলিশকে কাজ করতে হয়। তিনি স্থানীয়দের স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে বলেছেন। তিনি জানান, স্থানীয়দের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সিআরপিএফ এই ধরনের

টেট পেপার ১ ও টেট পেপার ২

সবাইকে একসঙ্গে নিয়োগের দাবি জানালো টেট উত্তীর্ণরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করে আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। টেট উত্তীর্ণ হলেই চাকরি নয়— কিছুদিন আগে নতুনভাবে কথাটি বলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। আবার টেট উত্তীর্ণ বেকারের অপেক্ষমাণ তালিকাও নেই বর্তমানে। বিগতদিনে যারাই উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা সবাইকে অফার দেওয়া হয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে টেট উত্তীর্ণদের কাগজপত্র ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পথে। তবে তার আগে টেট উত্তীর্ণদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হবে। শিক্ষা দফতর যদি টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই মোতাবেক নোটিফিকেশন জারি হবে। শোনা যাচেছ, চলতি শিক্ষাবর্ষে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এদিকে, টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা সবাইকে একসঙ্গে নিয়োগ করার আবেদন করেছেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তারা বলেছেন, ত্রিপুরা সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে

র্নাপনা উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামডা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। অন্যান্য বছরের মত এবারও রূপিনী সম্প্রদায়ের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান হয় তেলিয়ামুড়া বৈদ্যচন্দ্ৰ রূপিনীপাড়া এলাকায়। অনুষ্ঠানে রূপিনী সম্প্রদায়ের কচিকাঁচারা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পরিবেশন করে। প্রথা অনুযায়ী প্রথমে ধর্মীয় পূজার্চনা হয়। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমবারের মত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়েছে ওই এলাকায়। স্বাভাবিক কারণে স্থানীয় লোকজন এতে খুবই খুশি।

বিশেষ শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি গভাছড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। গভাছড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যাভবনে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে এনএসএস'র বিশেষ শিবির। সাত দিনব্যাপী শিবিরের উদ্বোধন করেন এলাকার সমাজসেবী সমীর দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধানশিক্ষক নিরঞ্জন কলই, এসএমসি চেয়ারম্যান অতিশ চন্দ্র দাস, গোপাল সরকার, প্রমোদ সাহা প্রমুখ। সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবিরে একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে শেষদিন হবে রক্তদান শিবির। শিবির ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে।

টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের একসঙ্গে নিয়োগ করা হোক। মানে তারা আবেদন করছেন দফচরের মন্ত্রীর কাছে যে, একসঙ্গে নিয়োগের উদ্যোগ নিয়ে সকলকে শিক্ষক পদে চাকরি দেওয়া হোক। এই দাবিগুলোর উপর ভিত্তি করে টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন। তারা রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেছেন, সরকারের সদিচ্ছা এবং নির্দেশে টিআরবিটি কর্তৃক যথা সময়ে টেট পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। ভেরিফিকেশন কাজও দ্রুত চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তারা মন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, বাম আমলে দীর্ঘ সময় শিক্ষক নিয়োগ না করা এবং অবৈধ উপায়ে শিক্ষক নিয়োগের ফলে বহু শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে আদালতের নির্দেশে। এখন নতুন করে বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। শিক্ষক সংকটের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। তারা গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর এবং

পরীক্ষা মিলিয়ে সর্বমোট ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করেছেন, শুন্যপদ সৃষ্টি করে সকল টেট উত্তীর্ণদের একসঙ্গে নিয়োগ করা, যারা টেট উত্তীর্ণ হয়েও বয়সোত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরও বিবেচনায় রাখা এবং টিআরবিটির ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে কিছু চক্রান্তকারী ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইছে বলে তারা দাবি করেন। তাদের মোকাবিলা করার দাবি করা হয়। টেট উত্তীর্ণদের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিএড এবং ডিএলএড অনুপ্রেরণা যোজনার অধীন ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে অনেকে ডিগ্রি অর্জন করে এখন টেট উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। জানা গেছে, আদালত কর্তৃক বাতিল হয়ে যাওয়া চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একটা অংশ টেট পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হয়েছে— তাদেরকেও নিয়োগের দাবি জানানো হয়। সব মিলিয়ে টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রত্যাশীরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন, সকলকে একসাথে যেন নিয়োগ করা হয়।এখন এটাই দেখার, শিক্ষা দফতর ৩ অক্টোবর টিআরবিটি পরিচালিত কী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তাদের সমস্যা নিরসন করেননি।

ধর্মনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। পানীয় এলাকার জনপ্রতিনিধিরাও ঘটনা জলের সমস্যা গ্রামাঞ্চলের নাগরিকদের প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার পানিসাগর মহকুমার পূর্ব রৌয়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মহিলারা রাস্তা অবরোধ করেন। মহিলারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জলের সমস্যা আছে। প্রশাসনিক কর্তারা সবকিছু জানা সত্ত্বেও দিয়েছেন গ্রামের মহিলারা।

সম্পর্কে অবগত আছেন। তারাও সমস্যার সমাধানে একেবারে নীরব দর্শক মাত্র। তাই মহিলারা এদিন রাস্তায় নেমে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। যদি শীঘ্রই জলের সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গডে তোলার হুঁশিয়ারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামলো উত্তরের সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা। জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ডেপুটেশন কর্মসূচি সংঘটিত করল সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নয় দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা গণ ডেপুটেশনে মিলিত হন। এদিন সিপিআইএম রাজনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব চন্দন দাসের নিকট গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উক্ত গণ ডেপুটেশনে নয় দফা দাবি দাওয়াগুলি হল- রাজনগর বাজার থেকে গঙ্গার জল জেবি স্কুল পর্যন্ত ব্লকের রাস্তার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির উচ্চপর্যায়ে তদন্ত, চার বছর ধরে প্রতিবছরের আয়, ব্যয় ও উন্নয়নমূলক কাজের পুস্তিকা প্রকাশ, রেগার কাজে ড্রজার মেশিন দিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করা প্রভৃতি। গণ ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সদস্য ও রাজনগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক জহরুল হক, অঞ্চল কমিটির সদস্য জাকির হোসেন,রাজ দুলাল পাল প্রমুখ।

11	খা।।	<i>5</i> 747	মাধ	ান ব	কর(ত	প্রাত	<u> </u>			
ফ	ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক										
সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।											
প্রা	তী	ই স	ারি	এ	বং	কল	(2	۲ ا			
থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই											
ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X											
•	ব্ল	কও	এ	কৰ	ারই	ই ব	্যবং	হার			
ক	রা	যাে	ব ১	उ <u>च</u>	এ	কই	নয়	য়টি			
সং	খ্যা	12	য়িত	ভা	বে	এই	ধাঁ	গটি			
য়া	ক্ত	(6)	বং	~	t ra	CTA	0.7	14-3			
3	_	٩	11	7	14	CH	3	113			
~					। দ গুরণ						
প্র	ক্রয়	াকে	মে	,ন প্		কর	যা	বে।			
প্র	ক্রয়	াকে	মে	,ন প্	গুরণ	কর	যা	বে।			
প্র স	ক্রয় ংখ	াকে ্য ি	মে 8 ৩	ন <i>হ</i>) ৮	<u>র</u> ণ এ র	কর র উ	যা	বে। র			
প্র স 4	ক্র ংখ 6	াকে গ ঃ	মে ৪ ৩	ন <i>হ</i>) ৮	<u>র</u> ণ এ র 5	কর র উ ৪	যা ত 1	বে। র 3			
প্র স 4 3	ক্র ংখ 6 5	1 1 2 7	(A)(8)(8)(9)(4)	ন প্ চ 7	বূরণ এ 5 8	কর র উ 8 9	যা ত 1	ব। র 3 2			
প্র স 4 3 8	ক্র ংখ 6 5	了 2 7 9	মে 8 এ 9 4 3	ন পূ চ 7 1 6	হ হ হ হ হ	কর ব উ ৪ 9 5	যা 1 6 7	ব। র 3 2 4			
প্র ক 4 3 8 7	ক্র ংখ 6 5 1	了 2 7 9	(A)(8)(9)(4)(3)(5)(5)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)	トラウ 7 1 6 2	হ হ হ হ হ হ হ হ হ	কর 8 9 5	যা 1 6 7 9	র 3 2 4 8			

1 8 5 7 4 9 3 2 6

9 7 3 2 8 6 4 5 1

6 2 4 1 5 3 7 8 9

_	ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৯								
8	6		7		4		9		
			5			ფ	6	7	
		5	တ	1					
1	7	3	8		5		2	4	
	2				1	7		3	
4		9	2	7		5			
2	5	7	1	4	9		3		
	9							1	
6	1				7	2	5		

১৯তম মিলাদ মাহফিল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের কদমতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও চুরাইবাড়ি দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ১৯ তম মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে ছোট্ট পরিসরে এবারের

ছাত্র-ছাত্রীরা। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা সবিতা দাস। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা সবিতা দাস সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের বিদ্যালয়ের এসএমসি চেয়ারম্যান

গজল, কবিতা, আবৃতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। এ দিনকার এই মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোস্তফা কামাল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মাওলানা জয়নুল হক। মূলত মহানবী হযরত মহম্মদের জন্মদিনকে স্মরণ করে এবং তার জীবনাদশের বাণী নিয়েই এই মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৃহস্পতিবার আয়োজিত ১৯তম এই মিলাদ মাহফিলের বিশেষ অতিথি মাওলানা জয়নুল হক মহানবী

হযরত মহম্মদের জীবনী নিয়ে

প্রদীপ চক্রবর্তী। তারপর শুরু হয়

মিলাদ মাহফিলের মূল অনুষ্ঠান।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক কেরাত,

জয়েন্ট ঃ দিনক্ষণ ঘোষণা হলেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কথা জানানো হয়েছে। যদিও জারির আগেই ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা আগামী ২৭ এপ্রিল হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করা হলেও তা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। কেননা সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম-টু পরীক্ষা সম্বলিত যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাতে আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে এখনো পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাসূচি বের হয়নি। যেহেতু ২৬ এপ্রিল থেকে সিবিএসই পরিচালিত পরীক্ষা শুরু হবে সে ক্ষেত্রে ২৭ এপ্রিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা নিয়ে অভিভাবকমহলের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সে বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও চিস্তার ভাঁজ উপলব্ধ হয়েছে। যদিও ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড চেয়ারম্যান রাজা চক্রবর্তী দাবি করেছেন, সিবিএসই'র তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি

গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড গ্রহণ করেছিল। ২৭ এপ্রিল তারিখটিকে আপাতত সম্ভাব্য এর তালিকায় রাখা হয়েছে বোর্ড চেয়ারম্যান বলে জানিয়েছেন। এদিকে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ফরম ফিলাপ কার্য শুরু হয়েছে তা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত চলবে। পরবর্তীতে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন বোর্ড

চোরের তাগুবে দিশেহারা

নাগরিক সমাজ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **কৈলাসহর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।।** চুরির

ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে রাজ্যবাসী চোরের তাগুবে অতিষ্ঠ কৈলাসহরের নাগরিকরা। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আমজনতা চোরের প্রকোপ থেকে রেহাই পাচ্ছে না কেউ-ই। বুধবার রাতে কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকার অধীন শিশু নিকেতন হাইস্কুলে ফের একবার দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কেন না এ নিয়ে মোট ১২ বার বিদ্যালয়টিতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে হতাশা প্রকাশ করেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ১৯ টি ফ্যান, জলের মোটর,মিড-ডে-মিলের বাসন-সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে।জানা যায়, শিশু নিকেতন হাইস্কুলটি খোদ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয় ও আবাসস্থল সংলগ। চুরির বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। একই রাতে কৈলাসহর কাচেরঘাট দুরদর্শনের কোয়ার্টারেও তাণ্ডব চালায় চোরের দল। রাত এগারোটা নাগাদ হঠাৎ এই কোয়ার্টারের দ্বিতলে শব্দ শুনতে পায় স্থানীয়রা। স্থানীয়দের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় দুই চোর। অন্যদিকে মঙ্গলবার রাতেও কৈলাসহর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে চুরি সংঘটিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জানান, চোরের দল বারোটি সিলিং ফ্যান-সহ মিড - ডে - মিলের নতু ন বাসনপত্ৰ-সহ বেশ কিছু সামগ্ৰা চুরি করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে একই রাতে কুমার ভট্টাচার্যের বাড়িতে চুরি সংঘটিত হয়েছে। গত বেশ কিছুদিন ধরেই কৈলাসহর পুর পরিষদের বিভিন্ন এলাকায় চোরদের তাগুব অব্যাহত রয়েছে। চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে মহকুমাবাসী। আরক্ষা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে গোটা মহকুমা এলাকাকে নিজেদের দখলে নিয়ে রাজত্ব চালাচ্ছে চোর, সমাজদ্রোহীরা বলে অভিযোগ। অন্যদিকে নিরাপত্তার জন্য শহরে সিসিটিভি বসানো হলেও অধিকাংশ অচল বলে অভিযোগ।

অবৈধ কাঠ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া / চড়িলাম, ১৭ **ফেব্রুয়ারি।।** বন দফতরের কর্মীরা সোনামুড়া খেদাবাড়ি এলাকার রাবার বাগানে তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু অবৈধ কাঠ উদ্ধার করেন। গোপন খবরের ভিত্তিতে তারা অভিযানে গিয়ে কাঠ উদ্ধার করতে পারলেও বন দস্যুদের ধরতে পারেনি। বন দফতরের কর্মীদের তথাকথিত নজরদারি থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন ধ্বংসের পালা চলছে। বিশেষ করে জঙ্গলে গাছ কেটে কাঠ চেরাই করে খোলাবাজারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। মাঝে মধ্যে বনকর্মীরা অভিযান সংগঠিত করলেও সবকিছুর পেছনে গোপন সমঝোতা থাকে বলে অভিযোগ। জানা গেছে, খেদাবাড়ি এলাকার রাবার বাগানে তল্লাশি চালিয়ে ১৭৫ ফুট সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য কমপক্ষে ২ লক্ষ টাকা হবে। একই ভাবে চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের কর্মীরা আড়ালিয়া এলাকায় হানা দিয়ে অবৈধ কাঠ উদ্ধার করেন। তারা ৫ ফুট সেগুন কাঠ উদ্ধার করে চড়িলাম বন দফতরে নিয়ে আসেন। কিন্তু বন দস্যুদের তারাও ধরতে পারেননি। স্বাভাবিক কারণে বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই।

দোকানে ঢুকে হামল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। মোবাইল কেনা বেচার লেনদেন ঘিরে মারপিট এবং ভাঙচুরের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানার অন্তর্গত করইমুড়া বাজারে এই ঘটনা। দোকান মালিক প্রশান্ত দেবনাথ অভিযোগ করেন, রঘুনাথপুর মুন্সিবাড়ি এলাকার মহম্মহ শোয়েব কিছুদিন আগে মোবাইল কিনেছিলেন। কিন্তু মোবাইলের টাকা মিটিয়ে দেননি তিনি। প্রশান্ত দেবনাথ টাকার জন্য বারবার তাকে খবর দেন। শেষমেষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই যুবক দোকানে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। প্রশান্তের দোকানে ঢুকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার মোবাইল এবং বিভিন্ন সামগ্রী নম্ভ করা হয় বলে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন। ঘটনার পর প্রশান্ত দেবনাথ বাজার কমিটির দ্বারস্থ হন। পরবর্তী সময় বিশালগড থানায় এসে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, **১৭ ফেব্রুয়ারি।।** বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন দমকল কমীরা। বৃহস্পতিবার সকালে উদয়পুরস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে দমকল কর্মীরা সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন খিলপাড়া এলাকায় যান দুর্ঘটনায় দুই যুবক আহত হন। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা দুই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন গোমতী জেলা হাসপাতালে। কিন্তু দীর্ঘ সময় আহত যুবকদের হাসপাতালের মেঝেতে পডে থাকতে হয়। কারণ,

হাসপাতালের কোন কর্মী স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে আসেননি। দমকল কর্মীরা রোগীর সাথে দাঁড়িয়ে থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কমপক্ষে ২০ মিনিট পর স্বাস্থ্য কর্মীরা স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে আসেন। এই সময়ে দমকল কর্মীরা স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিভিন্ন সময় দমকল কর্মীদের এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। তারা রোগী নিয়ে হাসপাতালে গেলে তাদের প্রাথমিক পরিষেবা দেওয়ার মত কোন কর্মীকে পাওয়া যায় না। একই অবস্থা দেখা গেছে এদিন গোমতী

পুলিশের দায়িত্ব পালনে নাগরিকর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সর্বনাশা নেশার করাল গ্রাসে ধ্বংস হচ্ছে বৰ্তমান যুবসমাজ। এই সর্বনাশা নেশার কারণেই বেঘোরে পালন করতে দেখা যায় রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশবাবুদের বলে অভিযোগ উঠে আসছে। তবে অনেক এলাকার নাগরিকরা এখন পুলিশের দায়িত্ব পালন করছেন। ড্রাগস কিনতে এসে এলাকাবাসীদের হাতে আটক হলো দুই যুবক। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ১৫নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরেই ড্রাগস ব্যবসা চলছে। তেলিয়ামুড়া থানার থানাবাবরা এ বিষয় সম্পর্কে অবগত

থাকলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে এলাকাবাসী সূত্রে অভিযোগ। ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা শহর জুড়ে ড্রাগস পাচারকারী এবং প্রাণ যাচ্ছে তরুণদের। অধিকাংশ সেবনকারীদের বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ ক্ষেত্রেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা এলাকার জনগণ। শেষমেষ বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডে ড্রাগস কিনতে আসা দুই যুবককে এলাকার সচেতন নাগরিকরা পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এখন দেখার বিষয়, বসে থাকা তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে এখন সমাজের সচেতন নাগরিক মহল।

NIT NO: e-PT-34/EE/RD/MNU/D/2021-22, dt. 16-02-2022

On behalf of the Governor of Tripura. the Executive Engineer R D Manu Division. Government of Tripura invites item wise separate e-tender (both Technical and Financial bid) for procurement of the following stores under Chawmanu RD Block from the eligible bidders in PWD form-8 Up to 02/03/2022 at 2.00 PM as per following terms condition as well as DNIT. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

NO NEGOTIATION WILL. BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of Governor of Tripura Sd/- Illegible Er. Binoy Kr. Jamatia **Executive Engineer** ICA-C-3770-22 RD Manu Division, Dhalai.

FORMAT-B

(For publication in Local News Paper & webside The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala

West Tripura Tripura invites e-tender against PNIeT NO. 55/ EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2021-22 Dated: 15/02/2022. For Proposed Construction of Tripura Judicial Academy a Narshingarh, West Tripura/ Construction of Academic Building and administrative Building, Hostel Building, Quarters of the Director, Deputy Director and 3(Three) nos. each of type-III and Type-II quarters for Grade-III staffs/ Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and drainage works/ SH:-Providing, Installation and Commissioning of 1(one) no. 6(Six) passenger elevator (408) kg Capacity up to (G+1) level at Academic and Administrative Building.

With Estimated cost: Rs.12,12,144.00 Earnest Money: Rs. 12,121.00 Time of Completion :- 6(Six) Months. Last Date of bidding for bids: 28/02/2022 up to 15.00Hrs. Bid opening date and Time: 28/02/2022 at 15.30Hrs (if possible)

For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible **Executive Engineer** Mechanical Division, PWD ICA-C-3763-22 Agartala, Tripura

৪টি বাইক চুরির মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৭ ফব্রুয়ারি।। শহরে বাইক চুরি কিছুতেই থামছে না। প্রত্যেকদিনই আগরতলায় শুরু হয়েছে বাইক চুরি। এবার টাউন প্রতাপগড়ের রামঠাকুর রোড এলাকা থেকে চুরি গেছে একটি বাইক। বাইকের মালিক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য পূর্ব থানায় এই ঘটনায় মামলা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ বাড়ির সামনেই তার টিআর-০১-এই-৪৬৮০ নম্বরের সুপার স্পেলভার বাইকটি রেখেছিলেন। একটি কাজ সেরে ফিরে দেখেন বাইকটি নেই। এর কিছুক্ষণ পরই চন্দ্রপুর বাজারের সামনে থেকে টিআর-০১-একিউ-৬৭৬৭ নম্বরের একটি পালসার বাইক চুরি হয়। বাইকটি গৌরী শীলের নামে কেনা হয়েছিল। কিছুদিন আগে ধলেশ্বর ৯নং রোড এলাকা থেকে অভিজিৎ দেবের টিআর-০৫-এ-৭২০১ নম্বরের বাইক চুরি হয়েছিল। এছাড়া লেক চৌমুহনি বাজারের সামনে থেকে টিআর-০১-একিউ-৬২৩৯ নম্বরের একটি বাইক চুরি হয়েছে। বাইক মালিকের নাম জিআর হোসেন। একের পর এক বাইক চুরি হলেও পুলিশ চোরদের বিরুদ্ধে সফলতা পাচ্ছে না। স্মার্টসিটির ক্যামেরা দেখে চোরদের গ্রেফতার করতেও পারছে না পুলিশ। এসব বাইক চুরির। ঘটনায় পূর্ব থানায় মামলাও হয়েছে। অথচ স্মার্টসিটির পুলিশ একের পর এক বাইক চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারছে না। উদ্ধার হচ্ছে না চুরি যাওয়া বাইকও। এখন আবার চুরির বাইক বিক্রি হচ্ছে ত্রিপুরার মধ্যেই। খুব সহজেই চুরির বাইক পরিবহণ দফতরের দালালদের ধরে রেজিস্ট্রেশন বদল হয়ে যাচ্ছে। এরপর বাইকটিও বিক্রি করে দেওয়া হয়।

২০ বছরের কারাদণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যবককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিলো আদালত। বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলার পকসো আদালত এই রায় ঘোষণা করেছেন। অভিযুক্তের নাম সস্তোষ সতনামী ওরফে হৃদয় সাঁওতাল। তার বাড়ি মেঘলিপাড়া চা বাগান এলাকায়। আসামিকে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২) (১) ধারা এবং পকসো আইনের ৪ ধারায় সাজা দিয়েছে। মামলার তদন্ত করেছিলেন এসআই মাধবী দাস। এই মামলায় সরকারি আইনজীবী প্রদীপ সূত্রধর জানান, ২০১৮ সালের ১৯ অক্টোবর ধর্ষণের ঘটনাটি হয়েছিল। এয়ারপোর্ট থানার দুর্গাবাড়ি চা বাগান এলাকায় সন্ধ্যায় এক নাবালিকাকে চা বাগানে ধর্ষণ করা হয়। ওইদিনই এই ঘটনা জানিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় মামলা হয়। এসআই মাধবী দাস তদন্ত করে পরের বছর ১১ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দখল করেন। পশ্চিম জেলার পকসো আদালতের বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিংহের কোর্টে মামলাটির বিচার হয়। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করে আদালত। ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাথে ২ হাজার টাকার জরিমানাও করা হয়।

অগ্নিদগ্ধা মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলার অগ্নিদগ্ধা হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পশ্চিম কাঞ্চনমালার ২নং ওয়ার্ডে। মানিক দাসের স্ত্রী অনিমা দাস অনেকদিন ধরেই মানসিক রোগে ভুগছেন। তার স্বামী স্ত্রী'র চিকিৎসার জন্য অনেক চিকিৎসকের কাছে ছুটে যান। কিন্তু এখনও মহিলা সুস্থ হননি। মানিক দাস পেশায় দিনমজুর। তাদের দুই মেয়ের আগেই বিয়ে হয়েছে। পরিবারটি খুবই গরিব। এদিন ঘটনাটি প্রথম দেখতে পান মানিক দাসের বড় মেয়ে। তিনি দেখতে পান তার মায়ের শরীরে আগুন লেগে গেছে। তড়িঘড়ি তিনি এসে জল দিয়ে আগুন নেভান। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ছুটে আসেন। অনিমা দাসকে তড়িঘড়ি হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিভাবে মহিলার শরীরে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি।

নেশা সামগ্রী সহ আটক বিএমএস নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি অমরপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। রাজনৈতিক মদত ছাড়া নেশার কারবার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই বাম কিংবা রাম উভয় আমলেই নেশা কারবারের সাথে একাংশ রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশ দেখা গেছে। বিশেষ করে একাংশ চুনোপুঁটি নেতা নেশা কারবারের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েছে। অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা এমনই এক নেতাকে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করে। তার সাথে আরও দু'জনকেও আটক করা হয়। পিন্টু রঞ্জন দাস নামে জনৈক ব্যক্তি অমরপুর হাসপাতালে ১০২ অ্যাম্বলেন্স চালকের কাজ করছে। পিন্টু রঞ্জন দাসের পরিচয় তিনি একজন বিএমএস নেতা। অ্যান্থুলেন্সের চালকের দায়িত্ব পালনের আগে সরাসরিভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে এখনও যে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে আছে তা সবারই জানা।



অভিযোগ, অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে পিন্টু রঞ্জন দাস-সহ কয়েকজন মিলে নেশার কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। বীরগঞ্জ থানার পুলিশ বুধবার রাতে হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপতা রক্ষীদের বিশ্রাম ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ওই নেতা-সহ তিনজনকে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করে। পুলিশ তাদেরকে হাতেনাতে ধরে থানায় নিয়ে আসে। প্রশ্ন উঠছে মহকুমা

হাসপাতালে কিভাবে নেশার আসর বসে ? একাংশরা অভিযোগ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালে এই ধরনের আসর চলছে। পিন্টু রঞ্জন দাস নেতা হওয়ার সুবাদে এতদিন কেউ তার বিরুদ্দে কথা বলেন। তবে ঘটনাটি হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় পুলিশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনজনকে আটক করে থানায়

অবৈধ নিৰ্মাণ ভেঙে দিল প্ৰশাসন

সামাজিক সংস্থার অফিসও ভেঙে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সারা রাজ্যেই যেন অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার প্রতিযোগিতা চলছে।দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পাশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলে বসা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলেও এখন প্রশাসন জেগে উঠেছে। বহস্পতিবার কৈলাসহর ভগবাননগরস্থিত জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তার পাশে অবৈধভাবে গড়ে উঠা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং একটি

দেয় প্রশাসন। প্রশাসনিক কর্তাদের কথা অনুযায়ী রাস্তার পাশে জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠায় মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। মহকুমা প্রশাসন আগেই অবৈধ নির্মাণকারীদের উদ্দেশে নোটিশ জারি করেছিল। কিন্তু তারা নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেননি। তাই প্রশাসন রণংদেহী মনোভাবে এদিন একের পর এক ব্যবসায়িক

প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলে দেয়। সাথে একটি সামাজিক সংস্থার অফিসও ভেঙে ফেলা হয়। উচেছদ অভিযানকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও কোন ধরনের অশাস্তি হয়নি। গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। গোটা প্রক্রিয়া তদারকি করেন এসডিপিও চন্দন সাহা এবং ডিসিএম জয়ন্ত জমাতিয়া।

দিয়েছেন। এখন যদি পুনরায়

তাদেরকে জমি ছাড়তে হয় তাহলে

জাম হারাতে বসেছে ২৫ পরিবার

ফসল ফলে আছে। জমিতে চাষ

করেই সেই পরিবারগুলি বেঁচে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। চাষ্যোগ্য জমি হারাতে বসেছে ২৫টি কৃষক পরিবার। সাব্রুমে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর পাশে কিছু উর্বর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু সেই জমি ছাড়তে নারাজ মালিকরা। তাদের কথা অনুযায়ী বংশানুক্রমিকভাবে ২৫টি পরিবার সেই উর্বর জমিতে কৃষি কাজ

অপ্পেতে রক্ষা পেল পরিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনাধ, विरनानिया, ১৭ रकब्याति।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল গরিব পরিবার। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিলোনিয়া শহরতলির বল্লামুখা উত্তর ভারতচন্দ্রনগরের রাস্তার মাথায় এই ঘটনা। হরিপদ দাসের বাড়িতে অসাবধানতাবশত খড়ের কুঞ্জে আগুন লেগে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড় তেই এলাকাবাসী সহ প্রত্যক্ষদর্শীরা আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীকে। ঘটনাস্থলে ছুটে এসে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আগুন নেভায়। এরপরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আতঙ্কিত সার্বিক এলাকাবাসী। সহযোগিতার কারণেই বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে হরিপদ দাসের বসতঘর রক্ষা পেয়েছে।

আছে। কিন্তু এখন যদি সেই জমি রাস্তায় বসা ছাড়া আর কোন উপায় সরকার অধিগ্রহণ করে নেয় তাহলে থাকবে না। কারণ, ওই সব পরিবারগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবারগুলোকে সমূলে উচ্ছেদ করার তাদের রুজি রুটিতে আঘাত আসবে। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তাই কৃষকরা বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষক পরিবারগুলি সাথেও কথা বলেছেন। কিন্তু এখন এক প্রকারে দিশেহারা হয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পড়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা কিছুই যেভাবেই হোক জমি রক্ষা করতে জানানো হয় নি। ওইসব হবে।প্রয়োজনে তারা উচ্চ আদালতের পরিবারগুলো আগেই সুসংহত দ্বারস্থ হবেন বলে মনস্থির করছেন।

করে আসছে। এখনও সেই জমিতে স্থলবন্দরের জন্য জমি ছেড়ে

মাটি খুঁড়ে ৩০০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাসের নেতৃত্বে কলমচৌড়া থানাধীন আদমপুর এলাকার মণির হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। মণির হোসেনের পরিত্যক্ত ঘরে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল প্রচুর পরিমাণ গাঁজা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ওই ঘরে মাটি খুঁড়ে ৬টি ড্রাম ভর্তি ৩০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে বাড়ির মালিককে তারা খুঁজে পাননি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কথা অনুযায়ী তারা তল্লাশি চালাতে আসছেন তা টের পেয়ে বাড়ির লোকজন পালিয়ে গেছে। মণির হোসেনের বিরুদ্ধে এখন মামলা দায়ের করা হবে। অভিযুক্তকে পুলিশ খুঁজে না পেলেও তার আত্মীয় পরিজনরা পুলিশের কাছে দাবি করে কে বা কারা মাটির নিচে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছিল তা তারা জানেন না। বিষয়টি যে কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ঘরের ভেতরে মাটি খুঁড়ে অন্য কারোর গাঁজা লুকিয়ে রাখা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পুলিশ যদি এই ধরনের অভিযান জারি রাখে তাহলে অবশ্যই গাঁজা চাষ এবং নেশা কারবারের ব্যবসায় লাগাম টানা সম্ভব।

মহিলার ব্যাগ থেকে টাকা ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চডিলাম. ১৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রকাশ্য দিবালোকে এক মহিলার ব্যাগ থেকে ৩৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় কে বা কারা। ঘটনার পর বিশ্রামগঞ্জ থানার দারস্থ হয়েছেন চড়িলাম ব্লুকের রামনগর ভিলেজের রামপদ এলাকার অনিতা দেববর্মা। ৫৫ বছরের ওই মহিলা বিশ্রামগঞ্জ এসবিআই শাখা থেকে ৪০ হাজার টাকা উঠিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। তিনি বাড়ি ফেরার পথে বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে টিন কিনেন। সেখান থেকে অটোতে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। মাঝপথে তিনি অটো দাঁড় করিয়ে চালককে টাকা দিয়ে রাস্তার পাশ থেকে মাংস কিনে আনার কথা বলেন। অটো চালক মাংস নিতে গেলে অনিতা দেববর্মা গাড়ি থেকে নামেন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারেন তার শরীরে কোন কিছু ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ব্ঝার পরক্ষণেই তিনি দেখেন তার ব্যাগ থেকে টাকা উধাও। ধারণা করা ইচ্ছাকু তভাবে ছিনতাইবাজরা তার শরীরে কিছু ছিটিয়ে দিয়েছিল। তবে নিজের আশপাশে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তিনি দেখেছিলেন। তার সন্দেহ ওই ব্যক্তি এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে। পরবর্তী সময় মহিলা বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে

আহত

প্রশ্ন তুলছেন। পুলিশ আদৌ

ছিনতাইবাজদের ধরতে পারবে কিনা

এ নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনা প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলেছে। ফের পৃথক পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হল তিনজন। জানা যায়, বিলোনিয়া মহকুমাধীন নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে এদিনের প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে। কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার পরিবারের লোকেরা বলতে না পারলেও অনেকের অনুমান বাইক বা গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যান অনিল দাস। পথচারীরা দেখতে পেয়ে আহত অনিল দাসকে উদ্ধার করে নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিলোনিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এদিকে অনিল দাসের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। জানা যায়, কৃষ্ণপুর বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অনিল দাস গুরুতরভাবে আহত হয়। অপরদিকে দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া হাতি পার্ক সংলগ্ন বড়টিলা এলাকায়। দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গৌতম ধর ও অনুপ বিশ্বাস গুরুতর আহত হয়। পরবর্তীতে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত দু'জনকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় অনুপ বিশ্বাসকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে এবং গৌতম ধরকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

Dated. 11/02/2022

PRESS NIeT. NO. 70/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22

undertaking and undertaking for the following works:-

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid ercentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / registered vehical owner (for SI. No. 2) / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector

SI. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender/Bid Fee	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	JJM Scheme under Gomati District Tripura/SH- Construction of SBDTW along with provision of OHT (sintex) at different School & AWC under Jamjuri GP (Adharsha Gram) and Kakraban GP (Adharsha Gram) of Kakraban R.D Block under DWS Sub-Division, Kakraban during the year 2021-22. DNIeT. No. 370/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	Rs. 4,593,293.00	Rs.45,933.00	Rs. 1,000.00	06(six) Months	Jp to 15.00 Hrs on 28-02-2022	re Engineer, DWS r at 15:30 Hrs. on 2 if possible	nttps://tripuratenders.gov.in	ass / category as per NIe-T
2	Running maintenance of UWS Scheme at Udaipur during the year 2021-2022/ Hiring of Commercial vehicle (Two Shift) Mahindra & Mahindra/ Maruti Van /Ecco/TATA Somu/Max (Model not earlier than 2018) for D.W.S. Sub-Division NoI, Udaipur. DNIeT. No. 371/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	Rs. 564,750.00	Rs. 5,648.00	Rs. 1,000.00	12(Twelve) Months	Up to 15.00 Hr	O/o the Executive Division, Udaipur 28-02-2022	https://tripura	Appropriate Class / NIe-

ICA/C-3758-22

Sd/- Illegible (ER. S.H. Jamatia) **Executive Engineer DWS Division Udaipur** Gomati District, Tripura

ধর্ম আজ আমার কাছে একটি কর্কশ শব্দ

সভ্যতার বিবর্তনে আমরা পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে জীবন-জীবিকার

তাগিদে বিভিন্ন নিয়ম-নীতিমালাকে গ্রহণ করেছি এবং ধর্ম নাম দিয়েছি



বলে পরিচিত। অথচ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধর্মের নামে একদল মানুষ অন্য আর একদল মানুষের উপর আক্রমণ করছে।এক লহমায় তিলতিল করে সাজানো বাডি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, লুট-পাট,হত্যালীলা সংঘঠিত করছে। অসহায় নিরপরাধ মানুষগুলো একটি ভূখন্ডের শাসকের কাছে নিরাপতা চাইছে, শান্তি-সম্প্রীতিতে বাঁচার অধিকার চাইছে।অথচ রাষ্ট্র বা ভূখন্ডের শাসকগোষ্ঠী তা দিতে পারছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসক শক্তির প্রচ্ছন্ন মদতে ধর্মীয় হিংসা-প্রতিহিংসা ছড়ায়। আর এর অন্তরালে বিরাজ করে ভোটে জেতার জটিল গণিত। আবার কোন কোন সময় রাষ্ট্র শক্তির অজান্তেই কোন মৌলবাদী গোষ্ঠীর দ্বারাও ধর্মীয় জিগির তুলে বিধর্মীদের উপর আক্রমণ শাণিত করে। রাষ্ট্র শক্তি তখনো সংখ্যাগুরুর ভোট হারানোর ভয়ে মৌলবাদী বা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর কোন ব্যবস্থা নেয় না তাই আজ পৃথিবীর

সমাধান ক্ষতে গিয়েই বিবদ্মান

রাজনৈতিক দলগুলো "ধর্ম" শব্দটিকে সমাধান

যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা সচেতনহীন মানুষ। আমরা এখনো যুক্তিবাদী-বিজ্ঞান মনষ্ক হয়ে উঠতে পারিনি। আমরা এই একবিংশ শতাব্দীতেও ধর্মভীরু ও কুসংষ্কারাচ্ছন্ন। সারাদিন ধর্ম-ধর্ম করি। মন্দির- মসজিদ- গির্জা- গুরদোয়ারা- মঠের পরিধি বাড়াতে, নিজেদের যার যার ধর্মকে শ্রেষ্ট প্রমান করতে খব খাটি,এমনকি বিধর্মীকে হত্যা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হই না। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম কি,তার অতীত ইতিহাস কি-আমরা তা এখনো অনুধাবন

সত্যিকার অর্থে করে উঠতে পারিনি। আজ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে অর্থাৎ ১৫০০ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে গুরু নানক প্রচারিত ধর্মমত হল শিখ ধর্ম। এর আগে শিখ ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বিভিন্ন ধর্মমতের লোক,যারা গুরু নানকের প্রচারিত মতকে ভালো বেসেছেন, গ্রহন করেছেন তারাই শিখ সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

মক্কা থেকে মদিনা গিয়েছিলেন হজ করতে সেই দিন থেকেই হিজরী সন গণনা শুরু হয়। এই হজরত মহম্মদের প্রচারিত মতই হল ইসলাম ধর্ম। এর আগে কি ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব ছিল ? কিন্তু ইসলাম ধর্মমতে বিশ্বাসী মুসলমানরা মনে করেন পৃথিবীর

প্রথম মানুষ আদম হল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা। এটা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। হজরত মহম্মদের আগে ইসলাম ধর্মমতের কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। তাহলে তো আমি বলতেই পারি আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্মের কোন

এরপর আজ থেকে ২০২০ বছর আগে জেরুসালেমের বেথলেহেমে যীশুর জন্ম হয়। সেই থেকেই খ্রীষ্টাব্দ গণনা শুরু হয়। আর এই যীশুর প্রচারিত ধর্মমতই হল খ্রীস্ট ধর্ম। এই ধর্মমতের লোকদের বলা হয় খ্রিষ্টান। এর আগে কি খ্রীষ্ট ধর্ম বা খ্রিস্টানদের কোন অস্তিত্ব ছিল? ছিল না। এই খ্রীষ্টানরা নিশ্চয়ই এর আগে অন্য কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল বা ধর্মমতহীন মানুষ

এরপর আজ থেকে ২৫৫৫ বছর আগে নেপালের কপিলাবস্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজা শুদ্ধোধনের পত্র সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহন করে। পরবর্তীকালে বদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে। সংসার জীবনে মানুষের চলার শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে তাঁর মতামত প্রচার করে। তাঁর প্রচারিত মতামত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সম্রাট অশোকের হাত ধরে এবং বৌদ্ধ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই বৌদ্ধ তাহলে বুদ্ধের জন্মের আগেতো বৌদ্ধ ধর্মের হবে সনাতন ধর্ম।

এর আগে খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকে অর্থাৎ আজ । ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মমত ত্যাগ করেই বৌদ্ধ ধর্ম । অপভ্রংশ থেকেই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। এই হিন্দুরা । গ্রহন করেছে। বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সনাতন ধর্মমতের বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি। একটি অংশ।তাহলে তো বলা যায় হিন্দু কোনও কালক্রমে অন্য ধর্ম মতের লোকেরাও এই ধর্মমত ধর্মমত নয়। হিন্দু হল একটি সম্প্রদায় বা গ্রহন করেছে বলেই বহু দেশে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। জনগোষ্ঠী। এই হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মকে বলতে

কোন অস্তিত্ব ছিল না। এরপর আজ থেকে এই সনাতন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে

আমরা এখনো যুক্তিবাদী-বিজ্ঞান মনষ্ক হয়ে উঠতে পারিনি। আমরা এই একবিংশ শতাব্দীতেও ধর্মভীরু ও কুসংষ্কারাচ্ছন্ন। সারাদিন ধর্ম-ধর্ম করি। মন্দির- মসজিদ- গির্জা-গুরদোয়ারা- মঠের পরিধি বাড়াতে, নিজেদের যার যার ধর্মকে শ্রেষ্ট প্রমাণ করতে খুব খাঁটি, এমনকি বিধর্মীকে হত্যা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হই না। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম কি,তার অতীত ইতিহাস কি-আমরা তা এখনো অনুধাবন সত্যিকার অর্থে করে উঠতে পারিনি।

৪৫০০ বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০ বছর । ৭৫০০ বছর আগে। ইউ রোপ-এশিয়ার আগে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশে সীমান্তে ইউ রাল পর্বতের পাদদেশে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লোকরা হিন্দু বসবাসকারী জনগোষ্ঠী আর্য জনগোষ্ঠী নামে সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। সিন্ধু শব্দের

পরিচিত। তারা ইরান-ইউরাল অঞ্চল হয়ে

প্রাচীন ভারতে এসে সিন্ধু নদী উপত্যকায় স্থা পন মেহেগড় -হরপ্পা-মহেজোদরো সভ্যতা পর্যায়ক্রমে বিকশিত করে। এই আর্য জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। এই বেদ অনুসূত নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন নীতিমালা ধারণ(ধর্ম) করাই হল সনাতন ধর্ম।

তাই আমি বলতেই পারি ভারতীয় উপমহাদেশে সনাতন ধর্মের আগে কোন ধর্মমত ছিল না।

স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্র অনুসারে আজ থেকে ৩৫,৬০০ বছর আগে মানব সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে ৩৫,৬০০-৭৫০০ বছর এই দুই সমকালের ব্যবধান ২৮,১০০ বছরতো ভারতীয় উপমহাদেশে মানব সভ্যতা ছিল। কিন্তু তখন ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সভ্যতার বিবর্তনে আমরা পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে জীবন-জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন নিয়ম-নীতিমালাকে গ্রহন করেছি এবং ধর্ম নাম দিয়েছি। আর যুগ যুগ নিজেদের ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হিংসা-প্রতিহিংসার চাষ করছি। আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে ধর্ম চিরকাল মানব সভ্যতার বিভাজন ছাডা আর কিছুই করে নাই।

আর যুগ যুগ ধরে নানা দেশের শাসক বা রাজনৈতিক দলগুলো সিংহাসনের মায়ায় ধর্মীয় হিংসা-প্রতিহিংসার চাষে মদত জুগিয়ে চলছে ভোট পাওয়ার আশায়।

আমার কাছে তাই "ধর্ম" আজ একটি কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই "ধর্ম" শব্দটি

প্রচারসজ্জা নম্টের অভিযোগ





প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম'র ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের প্রচারসজ্জা নম্টের অভিযোগ তোলা হলো সদর মহকুমা কমিটির তরফে। দুর্গা চৌমুহনি বাজার এলাকায় বিজেপির দৃষ্কৃতিরা সেখানে প্রচারসজ্জা নষ্ট করেছে বলে অভিযোগ সিপিএমের। সেখানে আবার প্রচারের ব্যানার লাগানো হয়েছে বলে দলের তরফে জানানো হয়। সম্মেলনকে সামনে রেখে কৃষ্ণনগর আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগানো হয়েছে প্রচারের উদ্দেশ্যে। আগামী ২৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউন হলে সম্মেলন অনষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ সংগঠিত করার সম্ভাবনা নির্দেশিকা প্রকাশের পরই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক আগেই বলেছিলেন, তারা সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। সম্মেলনের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত সহ অন্যান্যরা। সম্মেলনের বার্তা সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এখন ব্যানার, পোস্টার লাগানো হচ্ছে রাজ্যজ্বড়ে।

সংক্ৰমিত ৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফব্রুয়ারি।। করোনার সংক্রমণ আরও নামলো। বৃহস্পতিবার মাত্র ৪জন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরেই সংক্রমণের হার ১ শতাংশের নিচে। এই কারণে নাইট কারফিউ-সহ বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার দাবি উঠছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৬৪৪ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। সংক্রমণের হার ছিল .১৫ শতাংশ। চারজনের মধ্যে তিন আক্রান্ত পশ্চিম জেলার। কিছুতেই কমছে না। আরও ৫৪১জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে করোনা আক্রান্ত

উপেক্ষা করে এবারও হাঁপানিয়

শহরে মেলা ফিরিয়ে আনার দাবিকে পাশে রেখে বৃহস্পতিবার ৪০তম আগরতলা বইমেলার দিনক্ষণ ঠিক করে নেওয়া হলো। গত ১৬ ডিসেম্বর আগরতলা বইমেলা আয়োজনের প্রাথমিক বৈঠকে মেলার স্থান নির্ধারণ নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তাকে একই রকম রেখে দিয়ে এবছরও আগরতলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে হয়। উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মণ চলছে হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশাস্ত হাঁপানিয়া বইমেলা আয়োজন ইতিহাসে ছিল একটি নজিরবিহীন সরিয়ে হাঁপানিয়াতে বইমেলার এই সভায় এই বছর বইমেলার দিন একটা বিশাল আপত্তি রয়েছে। বইমেলা আয়োজনে এক চরম বিক্রেতাদের বাণিজ্যে কিছুটা স্বস্তি আয়োজন নিয়ে প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছে ২৫ মার্চ থেকে ৫ শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার বিশুঙ্খলতার উদাহরণ দেখিয়েছে দিতে দফতরের মন্ত্রীর ইচ্ছায় চলতি অভ্যাস মেনে হাঁপানিয়া অনেকটাই দুর। এরকমটা মেনে নিয়েই প্রথম থেকে প্রকাশক ও বই বিক্রেতারা হাঁপানিয়াতে বইমেলার

বিপক্ষে ছিলেন। শহরের বইপ্রেমী আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। নাগরিকদের একটা বেশিরভাগ অংশই শহর ছাড়িয়ে হাঁপানিয়াতে বইমেলার বিপক্ষে। এই মতামতগুলো পাশে রেখেই এবছরও হাঁপানিয়াতেই আগরতলা বইমেলার আয়োজন করতে চলছে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতর। বহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৪০তম বইমেলা আয়োজনে পরিচালন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত এপ্রিল। আলোচ্যসূচির দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল মেলার স্থান নির্ধারণ। গত ১৬ ডিসেম্বর যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়ে যায় তাতেও

বিকল্প রেখেই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই সময় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছিলেন আগরতলায় বইমেলা ফিরে আনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার এরকম কিছুই আর আলোচনায় আসেনি। প্রকাশক, বিক্রেতাদের পক্ষেত এদিন হাঁপানিয়া বইমেলা আয়োজনে তেমন কোনও আপত্তি তোলা হয়নি। যদিও দূরে গিয়ে বইমেলায় অংশ

কোনও জায়গায় মেলা আয়োজনের বইমেলা শহর চৌহন্দির মধ্যে বহির্রাজ্যের প্রকাশক, বিক্রেতারা রাখার দাবি উঠে আসছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার এই দাবিতে কোনও আমলই দেয়নি বৈঠকের প্রধান প্রধান বক্তারা। বলা ভালো, উল্টো হাঁপানিয়াতেই বইমেলার পক্ষে সায় দিয়েছেন লেখক, প্রকাশক রাখাল মজুমদার। ২০১৮ সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর আগরতলা শিশুউদ্যানে এক অসাধারণ বইমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। যা বইমেলার বইমেলা প্রাঙ্গণে। শহর থেকে চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত নিয়ে শহরবাসীর বেশিরভাগেরই আয়োজন। ঠিক পরের বছর আয়োজক তথ্য সংস্কৃতি দফতর। নেওয়াটা আগরতলার মতো ছোট এরপর থেকেই বইমেলা হাঁপানিয়া যাবতীয় ফি-তে ছাড় দেওয়ার শহরের ক্ষেত্রে অনেকটাই আন্তর্জাতিক মলো প্রাঙ্গণে চলে ঝামেলাজনক। শহরের পরিধি যায়। গত বছরও হাঁপানিয়াতে সরকারের প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা

আপত্তি জানিয়েছে। তাদের দাবি, শহর থেকে এত দূরে ক্রেতা ও বই প্রেমীরা মেলা নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কিন্তু এইসব বাস্তব পরি স্থিতি আলোচনাই বৃহস্পতিবার। যদিও শহর থেকে এতদূরে মেলা আয়োজনে কতটা লোক টানতে পারবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ দফতর। তাই বিগত বিবেচনা করেই বারবারই বইমেলা আয়োজন নিয়ে রাজস্বক্ষতিহবেবলেজানাগেছে।



দেখা দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি নতুন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। শিশুবিহার অ্যালামনির ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। শিশুবিহার স্কলে বহস্পতিবার সন্ধ্যায় অ্যালামনির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশুবিহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কুমার ভট্টাচার্য, অ্যালামনির সম্পাদক অভিজিৎ সমাজপতি, জয়জিৎ আচার্য, অভিজিৎ সরকার, নবজ্যোতি রায়, অর্ণব বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। অ্যালামনির ১১তম বর্ষে প্রেক্ষাপট তলে ধরেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। করোনা

পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ছিল অ্যালামনির প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন। গেস্ট হাউসে দুর্নীতি, বধির প্রশ

পরমাত্মীয়। ফলে ক্ষমতার হাত তদন্ত আজ পর্যন্ত হয়নি। আদৌ আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য বদল হলেও গিয়াসউদ্দিন শা রয়ে কোনদিন হবে কিনা অনিশ্চিত। কিংবা গেস্ট হাউসে রং এর ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে গেছেন বহাল তবিয়তেই। যতটুকু কেননা গিয়াসউদ্দিন শা'রা বাম কাজের জন্য বিগত দিনগুলোতে আগরতলায় দুটি গেস্ট হাউস জানা গেছে, ক্ষমতার হাতবদল রয়েছে। প্রথমটি অফিস লেনের হওয়ার পর রাজ্যের নতুন আবুল কালাম গেস্ট হাউস। সংখ্যালঘু মন্ত্ৰী আবুল কালাম দ্বিতীয়টি আদালত চত্বরে। আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার প্রথমটিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রাস্ত টেকারকে কৈলাসহর বদলি করতে থেকে আসা সংখ্যালঘু মুসলিমরা স্ফাইল চালাচালি শুরু হয়। কিন্তু তাদের প্রয়োজনে রাত্রিযাপন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার করে। দ্বিতীয়টিতে বিজেপি'র রাজ্যস্তরীয় রাম নগরের নেতার

টেকার গিয়াসউ দ্দিন শা-র সমালোচনার ঝড়। কিন্তু কোন হাউসের বিছানার সরঞ্জাম ক্রয় এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

সংখ্যালঘু নেতার অফিস করা হস্তক্ষেপে বদলি থেমে যায়। হয়েছে একটি রুমে। য়া অবৈধ। এনিয়ে খোদ ওয়াকফ বোর্ড ও প্রশ্ন এখানে নয়। প্রশ্ন হলো, বাম রাজ্য সংখ্যালঘু দফতরের কর্মচারী আমলে মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী ছিলেন সহলে সমালোচনার ঝড় বয়ে য়ায়। আবুল কালাম গেস্ট হাউসের কেননা, বাম আমলে কি ভাবে কেয়ার টেকারের আশ্রয়দাতা। গিয়াসউদ্দিন শা আবুল কালাম সংস্কার কাজ নিয়ে।যতটুকু জানা বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও আজাদগেস্ট হাউসে রাজ করেছে গিয়াসউদ্দিন শা'র কোন সমস্যা সবাই জানে। এমনকি নন্দননগর নেই। কেননা, বিজেপি সংখ্যা লঘু মসজিদপাড়ায় প্রাসাদোপম বাড়ি মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব আবুল কালাম 🏻 কি ভাবে করতে পারে তা নিয়েও 🗆 আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে চলে হয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে গেস্ট কোন রা শব্দ নেই। কিন্তু কেন?

হোক কিংবা ডান হোক টু-পাইসের বিনিময়ে ম্যানেজ করে নিতে কোন মহকুমা থেকে সংখ্যা লঘু মুসলিম কোন পরিবার অতি মহিলা রাত আটটার পরও দিব্যি রুম পেয়ে যেত। তদন্ত হলে বড় কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের যায়, আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের সংস্কার কাজ, কিংবা রং

নিয়ে। সাব মার্সিবল বসানো লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসমস্ত কাজের জন্য মাস্টার মাইভ। য়ার ফলে রাজ্যের কি টেভার হয়েছে? প্রশ্ন রয়েই গেছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, ক্ষমতার পরিবর্তন প্রয়োজনে আবুল কালাম আজাদ হওয়ার পরও নতুন সরকার গেস্ট হাউসে রুম না পেলেও গিয়াসউদ্দিন শা কিংবা তার সোনামুড়া ও বক্স নগরের কিছু সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্ত দুরের কথা, নাুনতম ব্যাবস্থা গ্রহণও করেননি। যাকে কেন্দ্র ধরনের কেলেংকারি প্রকাশ্যে করে রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন আসবে। প্রকাশ্যে আসবে আবুল দফতরের কর্মচারী মহলে এখনো গুঞ্জন চলচছে। সবচচেয়ে বড় স্পর্শকাতর বিষয় হলো , একজন গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করলেন। এর কাজ কিংবা জলের উৎস সৃষ্টি যা গিয়াসউদ্দিন শা'র এই সময়ের করার কাজেও ব্যাপক দুর্নীতি ঠিকানা। কিন্তু দফতরের তরফে

বিয়েবাডিতে কুয়োয় পড়ে মৃত

কমপক্ষে ১৩ মহিলা

হাঁপানিয়া অথবা আগরতলার অন্য

লখনউ, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। কুশিনগরের একটি বিয়েবাড়িতে কুয়োয় পড়ে মৃত্যু কমপক্ষে ১৩ জন মহিলার। আহত বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জানা গিয়েছে, গতকাল অর্থাৎ বুধবার রাতে কুশিনগর জেলার নেবুয়া নউরঙ্গিয়া গ্রামে বিয়ের একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে একটি কুয়োর পাড়ে বাঁধানো জায়গার উপর বসেছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা। তাই প্রচণ্ড চাপ তৈরি হওয়ায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে কুয়োর পাড়। জলে পড়ে যান বেশ কয়েকজন মহিলা। মৃত্যু হয় অন্তত তেরোজনের। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। এই বিষয়ে গোরক্ষপুর জোনের এডিজি অখিল কুমার বলেন, "গতকাল রাত ৮.৩০ নাগাদ নেবুয়া নউরঙ্গিয়া গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।" কুশিনগরের জেলাশাসক এস রাজালিঙ্গম জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, ''উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। যাঁরা এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছি আমি। স্থানীয় প্রশাসন সমস্ত প্রয়োজনীয় করছে।"উল্লেখ্য, গতবছরের জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশে এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে কুয়োয়

পড়ে হয়েছিল ১১ জনের।

ন্ত পাকাতেই করা হচ্ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের স্বশাসিত জিলা পরিষদ এলাকার মোট ৫৮৭ টি ভিলেজ নিৰ্বাচিত কমিটি বা বডিবিহীন অবস্থায় রয়েছে প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ৭ মার্চ পূর্বতন নির্বাচিত কমিটিগুলির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপর কোভিড অতিমারীর কারণ দেখিয়ে আর নির্বাচন করেনি রাজ্য নির্বাচন দফতর। কিন্তু স্বশাসিত জিলা পরিষদের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল তিপ্রা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিজয় কুমার রাংখলের অভিযোগ, পাহাড়ে বড়সড় অশান্তি পাকানোর জন্যই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করাচেছনা বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার। যার ফলে স্বশাসিত জিলা পরিষদ এলাকায় গত এক বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজ। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে অতিসত্বর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করার দাবিতে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে লিখিত স্মারকপত্র ধলাই জেলা শাষকের হাতে তুলে দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই মারাত্মক অভিযোগ আনেন মথা সভাপতি রাংখল। তিনি আরো বলেন , রাজ্য সরকার অতিমারীকে অজুহাত করে গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন গত একবছর যাবৎ আটকে রেখে দেশের সংবিধানকে উল্লঙ্ঘন করছে। একই

দাবড়ানিতে নির্বাচন করায় এবং রাজ্যের শাসক জোট পরাজিত হয়। নির্বাচন দফতর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করাচ্ছে না , সেই কোভিড দিয়েছেন। যদিও ধলাই

কায়দায় স্বশাসিত জেলা পরিষদের সজেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে এই সাধারণ নির্বাচনও আটকে স্মারকলিপি গ্রহণ করে অতিরিক্ত রেখেছিল। পরে উচ্চ আদালতের জেলাশাসক মুসলেম উদ্দিন আহমেদ।

এদিকে এদিন জেলা শাসকের নিকট তিনি আরোও বলেন, যে কোভিড এই ডেপুটেশন প্রদানকে ঘিরে তিপ্রা অতিমারীর কারণ দেখিয়ে রাজ্য মথার কর্মী সমর্থকদের ভীড় ছিল অন্য রাজনৈতিক দলের হাড়ে কাঁপুনি ধরানোর মত। অস্ততঃ তিন কালেই রাজ্যের ২০টি পুর ও নগর হাজার মানুষ কাঁঠালবাড়ি থেকে সংস্থার নির্বাচন করিয়েছে এই একই মিছিল করে এলে ধলাই জেলা নির্বাচন দফতর। শুধু তাই নয়, এই শাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে সময় কালেই রাজ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত পুলিশ তাদের আটকে দেয়। হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। অথচ এরপর বিজয় কুমার রাংখলের ভিলেজ কমিটির বেলাতেই কেবল নেতৃত্বে ৫ জনের একটি প্রতিনিধি কোভিডের দোহাই। রাংখলবাবুর দল গিয়ে দাবিসনদ অর্পণ করে। দাবি যে রাজ্যপাল চাইলে বিশেষ এই দলের অন্যরা হল তিপ্রা মথার ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য নির্বাচন ধলাই জেলা সভাপতি রতিশ দফতরকে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন ত্রিপুরা , দলের যুব শাখার ধলাই করানোর নির্দেশ দিতে পারে তাই জেলা সভাপতি কিষান দেববর্মা, উনারা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে লিখিত মহিলা শাখার কেন্দ্রীয় কমিটির স্মারকলিপি রাজ্যের ৮টি জেলার সদস্য মোকডিঙ্গি ডার্লং, এবং ধলাই জেলা শাসকদের হাতে তুলে জেলা কমিটির সহ সভাপতি স্বরুপিনি কলই।.



শাসকের জোরেই কলিঞ্চত ফুটব



সমঝোতার বৈঠকে হাস্যকর সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। খেলার অন্তিম পর্বে শেষ বাঁশি বাজাতে গিয়ে ফিফা আইনে একজন রেফারি পাঁচ রকমের বিশেষ বাঁশি বাজাতে পারে। খেলা শুরুর বাঁশি বাজিয়ে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করার পর গোটা মাঠের নিয়ন্ত্রক একজনই। তিনি রেফারি। ফিফা আইন তাকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছে। অথচ বুধবার রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচে রেফারি বিশ্বজিৎ দাস সেই আইনের ধার ধারেনি। যদিও এই তরুণ রেফারি ফিফার আইন ঠিকঠাক জানেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বুধবার এগিয়েচল সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার সিংহভাগ দায় রেফারির উপরই বর্তায়। ঠিকঠাক বাঁশি বাজানোর ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন। মারাত্মক ভুল হল ম্যাচের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কোনও সংকেত না দিয়েই তিনি মাঠ ত্যাগ করেছেন।

এই মারাত্মক ভুল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজার রতন দেব যখন লাল কার্ড দেখেও মাঠ ছাড়েননি তখন অনায়াসে পুলিশ ডেকে তাকে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন রেফারি। ফিফা আইন তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র ফিফা আইন মেনেই চলেন রেফারিরা। এখানেই ব্যতিক্রম। নিন্দুকদের মতে, এখানে ফিফা আইন কলাপাতা। প্রভাবশালী কর্মকর্তারাই গ্যালারি থেকে রেফারিকে ইশারা দিয়ে থাকেন। এর জন্য বিশেষ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন অমিতবাবু! আরও সংযোজন, এমন সব লোক আজ টিএফএতে ভিড় করেছে যাদের ফুটবলের সঙ্গে কোনও যোগই নেই। মূলত এরা মিডিয়া ও শাসক দল মদতপুষ্ট কিছু ফড়িয়া। শীর্ষ

মহলকে তুষ্ট করে ক্ষমতা জাহির করতে টিএফএতে এসেছেন। রেফারি যে ভুল করেছেন ফিফা আইনে তাতে তাকেই সাসপেন্ড করার কথা। তরুণ এই রেফারি সাসপেনশনের ফলে হয়তো আরও শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু সে সুযোগ তাকে দেওয়া হলো না। পুনরায় ম্যাচের অবশিষ্ট অংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিএফএ। কপাল পুড়লো এগিয়ে চল সংঘের। সবুজ-হলুদ দল ম্যাচে এক গোলে এগিয়েছিলো। রামকৃষ্ণ ক্লাব তাদের ম্যানেজার রতন দেবকে লাল কার্ড দেখা সত্ত্বেও মাঠের ভেতরে রেখে বুঝিয়ে দেয় তারা খেলতে রাজি নয়।

অথচ টিম মাঠ থেকে তুলেও নেয়নি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। প্রশ্ন তাহলে কেন রেফারির রিপোর্টে এগিয়ে চল সংঘ বিজয়ী বলে ঘোষিত হলো না? বিজয়ী ঘোষণার অর্থ তারা তিন পয়েন্টের পাশাপাশি তাদের ঝুলিতে তিন গোল যোগ হওয়ার কথা। কিন্তু বৃহস্পতিবার লিগ কমিটি ও গভর্নিং বডির বৈঠকে এনিয়ে কোনও আলোচনাই হলো না।জানা গেছে, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এগিয়ে চল সংঘের প্রতিনিধি। অজ্ঞাত কারণে তিনি এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না? রহস্যটা কি? তিনি যদি সঠিক প্রশ্নগুলি তুলে ধরতে পারতেন তবে এগিয়ে চল সংঘ ম্যাচে বিজয়ী বলে ঘোষিত হতো। বোকার মতো তিনি সবকিছু মেনে নিয়েছেন। টিএফএ'র নতুন কমিটি এখন রাজনৈতিক আখড়া। এখানে যতটা না ফুটবল প্রাধান্য পায় এর চাইতে রাজনীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এতেই কি ভয় পেয়েছেন এগিয়ে চল সংঘের প্রতিনিধি? নিজের বক্তব্য জোরালোভাবে তুলেই ধরতে পারলেন না। ফলে এগিয়ে চল সংঘের নিশ্চিত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হলো।

ত্রিপুরাতেই সম্ভব। যে ক্রিকেটার

সিনিয়র নির্বাচকদের গুডবুকে

রয়েছে, যে নাকি চারটি আইপিএল

ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল দিয়েছে,

তাদের নজরেও রয়েছে সেই

ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশের

বাইরে রেখে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচ

খেলতে নামলো ত্রিপুরা। সকালে

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের

ক্রিকেট মহল একপ্রকার স্তম্ভিত হয়ে

যা কখনও হবে না তা ত্রিপুরাতে

সম্ভব। অতীতে বহুবার রাজনীতির

ফের খেলতে হবে। এগিয়েচল সংঘের আনাড়ী কর্মকর্তাদের জন্যই দলের এই অবস্থা বলে মনে করছে ফুটবল মহল।

আজ ক্লাবের আনাডী কর্মকর্তাদের অসহায় আত্মসমর্পণ ব্যথিত করেছে এলাকার ফুটবল প্রেমীদের। রিপ্লে ম্যাচ হওয়ার কথাই নয়। পুরো পয়েন্ট পাওয়ার কথা এগিয়ে চল সংঘের। অথচ তারা দিব্যি গভর্নিং বডির রাজনৈতিক বাহুবলীদের কাছে মাথা তুলতেই সাহস পেল না এবং সুবোধ বালকের মতো সব মেনে নিতে বাধ্য হলো। এরপর ফুটবলে আর কি রইল? শাসকের জোরে ফুটবল বহির্ভূত ব্যক্তিরা আজ টিএফএ'র মসনদে। সর্বক্ষেত্রেই যারা রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজাতে তৎপর। তাদের এই নোংরা খেলার বলি হলো এগিয়ে চল সংঘ। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে চায় সবাই। কিন্তু টিএফএ অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারময় পরিবেশ তৈরিতে সচেস্ট। তাতে কোনও ক্লাবের (এগিয়ে চল সংঘ) বা ফুটবলের বারোটা বাজলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

ভূ-ভারতে যা হয় না তাই হয় এ রাজ্যে।এখানকার রাজনীতিকদের অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও শব্দ নেই। যে কোনও ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এখানে জলভাত। বৃহস্পতিবার এমনই এক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে রাজ্য ফুটবলের অপমৃত্যু ঘটল। লিগ কমিটি এবং গভর্নিং বডির বৈঠকে এমন সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যা ফুটবল ইতিহাসে নজিরবিহীন। টিএফএ'র অপদার্থ ও অকর্মণ্য কর্মকর্তাদের উগ্র মানসিকতার বলি হল ফুটবল। ফুটবলকে কলঙ্কিত করার পরের দিনই এই কর্মকর্তারা আবার 'ভাই ভাই এক টাই'। কি নিদারুণ অবস্থা। টিএফএ, টিআরএ, সবাই মিলে ফুটবলকে যেখানে এনে দাঁড করালো সেখান থেকে আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে ফুটবল? সমঝোতা। নিজেদের মধ্যে • এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্লাব ক্রিকেট শুরুর উদ্যোগে

স্বস্তির হাওয়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শেষ পর্যস্ত বয়সভিত্তিক এবং স্কুল ক্রিকেটের পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে সিনিয়র ক্রিকেট শুরু করার প্রাথমিক ঘোষণা দিয়েছে টিসিএ। স্বভাবতই ক্রিকেট মহলে একটা স্বস্তির হাওয়া। বিশেষ করে সদরের ক্লাব ক্রিকেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোটা রাজ্যের প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা সদরের ক্লাবগুলিতে খেলে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। মহকুমার ক্রিকেটাররা সারা বছর সদর সিনিয়র ক্লাব লিগে খেলার জন্যই নিজেদের তৈরি করে। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিগত কয়েক বছর ধরে এই ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। বর্তমানে রাজ্যে প্রতিভাবান ক্রিকেটারের আকাল পড়েছে এটা মানতেই হবে। এর প্রধান কারণ হলো, ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকা। মহকুমাগুলির সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটও অত্যস্ত জমজমাট হয়। শীতের দুপুরে দর্শকদের অন্যতম আনন্দের খোরাক এই ক্লাব ক্রিকেট। ক্রিকেটার দের ক্রিকৌপ্রেমীবাও ক্রয়েক বছর ধরে বঞ্চিত। অবশেষে ঘরে এবং বাইরে বিশাল চাপের মোকাবেলা করতে না পেরে বয়সভিত্তিক এবং স্কুল ক্রিকেটের পাশাপাশি সিনিয়র ক্রিকেট শুরুর ঘোষণা দিয়েছে টিসিএ। চলতি মাসেই দলবদল প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। বর্তমানে যারা রঞ্জি ট্রফি খেলছে তাদের জন্য পরবর্তী সময়ে দলবদলের আলাদা তারিখ ঠিক করা হবে। সমস্যা একটাই, সদরের ক্রিকেট ক্লাবগুলি বর্তমানে আর্থিক সংকটে ভুগছে। অর্থ ব্যয় করে তাদের পক্ষে দল গঠন করা কতটা সম্ভব হবে সেটাই প্রশ্ন। যদিও ক্লাবগুলি মাঠে নামতে চায়। তাই যে কোন প্রতিবন্ধকতাকে

জয় করতে বদ্ধপরিকর তারা।

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বামেদের ২৫ বছরকেও ছাপিয়ে যাচেছ টিএফএ ও টিআরএ-র বর্তমান কমিটি। কোন ম্যাচের রেফারি কে হবে তা ছয় ঘণ্টার মধ্যে বদল হয়ে যাচ্ছে। রাত আটটার সময় এক রেফারিকে জানানো হলো, আগামীকাল তুমি রেফারিং করবে। তিন ঘণ্টা পর তাকে বলা হলো, তোমাকে কালকের ম্যাচ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবার যাকে পোস্টিং দেওয়া হলো তাকেও কয়েক ঘণ্টা পর ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে তিনিও নাকি বাদ।

বুধবার রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে

অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে ইতিবাচক হলো টিসিএ। ঘরে এবং বাইরে বিশাল

চাপের মুখে তারা ক্রিকেট শুরু করতে বাধ্য হলো। আপাতত ২০ ফেব্রুয়ারি

থেকে সদর অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হতে চলেছে। যার ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা

করে দেওয়া হয়েছে। মোট ১৩টি সেন্টার আসরে অংশগ্রহণ করবে। 'এ'

গ্রুপের দলগুলি হলো—প্রগতি, জিবি, এনএসআরসিসি, এডিনগর, কর্ণেল,

দশমীঘাট। 'বি'গ্রুপের দলগুলি হলো—ক্রিকেট অনুরাগী, চাম্পামুড়া, মডার্ন,

মৌচাক, জুটমিল, তরুণ সংঘ, বাধারঘাট। পিটিএজি, নিপকো, নরসিংগড়

পঞ্চায়েত মাঠে গ্রুপ পর্বের খেলা হবে। নকআউট পর্বের খেলা হবে পিটিএজি

এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পিটিএজি-তে প্রগতি

বনাম দশমীঘাট, নিপকো মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী বনাম বাধারঘাট এবং

নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে চাম্পামুড়া বনাম তরুণ সংঘ পরস্পরের

মুখোমুখি হবে। প্রতি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে

উঠবে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত সমস্ত ম্যাচগুলি হবে

দুই দিনের। ফাইনাল হবে ২০ এবং ২১ মার্চ। টিসিএ-র টুর্নামেন্ট উপদেষ্টা

গীতা রানি দাস স্মৃতি ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অরবিন্দ

সংঘ পরিচালিত গীতা রানি দাস স্মৃতি নকআউট প্রতিযোগিতায় বহস্পতিবার

পঞ্চম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো। ম্যাচে মুখোমখি হয় বর্ণালী সংঘ বনাম

সেলিব্রেশন বয়েজ। ম্যাচে ৩৬ রানে জয় পায় বর্ণালী সংঘ। টসে জিতে

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বর্ণালী সংঘ ১৬ ওভারে ১২৭ রান করে। দলের

হয়ে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করে রাজ দেববর্মা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র

৯১ রানে গুটিয়ে যায় সেলিব্রেশন। বোলিং-র পর ব্যাট হাতেও সফল রাজু।

তুলে নেয় ৪টি উইকেট। স্বভাবতই ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পায় রাজু। [|]

কমিটির আহায়ক উত্তম চৌধুরী এই সূচি ঘোষণা করেছেন।

চল সংঘের ম্যাচে রেফারিং করেছেন বিশ্বজিৎ দাস। ঘটনা হলো, সেদিন মাঠে গিয়েই নাকি তিনি জানতে পারেন তাকে ম্যাচ পরিচালনা করতে হবে। প্রথমে এই ম্যাচের রেফারি হিসাবে বাছাই করা হয় অন্য একজনকে। দুই ঘণ্টা পর অন্য আরেকজনকে বলা হয় ম্যাচ পরিচালনার জন্য। যথারীতি সেই রেফারি বুধবার নির্দিষ্ট সময়ে উমাকান্ত মাঠে যান। মানসিকভাবে প্রস্তুতি ছিল হবে। তখনই তাকে স্তম্ভিত করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তুমি এই ম্যাচ পরিচালনা করবে না। টিআরএ ম্যাচের আগের দিন যখন ম্যাচের

দুই দল সেটা জেনে যায়। তখনই তারা আপত্তি শুরু করে দেয়। এই বছর সিনিয়র লিগে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। রেফারির বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে কোন ক্লাব তাকে বাদ দিয়ে অন্য একজনকে পোস্টিং দেয়। এবার অপর ক্লাব নতুন পোস্টিং প্রাপ্ত রেফারির বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। সূতরাং আরও একজনকে দায়িত্বে আনা হয়। গোটা মরশুম এভাবেই যে, ম্যাচটি তাকে পরিচালনা করতে চলছে। এক্ষেত্রে টিআরএ-র ভূমিকাই সবচেয়ে রহস্যজনক। তিতিবিরক্ত হয়ে কয়েকজন রেফারি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই বছর আর রেফারিং করবেন না।

জাতীয় শিবিরে তিন খো খো প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে

খেলোয়াড

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আইপিএল-র ধাঁচে আটটি দলকে নিয়ে গোটা দেশে শুরু হতে চলেছে (था (था निश विपिन) খেলোয়াড়রাও এতে অংশগ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে সিনিয়রদের পাশাপাশি জুনিয়র খেলোয়াড়দেরও তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে শিবিরের আয়োজন করছে তারা। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে সিনিয়র পর্যায়ের শিবির শুরু হয়েছে। সেখানে ত্রিপুরার সামিম আলি সুযোগ পেয়েছে। এবার সাব-জুনিয়র পর্যায়ে রাজ্যের তিন খেলোয়াড়ের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে সচিব এমএস ত্যাগী এক চিঠি পাঠিয়েছে ত্রিপুরা খো খো অ্যাসোসিয়েশনে। বিনয় দেববর্মা,

পড়ে। এটাও কি সম্ভবং বর্তমানে রাজ্য ক্রিকেটের সেরা সম্ভাবনা অমিত আলি-কে প্রথম একাদশের বাইরে রেখেই হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলতে নামলো ত্রিপুরা। এটাই হলো নির্মম সত্যি কথা। ভূ-ভারতে

কারবারিরা এটা প্রমাণ করেছেন। বর্তমান টিসিএ চালাচ্ছেন যেসব রাজনীতির কারবারিরা তারা প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ব্যতিক্রম হবেন এমন আশা করা অন্যায়। একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে কখনই জোর করে আটকে রাখা যায় না। আর অপদার্থকে হাজার চেষ্টা করলেও পদার্থ করে তোলা যায় না। এই সহজ নীতিটাই সম্ভবত াক্ৰকেঢ কর্তাদের জানা নেই। তারা হয়তো বলবেনে, উইকেট দেখে টিম ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে রাজ্য ক্রিকেটের যারা খোঁজ রাখেন তারা জানেন আসল বিষয়টা কি? চিফ কোচ সমীর দিঘে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। মুম্বাইয়ের এই ক্রিকেটার কোচ হিসাবেও অত্যন্ত অভিজ্ঞ। কে পদার্থ আর কে অপদার্থ তা টিসিএ-র সবজাস্তা কর্তাদের চাইতে অনেক বেশি ভালো জানেন। স্তরাং অমিত আলি-র মতো বিরলতম প্রতিভাকে প্রথম একাদশের বাইরে রেখে মাঠে নামবেন না তিনি। একজন অটোমেটিক চয়েস ক্রিকেটারকে ●এরপর দুইয়ের পাতায় এভাবে বাদ দেওয়ার দুঃসাহস কখনও ভালো চোখে দেখবে না টিসিএ-র ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ ক্রিকেটপ্রেমীরা। স্পিনার হিসাবে সুযোগ দেওয়া হয়েছে রাহিল শাহ-কে। এছাড়া রয়েছে শংকর পাল। যে মূলতঃ ব্যাটসম্যান এবং

প্রথম একাদশে দৌড় থেমে গেল সত্তরে নেই অমিত! প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃএ শুধু



কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। শিল্ডের সেমিফাইনালে কোরিয়া একাদশের বিরুদ্ধে দুরূহ কোণ থেকে তাঁর করা গোল এখনও অনেকের স্মৃতিতে

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গোল করার পরে বার ধরে ঝুলে পডার ছবির কথা এখনও ওঠে নিখাদ কোনও ফুটবল আড্ডায়। যাঁকে নিয়ে এত কথা, সেই ময়দানে তাঁর মতো শিল্পী ফুটবলার খুবই কম এসেছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। একাধিক

ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। টাটকা। সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে সুরজিৎ সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার ●এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হরিয়ানা। ৪ উইকেটে তাদের রান করোনার জন্য রঞ্জিট্রফি হয়নি। এই অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুরু হলো রঞ্জি ট্রফি। তবে প্রথম দিনটা ভালো গেলো না রঞ্জি দলের। বোলারদের ব্যর্থতায় প্রথম দিনেই পাহাড় প্রমাণ চাপ তৈরি হলো। দিল্লির এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে টসে জিতে প্রথমে হরিয়ানাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় ত্রিপুরা। যতদূর জানা গেছে, শুরুর দিকে নাকি পেসারদের সুবিধা হবে। এই কারণেই টিম ম্যানেজমেন্ট প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলো না দলের বোলাররা। প্রথম দিনের শেষেই বড রানের ইঙ্গিত দিলো

৩২৭। ওয়াই শর্মা ১০১ রানে অপরাজিত আছে।তার সঙ্গী হিসাবে আছেন কপিল হুডা। তার রান ৫৬। দুইজনে মিলে অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ১০৯ রান করেছে। হাতে রয়েছে আরও ৬টি উইকেট। সুতরাং হরিয়ানা যদি আরও বড় রানের লক্ষ্যে সফল হয় তবে ত্রিপুরার কপালে দুর্ভোগ আছে। কি পেসার, কি স্পিনার কোন বোলারই এদিন ন্যুনতম লাইন-লেংথ বজায় রেখে বল করতে পারলো না। হরিয়ানার ব্যাটসম্যানরাও মনের সুখে রান করে গেছে। ২০১৯-২০ মরশুমে কোনক্ৰমে এলিট গ্ৰুপে টিকে গিয়েছিল ত্রিপুরা। গত বছর

বছর প্রাথমিকভাবে ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি শুরু করার ঘোষণা দিয়েছিল বোর্ড। তবে ফের করোনার কারণে আসর পিছিয়ে যায় এক মাস। গোডা থেকেই বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফি শুরুর ব্যাপারে ইতিবাচক ছিল। তাই তারা সফল। অন্যদিকে, টিসিএ গোড়া থেকেই কোন প্রতিযোগিতামূলক আসর নিয়ে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ রাখা তার অন্যতম উদাহরণ। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় শিবিরের ব্যবস্থা করে ক্রিকেটারদের প্রভৃত ক্ষতি করা

সুদীপ, আশিস যখন কংগ্রেসে

রাজ্য অলিম্পিক নিয়ে কি

বেকার খেলোয়াড়দের প্রশ্ন কবে হবে স্টপগ্যাপ স্পিনার। কার বদলে অমিত আলি-কে খেলানো হবে সেটা টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। তবে দিনের আলোর মতো সত্যি চাকুরি, না এখানেও জুমলাবাজি ? হলো, অমিত-কে বাদ দিয়ে সিনিয়র

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বছরে ৫০ হাজার চাকুরি তাও সরকারিভাবে। মিস্ড কলেও হবে চাকুরি। ১০,৩২৩-র হবে সুরাহা। ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগে যাদের এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিতে রাজ্যের মানুষ ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের মতো বিপ্লব কাভ ঘটিয়েছিলেন তারা গত চার বছরে কি পেয়েছেন বা কি পাননি তা নিয়ে জোর আলোচনা রয়েছে। ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর যারা রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পেয়েছেন ৫ বছরের জন্য তাদের লোকজনই অবশ্য ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংগঠন টিসিএ-র দায়িত্ব নেন বা ক্ষমতা দখল করেন। তাদের মেয়াদ অবশ্য তিন বছর। ইতিমধ্যে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অবশ্য ৩৬ মাসের মধ্যে ১৯ মাস হয়। কয়েক হাজার বেকার (অস্ট্রম অতিক্রান্ত। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল অবশ্য ক্ষমতায় আসার আগে বছরে ৫০ হাজার সরকারি চাকুরির কথা বলেছিল। তাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের নেতারা যখন টিসিএ-র ক্ষমতায় আসেন তখন ঘোষণা হয়েছিল যে, রাজ্যের বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করবে টিসিএ। রাজ্যের ১১০০টি ব্লকে ১১০০ জন ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ করা হবে। মাসে ৫ হাজার টাকা বেতনে রাজ্যের অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১১০০ বেকার খেলোয়াড়দের নিয়োগ করবে টিসিএ। এতে করে গোটা রাজ্যে ক্রিকেট বিপ্লব ঘটবে। ১১০০ জন ক্রিকেট স্পটারের হাত ধরে হাজার হাজার ক্রিকেটার উঠে আসবে। টিসিএ-র হাজার হাজার

শ্রেণি উত্তীর্ণ) খেলোয়াড় টিসিএ-র ওই ৫ হাজার টাকার চাকুরির জন্য আবেদনও করেন। টিসিএ-র কর্তারা জেলায় জেলায় গিয়ে ইন্টারভিউও নেন। ঘটনা প্রায় দুই বছর হতে চললো। টিসিএ-র ওই ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ নিয়ে বর্তমান কমিটির কোন আওয়াজ নেই। যারা ৫ হাজার টাকা বেতনের জন্য টিসিএ জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলেছিলেন তারা এখন জানতে চাইছেন, কবে হবে তাদের চাকুরি। হিসাব কষে দেখা গেছে, ৫ হাজার টাকা বেতনে ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ করা হলে টিসিএ-র বছরে শুধুমাত্র তাদের বেতন বাবদ দিতে হবে ৬.৬০ কোটি টাকা। এছাড়া এই ১১০০ জনকে দেখাশোনা, তাদের কাগজপত্র ঠিক রাখা, তাদের রিপোর্ট

অর্থাৎ এখানেও কয়েক কোটি টাকা। এছাড়া স্পটাররা যাদের তুলে আনবে তাদের ক্যাম্প, কোচিং। অর্থাৎ প্রায় ১০-১৫ কোটি টাকা খরচ। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। টিসিএ-র এই ১১০০ ক্রিকেট স্পটার পদে যারা চাকুরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন তারা আজ জানতে চাইছেন কবে হবে তাদের চাকুরি? কবে তারা কাজে যোগ দেবেন ? বিজেপি জিন্দাবাদ, টিসিএ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে যারা এতদিন চাকুরির অপেক্ষায় আছেন তাদের এখন একটা কথা—কবে টিসিএ ওই ১১০০ ক্রিকেট স্পটার চাকুরি ছাড়বে। না বছরে ৫০ হাজার বা মিস্ড কলে চাকুরির মতোই দশা হবে টিসিএ-র ওই ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ ? প্রশ্ন ক্রীড়া মহলে।

দলের প্রথম একাদশ হয় না। তামিলনাডুর হয়ে এক সময় রঞ্জি ট্রফি খেলেছিল রাহিল শাহ। দুই বছর আগে অবসরও নিয়ে ফেলেছিল। কোন এক রহস্যময় কারণে সেই অবসর নেওয়া রাহিল শাহ-কে ডাক্তারবাবু-রা ত্রিপুরার ক্যাপ পাইয়ে দিয়েছেন। তাকে নাকি বলাও হয়েছে, প্রতিটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে সে থাকবে। শুধু প্রথম একাদশে থাকাই নয়, এদিন হরিয়ানার বিরুদ্ধে সবাইকে টপকে সর্বোচ্চ ২৬ ওভার বোলিং করানো হয়েছে রাহিল শাহ-কে দিয়ে। সূতরাং পুরো বিষয়টাই এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। টাইমস ইন্ডিয়া যে ক্রিকেটারের সাক্ষাৎকার ছাপে সেই ক্রিকেটার এখন নিজের রাজ্য দলের প্রথম একাদশে সুযোগ পায় না। এই বার্তাটা এখন সহজেই পৌঁছে দেওয়া যাবে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে। তারাও

যোগদান করেছেন। আর সুদীপ, আশিস-রা বিজেপি ছাড়তেই ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সহ বেশ কিছু স্বশাসিত রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গেছে, সুদীপ, আশিস-রা এতদিন বিজেপি-তে থাকায় ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক নিয়ে শাসক দলের ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোন আইনি পদক্ষেপ বা ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে দেওয়ার চরম পদক্ষেপ নেওয়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সুদীপ

রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা

বিজেপি ছেড়ে ইতিমধ্যে কংগ্রেসে

হয়নি। কিন্তু এবার সুদীপ, আশিস-রা বিজেপি ছাড়তেই নাকি ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমান শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতা জানা গেছে, রাজ্যে ত্রিপুরা কাম ক্রীড়া সংগঠক বলেন, এতদিন ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও যেহেতু সেখানে সুদীপবাবু, আশিসবাবু-রা রয়েছেন তাই সরকারিভাবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন চিত্র পরিষ্কার। সুদীপবাবু, আশিসবাবু এখন বিজেপি-তে নেই সুতরাং এখন ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে দেওয়া বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হবে না। তিনি জানান, আইওএ কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই রাজ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধ আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকার এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত করতে পারে। আর তদন্ত শুরু হলেই কমিটি ভেঙে দেওয়া হবে।

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের একটা অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হবে।এদিকে, সুদীপবাবু, আশিসবাবু যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বে বা পদে আছেন সেই সমস্ত ক্রীড়া সংস্থার বিষয়েও নাকি রাজনৈতিকভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে।রাজ্যের বেশ কিছু স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাই এখন নজরে। খবরে আরও প্রকাশ, রূপক দেবরায়-কে নাকি বলে দেওয়া হবে সমস্ত কমিটি সুদীপ, আশিস মুক্ত করতে। সুদীপ, আশিস-দের মুক্ত করার পর ওই সমস্ত ক্রীড়া সংস্থায় নতুন কমিটি আসবে। এদিকে, ক্রীড়া নীতির নামে বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠনে রূপক গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়ার একটা চক্র নাকি ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদে সক্রিয়। এই ব্যাপারে শাসক • এরপর দুইয়ের পাতায়

টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া ●এরপর দুইয়ের পাতায় স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টোধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



কোমর্বিডিটি ছিল তাঁর। শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাঁকে

বোলারদের ব্যর্থতায় চাপে রঞ্জি

হয়েছে বলে মনে করে ক্রিকেট

PRATIBADI KALAM, Friday, 18 February, 2022, প্রতিবাদী কলম, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, শুক্রবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

নেশার ব্যবসায় বিজেপি কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশার বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দলীয় কর্মীরাই মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশিকা মানতে নারাজ। প্রকাশ্যেই বাডিতে নেশা দ্রব্যের ব্যবসায় ব্যস্ত তারা। এমনই এক ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসীরা মদ-সহ এক বিজেপি কর্মীকে আটক করে। কিন্তু পলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ পাননি স্থানীয়রা। অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীর নাম অমর শীল। ঘটনা বাধারঘাট বিধানসভার চারিপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থানীয় ক্লাব থেকে আমতলি থানা এবং বিধায়িকা মিমি মজুমদারের কাছে আগেই এই ঘটনায় নালিশ জানানো হয়েছে। কিন্তু পলিশকে জানিয়ে লাভ হয়নি। বিধায়িকাকে জানালেও বন্ধ হয়নি নেশা দ্রব্যের ব্যবসা। ক্ষুব্ধ এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফব্রুয়ারি।। শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেলো ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন। অন্তত এক মাসের জন্য পিছিয়ে গেলো আইনজীবীদের এই নির্বাচন। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বার কাউন্সিলা'র হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা বার নির্বাচনের ঘোষণার শুরুতেই ভোটার তালিকা নিয়ে এক বিবাদ দেখা দেয়। শাসকদলীয় ঘনিষ্ঠ ১০ আইনজীবী ভোটার তালিকায় কিছু আপত্তি তুলে ত্রিপুরা বারে এক চিঠি দিয়েছিল। সেখানে ভোটার তালিকা সংশোধন সাপেক্ষে নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন করা হয়। বুধবার পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। রিটার্নিং অফিসার আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী ভোটার তালিকার আপত্তিগুলি সাধারণ সভায়

আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে

নিতে শুরু করেন। বৃহস্পতিবার

খবর পেয়ে যান উত্তম দাসের

আদেশ দেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার একই বিষয় নিয়ে ত্রিপুরা বার কাউন্সিল বিক্ষুদ্ধ আইনজীবী-সহ বিদায়ী বার পরিচালন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদককে ডেকে পাঠান। আইনজীবী হিসাবে রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ দত্ত চৌধুরীকেও ডাকা হয়। সেখানে সমস্ত পক্ষ বিস্তারিত শোনার পর আপাতত ২৭ ফেব্রুয়ারির ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এদিন ত্রিপুরা বার কাউন্সিল এই বিবাদের সমাধানে পুনরায় ভোটার তালিকা সংশোধন করতে বলে। যদিও ভোটার তালিকা সংশোধন করবে বার কাউন্সিল নিজেই। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান পরিচালন কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের ভোটার তালিকা

নির্বাচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা পাওয়ার পর ১০দিনের মধ্যে বার কাউন্সিল নিজেই তা সংশোধন করে পাঠালে তবে আবার নতুন করে শুরু হবে নির্বাচন প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা বার নির্বাচনের প্রক্রিয়া যতটুকু শেষ হয়ে গেছে তাতে খুব একটা প্রভাব পড়বে না। আদালত সূত্রে খবর, ব্হস্পতিবার পর্যন্ত ৫৩জন আইনজীবী বিভিন্ন পদের মনোনয়ন জমা করেছেন। আগামী শুক্রবার এই মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষার দিন ঠিক ছিল। আপাতত জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলি আর পরীক্ষা করা হচ্ছে না। নতুন করে ভোটার তালিকা পাওয়ার পরই রিটার্নিং অফিসার আবার নতুন করে মনোনয়ন পরীক্ষা-সহ মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে। এতে এটা স্পষ্ট ত্রিপুরা বার কাউন্সিলে পাঠাতে অন্তত আগামী ২৭ ফব্রুয়ারি ত্রিপুরা

দ্বতীয় বিয়ের আগে ধরা

ত বার আমো'র নির্বাচন

বার নির্বাচন হচেছ না। সার্বিক বিবেচনা আগামী মার্চ মাসেও এই নির্বাচন করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। চলতি রীতি-নীতি অনুযায়ী প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ও সাধারণ সভা। সম্প্রতিকালের মধ্যে এই প্রথম ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার আর ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নিৰ্বাচন আয়োজন হচেছ না। এদিকে ২০২০ সালের পর করোনা অতিমারির জেরে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে কোনও নিৰ্বাচন হয়নি। প্ৰতি দুই বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের নিয়মটি বন্ধ কেরে এই বছর থেকে বছর বছর নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা বার

সময় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জনজাতি

অংশের একটি মেয়েকে নিয়ে

আসে। তখন মরমেশের মাথা ন্যাড়া

ছিল। সবাইকে জানায় তার বাবা

মারা গেছে। এই জন্য মাথা ন্যাড়া

করেছেন। এক তরুণীকে বিয়ে

করার কথা বলে ভাড়া বাড়িতে

আনার কথা জেনে যায় মরমেশের

স্ত্রী। খোয়াই'র পদ্মবিল থেকে বড়

ভাইকে নিয়ে মরমেশের ভাড়া ঘরে

হাজির তার স্ত্রী। তারা এসে

মরমেশকে পায়নি। স্ত্রীর আসার

খবর পেয়ে আগে থেকেই গা-ঢাকা

দেয় মরমেশ। ঘরে তরুণীকে দেখে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই তরুণী

জানায় তাকে বিয়ে করবে বলেই

নিয়ে এসেছে মরমেশ। এরপরই ওই

তরুণীকে নিয়ে ধর্মনগর থানায় এবং

সিএমও অফিসে ছুটে যান

অভিযুক্তের স্ত্রী। অফিসে গিয়ে

মরমেশকে পায়নি তারা। থানায়

জানানো হয়েছে যে, ৬ বছর আগেই

মরমেশের বিয়ে হয়েছিল। তার

সংসারে এখন ৫ বছরের

কন্যাসন্তানও রয়েছে। ধর্মনগর থানা

থেকে অভিযোগকারিণীকে খোয়াই

যান দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক

স্কুল ছাত্ৰ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ৩ ছাত্র বাইকে চেপে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু বাইখোড়া বাজার পার হয়ে বাইকটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। টিআর০৮সি৯৪৯৫ নম্বরের বাইকটির সাথে গাড়ির ধাকা লাগে। এতে বাইক চালক তথা বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র রূপক বরুয়া গুরুতরভাবে আহত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় সহকর্মীরা তাকে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই ছাত্রকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। এখন জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে। জানা গেছে, রাপক বরুয়ার মাথার পেছনে আঘাত লেগেছে। দুর্ঘটনার ফলে তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তার অবস্থা দেখে পরিবারের লোকজনও খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তারা এখন রূপকের সুস্থ হয়ে উঠার প্রার্থনা করছেন। তার সহপাঠীরাও

বহির্রাজ্যে কর্মরত

এই ঘটনায় খুবই উদ্বিগ্ন।

পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

জওয়ানের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, **১৭ ফেব্রুয়ারি।।** ধর্মনগরের উত্তর নদিয়াপুর গ্রামের গৌতম সিংহ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গৌতম সিংহ সিআরপিএফ'এ কর্মরত। ২০০১ সালে তিনি সিআরপিএফ'এ যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি মহারাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। গৌতম সিংহ-এর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার তার নিথর দেহ ধর্মনগর কালাছড়াস্থিত নিজবাড়িতে নিয়ে আসা হবে। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে রেখে গেছেন। গৌতম সিংহ-এর পরিবার কালাছড়াতেই থাকে। মহারাষ্ট্র থেকে তার মৃত্যুর খবর আসার পর একেবারে ভেঙে

এরপর দুইয়ের পাতায় বিজ্ঞপ্তি

স্বনামখ্যাত চাকরির পরীক্ষায় প্রশিক্ষক। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বই-এর লেখক। শ্রী চঞ্চল ঘোষ বিভিন্ন চাকরিবিষয়ক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ অনলাইনে প্রদান করবেন। যা অত্যন্ত উপযোগী। উনার এই অনলাইনে প্রিশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেকে সফল হয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যোগাযোগ করুন।

মা কোচিং সেন্টার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। এয়ারপোর্ট থানার দায়িত্ব নিয়েই নেশার বিরুদ্ধে সাফল্য দেখালেন ইন্সপেকটর রানা চ্যাটার্জি। প্রচুর নেশা দ্রব্য সমেত এক নেশা মাফিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম উত্তম দাস। তার বাড়ি এয়ারপোর্ট থানার বগাদি এলাকায়। থানা থেকে সামান্য দূরে বগাদি এলাকায় বহু যুবক নেশার ব্যবসায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ব্যবসায় বহুদিন ধরেই জড়িত উত্তম। থানার ওসি-র দায়িত্ব নিয়ে রানাবাবু নেশা ব্যবসায়ীদের পেছনে খবর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর,

১৭ ফেব্রুয়ারি।। নিজস্ব ভূমি নেই

অথচ বাগিয়ে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী

আবাস যোজনার ঘর। তাই খুঁটির

করতে চায় শাসকদলীয় এক

পানিসাগর মহকুমার দামছড়া ব্লকের

পশ্চিম দামছড়া ভিলেজ কমিটির

রজনীপাড়ায়। ঘটনার বিবরণে

প্রকাশ, নিরীহ জোতদার মহিমবাবু

সিনহা পিতা পহন সিনহা বুঝতে

পারেন তারই প্রতিবেশী জনৈক

রজনীকান্ত সিন্হা তার জোত ভূমি

জবর দখল করেই পিএম আবাস

যোজনার ঘর তৈরি করতে চায়।

তাই ঘরের টাকা মঞ্জুরীর অন্তত দুই

বছর পূর্ব থেকেই রজনীকান্ত

মহিমবাব সিনহার জোত ভূমিতে

চুনোপুঁটি নেতা।ঘটনা উত্তর জেলার রজনীকাস্ত সিনহা তার ভূমি

বাড়িতে প্রচুর পরিমানে ইয়াবা ট্যাবলেট মজুত করা হয়েছে। গভীর রাতে উত্তমের বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ এক হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট পেয়ে যায়। এদিনও এলাকায় ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করেছে উত্তম। নেশাদ্রব্য বিক্রি করে উপার্জন করা ৫২১০ টাকাও পুলিশ তার ঘর থেকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তম বহুদিন ধরে নেশার ব্যবসা করলেও তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করতে পারছিল না পুলিশ। সিবিআই-ফেরত রাণা চ্যাটার্জি এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নেশাদ্রব্য কারবারিদের খোঁজ নিতে বেশ কয়েকজনকে পেছনে লাগিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে গান্ধীগ্রাম বাজারটিলা এলাকায় নেশার ঠেকে এখনও কোনও পুলিশ অফিসার নজর দেয়নি বলে অভিযোগ। কাউন্টারে সঙ্গে অন্ততপক্ষে ১২ জন মদ বিক্রি করে এই অঞ্চলে।

জবরদখল ঃ ডিএম-কে নালি

তাই জোতভূমিরর বৈধ মালিক তার

ভূমির কাগজপত্র, পরচা ইত্যাদি

জুড়ে দিয়ে দামছড়া ব্লকের বিডিও'র

জোরে পার্শ্ববর্তী নিরীহ জোতদারের নিকট ১২ মে ২০২০ এবং ১৬ অভিযুক্ত রজনীকান্তকে পিএম

ভূমি জবরদখল করেই গৃহনির্মাণ জুলাই ২০২১ পর পর দুইবার আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা

লিখিত আপত্তি জানিয়ে বলে

জবরদখল করে ঘর তৈরি করতে

চায়। অতএব তদন্তপূর্বক ভূমির

প্রকৃত মালিকানা যাচাই করেই যেন

টাকা রিলিজ করা হয়। অন্যতায়

সরেজমিনে অঘটন ঘটতে পারে।

এখানেই শেষ নয়, প্রতিপক্ষ তার

ক্ষমতা প্রয়োগ করে দামছড়া থানার

ওসি'র মাধ্যমে জোতভূমির মালিক

মহিমবাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা

করে হয়রানি ও অর্থকড়ির

ক্ষতিসাধন করে। পানিসাগর

এসডিএম কোর্টের রায়ে মহিমবাবু

পড়লো সরকারি কর্মচারী প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে এক তরুণীকে ভাড়া বাড়িতে এনে বিয়ে করার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ধর্মনগরের চন্দ্রপুর এলাকায়। স্থানীয়রা ঘটনা

জানতেই অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারীর খুঁজে তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু টের পেয়ে আগে থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছে সিএমও অফিসের করণিক মরমেশ দেববর্মা। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ভাড়া বাড়ি থেকে এক তরুণীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই তরুণীকে বিয়ে করবে বলে ভাড়া বাড়িতে এনেছিল মরমেশ। ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকায়। এলাকাবাসীরা

সংবাদমাধ্যমকে জানায়। এদিকে

দামছড়া ব্লুকের বিডিও মহিমবাবুর

লিখিত অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে

রিলিজ করে দেন। এবার অভিযুক্ত

রজনীকান্ত জেসিবি নিয়ে

মহিমবাবুর জোতভূমির উপর

আগ্রাসন শুরু করে। ঘটনা ৩

জানুয়ারি ২০২২। মহিমবাবুও তার

স্ত্রী রিনা সিনহা আপত্তি জানালেও

কাজ হয়নি। রজনী কান্ত এবং তার

শাগরেদ রাজু দাস বলপূর্বক ঘরের

নির্মাণ শুরু করে। তখনই

রজনীকান্ত ও রাজু দাস কোন্দল দিয়ে

মহিমবাবুকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত

ও আহত করে। মহিমবাবুর স্ত্রী রিনা

সিন্হা দামছড়া থানায় লিখিত

চাইছেন প্রতারণা এবং দ্বিতীয় বিয়ের

চেষ্টার অভিযোগে মরমেশকে গ্রেফতার করা হোক। তার বিরুদ্ধে যাতে আইনত শক্ত ব্যবস্থা নেয়। তা না হলে এভাবে আরও তরুণীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে পারে। জানা গেছে, ১০ মাস আগে ধর্মনগরের চন্দ্রপুর নজরুল সরণীতে প্রসেনজিৎ গোস্বামীর বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকতে আসে মরমেশ। আসার পরই সবাইকে জানিয়েছিল সে অবিবাহিত। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে। তার বাড়ি খোয়াই। কিন্তু ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকার সময় একবার বাড়ি যাওয়ার কথা বলে কিছুদিনের জন্য ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মরমেশ। ভাড়া বাড়িতে ফেরার

আকাউন্টে এলো ১০ লাখ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, **১৭ ফেব্রুয়ারি।।** গ্রাহকের অজান্তে তার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায় ১০ লক্ষ টাকা। তবে ওই গ্রাহক বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই ছিলেন। ঘটনা জানাজানি হয় তিনি যখন ব্যাঙ্কে আসেন। চড়িলাম ব্লুকের রামনগর ভিলেজে বুধরাই দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ এসবিআই শাখার গ্রাহক। বৃহস্পতিবার তিনি ব্যাক্ষে এসেছিলেন টাকা তোলার জন্য। তখনই ব্যাঙ্কের তরফ থেকে তাকে বলা হয় অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কারণ হিসেবে তাকে বলা হয় ব্যাঙ্গালুরু থেকে কে বা কারা তার অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। তবে কারা টাকা দিয়েছে এ বিষয়টি তাদের জানা নেই। ব্যাঙ্ক থেকে বুধরাই দেববর্মাকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়। এক কথায় কে বা কারা ব্ধরাই দেববর্মার অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ টাকা

 এরপর দুইয়ের পাতায় সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৭০০ ভরি ঃ ৫৭,৯৮৩

আদলা বিক্ৰয় এখানে পুরাতন আদলা ইট,

চিপস্, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন বিক্রয় হয়। "শিবশক্তি কেরিং সেন্টার" 8413987741 9051811933

বিঃদঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।



বিশেষ দ্রস্ভব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

শহরতলিতে ধারালো 🗯 অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রকাশ্যেই এখন গুন্ডামি চলছে খোদ শহরের বড়জলা এলাকায়। এই এলাকায় মহান মার্কেটের কাছে এক বাডিতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণের অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনায় এনসিসি থানায় একটি মামলাও জমা পড়েছে। তিনজনের নাম দিয়ে এই মামলাটি হয়েছে। তারা হল— মণিপুরি পাড়ার রাকেশ রায়, পটনগরের রাজীব সাহা এবং অভয়নগরের রিপন রায়। থানায় মামলাটি করেছেন অপূর্ব দাস। এই ঘটনা ঘিরে এনসিসি থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৫০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। তবে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসআই সনু দেববর্মা এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অপূর্ব থানায় জানিয়েছেন, রাত ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ তার বাড়িতে আক্রমণটি হয়েছিল। রাতে অভিযুক্তরা ধারালো অস্ত্র ও রড নিয়ে আক্রমণ করে। বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে দেয়। কিন্তু দরজা ভাঙতে না পারায় কোনওভাবে প্রাণে বেঁচে গেছেন অপূর্ব-সহ তার তিন শিশুসন্তান। তাদের চিৎকারে এলাকার লোকজন বেরিয়ে আসতেই পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। যাওয়ার আগে বাড়ির গেটের সামনে দুটি বোমাও নিক্ষেপ করা হয় বলে অভিযোগ। এখন ভয়ে কাটাচ্ছেন অপূর্ব। শহরের বড়জলা এলাকাটি নিরাপদ বলেই দাবি করা হয়। কিন্তু শহরের গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসীরা চাইছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু পুলিশ মামলা নিয়ে কাউকেই এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি। অভিযুক্তদের পেছনে নাকি এলাকার এক প্রভাবশালী নেতার হাত রয়েছে। ওই নেতার জোরেই বেঁচে গেছে অভিযুক্তরা। যদিও এই ধরনের ঘটনা শহরতলিতে আরও হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুলিশের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে দুষ্কৃতিরা। তারা গুন্ডাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। দ্রুত পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে পাল্টা আক্রমণে অনেকেই আহত হতে পারেন বলে মনে করছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ছিনতাইবাজরা এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকাশ্য রাস্তায় এরা হার ছিনতাই করছে। এমনই দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃহস্পতিবার গান্ধীগ্রামের মধ্যপাড়ায়। বাড়ির সামনে থেকেই এক বৃদ্ধার গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুই যুবক। বাইকে আসা ওই যুবকদের মাথায় হেলমেট ছিল না। মুখে কোনও ধরনের আচ্ছাদনও ছিল না। আশপাশের সবাই এই দুই যুবকের চেহারা দেখেছেন। পাশের সিসি ক্যামেরায়ও তাদের ছবি ধরা পড়েছে। অথচ এই দুই যুবক এসব পরোয়া না করেই বৃদ্ধার হার ছিনতাই করে পালিয়েছে। ছিনতাইবাজদের এই সাহসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তলেছেন এলাকাবাসীরা।

কয়েক মাস আগেই মধ্যপাডারই সহকারী অধ্যাপক পঙ্কজ চক্রবর্তীর বাড়িতে দঃসাহসিক চরি হয়েছিল। এই চুরির ঘটনায় আজও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে পুলিশ। এবার পাশাপাশি বৃদ্ধার হার ছিনতাই হলো। এই বৃদ্ধার নাম অনিমা সিংহ। তিনি নাতিকে নিয়ে গান্ধীগ্রাম বাজার থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে আসতেই দুই যুবক বাইক নিয়ে এসে তার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা দাঁড়িয়ে দেখেছেন পাশে একটি লরিতে বসে থাকা চালক ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী আরও তিনজন। সবার সামনেই হারটি ছিনিয়ে পালিয়েছে দুই যুবক। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ-সহ এয়ারপোর্ট থানায় এই ঘটনা জানানো হয়েছে পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি।



मायादाति मान (ब्री), मिर्द्रत (वाणि), मान्निमय (मान्र) भूमम्म, सन्तिणा मास (कता) सीमा, हम्भा (भूमवर्ष). नश्राप्त मान (श्रामाणा), नामहिना (मूत), विमसिम (पूर्वाली), ज्यापूर्य (लाभान), ताणि/ताणित ७ सकन ज्यांकीय भविकत ७ सरकमीवृत्ता साकित, शाखिलिका, নবুজ লংঘ, পশ্চিম শ্রিপুরা



Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

चत् वस्र A to Z अध्यक्षांत अधीर्यान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে

একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

Contact 9667700474

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয় আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধা সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তফার্নি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

শিশু শ্রমিক উদ্ধারে লাঞ্ছিত

শিশুশ্রম বিরোধী আইন থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ করছে না পুলিশ। খোদ আগরতলা শহরেও বিভিন্ন দোকানে শিশু শ্রমিক দিয়ে খাটানো হচ্ছে। এগুলি অন্ধের মতো দেখে চলে যায় পুলিশ এবং প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এমনই এক শিশু শ্রমিক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ এবং চাইল্ড লাইনের কর্মীদের পাল্টা অপমানিত হতে হলো। এরপরও শিশুশ্রম খাটানোর জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা নিতে সাহস পায়নি পুলিশ। উদ্ধার শিশুকে শুক্রবার শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে পেশ করা হবে। প্রাথমিকভাবে তার ঠিকানা শিশু আবাস। জানা গেছে, দুর্গা চৌমুহনির নবোদয় সংঘের পাশে একটি বাইক মেকানিকসের দোকান রয়েছে। দোকানের মালিক তাপস দাসগুপ্ত। রাস্তার পাশেই দোকানে প্রত্যেকদিনই এক শিশুকে দিয়ে কাজ করানো হয়। পথ চলতি লোকজন এই বিষয়টি দেখতে পেয়ে চাইল্ড লাইনে খবর দেন। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা রাস্তার পাশে শিশু শ্রমিকে কাজ করতে দেখে রামনগর পুলিশ ফাঁড়ি এবং শ্রম দফতরের অফিসারদের নিয়ে দোকানটিতে যায়। হাতেনাতে শিশু শ্রমিককে কাজ করানোর সময় আটকে ফেলেন তারা।

> ''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা

© 9436940366

বাইক, গাড়ি, মেকানিক অথবা মুদির দোকানে খাটছে। এসব ঘটনায় অভিযুক্ত মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না প্রশাসন। যে কারণে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না শিশুশ্রম।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা এই শিশু শ্রমিককে তাদের সঙ্গে নেওয়ার সময় দোকান মালিক এবং পাশের বাড়ির এক মহিলা বাধা দেয়। চাইল্ড লাইনের কর্মী এবং পুলিশের সঙ্গে ওই মহিলা দুর্ব্যবহার শুরু করে দেয়। নাবালককে গাড়িতে উঠাতে দিচ্ছিলেন না তিনি। উল্টো হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশ এবং চাইল্ড লাইন কর্মীদের। একপ্রকার জোর করে নাবালককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় প্রশাসনের টিম। কিন্তু রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে কোনও মামলা নেয়নি। আটক করা হয়নি অভিযুক্ত মহিলাকেও। এই ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে। দুর্গা চৌমুহনির রাস্তা দিয়ে এই বাইক মেকানিকসের দোকানের সামনে দিয়ে প্রত্যেকদিন যাতায়াত করেন রামনগর ফাঁড়ির প্রত্যেক পুলিশ কর্মী। এদিন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করতে এসে কাজে বাধা পেলেও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নেওয়া হয়নি। শিশুশ্রম বেআইনি। এরপরও দোকান এবং বাড়িঘরে শিশু শ্রমিক রাখা হচ্ছে। স্কুলে যাওয়ার বদলে শিশুরা কোনও

> Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur